আন.হি.খিসহ

ব্রহ্ম-পুত্র-মাহাত্ম্য

ও

সংক্ষিপ্ত বিবিধ তীর্থকৃত্য।

শ্রীবিশ্বনাথ কাব্যরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কলিকাতা
২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে-
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ;
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত
২২১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৬।

শ্রীশিবোবিজয়তে

নিবেদন।

ব্রহ্মপুত্র ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ মহাতীর্থ। প্রতিবর্ষে ভারতের বিভিন্নদেশীয় বহুসংখ্যক ধর্ম্মপ্রাণ নর-নারী চৈত্র মাসের অষ্টমী-যোগ উপলক্ষে এই পুণ্যতীর্থে আগমন করিয়া থাকেন।

দুই চারি বৎসর অন্তর অন্তর বুধাষ্টমী নামক এক মহাফলপ্রদ যোগ হইয়া থাকে। তখন ইহার পবিত্র নীরে অবগাহনেচ্ছু আরও অধিকতর লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পুণ্য তীর্থের মাহাত্ম্যকথা এবং তীর্থ স্নানের বিধি ব্যবস্থা অনেকেরই অবিদিত।

কতিপয় সহৃদয় বন্ধু ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনুরোধে আমি এই তীর্থের উৎপত্তি বিবরণ এবং মাহাত্ম্য কথা শাস্ত্রানুসারে লিপিবদ্ধ করিয়া তদানুষঙ্গিক সাধারণ স্নানবিধি, তীর্থ স্নানের সঙ্কল্প বাক্যাদি ও তীর্থের অবশ্য কর্ত্তব্য তর্পণ, শ্রাদ্ধাদির বিধি ব্যবস্থা এবং স্নানসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সহ "ব্রহ্ম-পুত্র-মাহাত্ম্য ও সংক্ষিপ্ত তীর্থকৃত্য" নামে এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

প্রসঙ্গ ক্রমে গঙ্গাদি অন্যান্য তীর্থের যোগ স্নানের নানাবিধ সংকল্প বাক্য এবং বিশেষ বিশেষ স্নানমন্ত্র একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া

গ্রন্থের শেষভাগে "সঙ্কল্প-প্রকরণ" নামে উহা সং যোজিত করিলাম। তদ্দ্বারা তীর্থযাত্রিগণের প্রায় সকল তীর্থেই এই ক্ষুদ্র পুস্তক যৎকিঞ্চিৎ উপকারে আসা সম্ভব।

পৌরাণিক সংস্কৃতকথা সাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত গুলির ভাব অনুসারে উহার সরল বাঙ্গালা গদ্যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সুবিস্তৃত সরল পদ্যে একটী অনুবাদ দেওয়া গেল।

গদ্য অপেক্ষা পদ্য অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষতঃ সরল প্রাণা পবিত্র-হৃদয়া ললনা কুলের অধিকতর উপাদেয় বোধ হয় বলিয়াই

ফলতঃ সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র পুস্তক, স্ত্রী, শূদ্র সাধারণের, পরন্তু, ক্রিয়াশীল পৌরোহিত্য ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও যাহাতে সামান্য উপযোগী হয় তৎপক্ষে লক্ষ্যের ত্রুটি ঘটে নাই।

ইহার ভালমন্দ বা সুষ্ঠুতা সাধন সম্বন্ধে আমি নিজে কিছুই বুঝিতে পারি না, সুতরাং কিছুই বলিতে চাই না, বিজ্ঞগণ তাহার বিচার করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, সিরাজগঞ্জ আটঘড়িয়া নিবাসী সাধু হৃদয় বিদ্যোৎসাহী প্রীতি-নিকেতন **শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তি** মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মুদ্রণ ও প্রচারের উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া আমাকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন।

এক্ষণে নিত্য নৈমিত্তক ক্রিয়াযুক্ত স্বধর্ম্মানুরাগী জনগণ উৎসাহ প্রদানার্থ গ্রহণ করিলে এবং এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে যত্ন ও শ্রম সফল বোধ করিব।

পুস্তক প্রকাশে নিতান্ত সত্বরতা প্রযুক্ত এবং বাহুল্য ভয়ে

এই পুস্তকে সর্ব্বত্র বচন প্রমাণ প্রদর্শিত হইল না। মাত্র স্থানে স্থানে শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। আমার বুদ্ধি দৌর্ব্বল্যে বা যোগ্যতায় অনপেক্ষ বাল-চাপল্যে ইহাতে ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে সুধীগণ কৃপাপূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা নিবেদন ইতি।

কাওয়াকোলা,
সিরাজগঞ্জ, পাবনা,
২রা বৈশাখ ১৩১৭
সাল।

শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মণঃ।

সূচীপত্র।

সমাপ্তিঃ।

ওঁ তৎসৎ—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীব্রহ্মপুত্র-নদবর্য্য-বগাহ যোগাৎ
সর্ব্বাণিযান্তি বিলয়ং কলিকল্মষাণি।
শ্রীবিশ্বনাথ-ধরণী-বিবুধো বিধানং
চক্রে মুদোদয়নভূঃ শিবনাথ-সূনুঃ।

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কামরূপের অন্তর্গত "ব্রহ্মকুণ্ডাদি" নামে অনেক গুলিনতীর্থ আছে। ব্রহ্মপুত্র তন্মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই মহাতীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে এক বিচিত্র আখ্যায়িকা আছে,—সপত্নীক শান্তনুমুনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে লৌহিত্য সরোবরের তীরে তপস্যার্থ বাস করিতেছিলেন। একদা ভগবান ব্রহ্মা জগতেরহিত ও দেবগণের কার্য্য-সাধন-ব্যপদেশে সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রদ এক অভিনব তীর্থ-সৃষ্টির অভিলাষ করেন। তদনুসারে তিনি ঋষির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সতীকুল-শ্রেষ্ঠা ঋষি-পত্নী অমোঘার উদরে অদ্ভুত উপায়ে স্বকীয় তেজ

শান্তনু দ্বারা সেচন করিয়া এক জলময় গর্ভের সঞ্চার করেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মসদৃশ চতুর্ভূজ একপুত্র অবস্থিত ছিলেন। পরে যথাকলে ঐ জলময় গর্ভ প্রসূত হইলে, মহর্ষি শান্তনু কৈলাসাদি পর্ব্বত চতুষ্টয় বেষ্টিত এক কুণ্ড মধ্যে তাহাকে সন্নিবেশিত করেন। ব্রহ্মা তাহার সংস্কার করেন। বহুকালান্তর উক্ত ব্রহ্মপুত্র, তোয়রাশি রূপে পঞ্চ যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েন, এবং লৌহিত্য সরোবরে পতিত হইয়া বহুকাল লুপ্ত থাকেন।

এদিকে কালক্রমে জমদগ্নি-পুত্র ভগবান্ পরশুরাম পিতৃ-আদিষ্ট মাতৃহত্যার মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি লিপ্সু হইয়া পিতৃ-আদেশ ক্রমেই এই তীর্থের সন্ধান পান, এবং ইহার পূতজলে পানাবগাহন করিয়া উক্ত মহাপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হন। পরে করস্থ কুঠারদ্বারা পার্ব্বত্য পথ পরিষ্কৃত করিয়া সাগরাভিমুখে বিস্তার ও তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

ব্রহ্মতেজে শান্তনুদ্বারা অমোঘার গর্ভেজন্ম ও লৌহিত্য সরঃ হইতে উৎপন্ন (বহির্গত) বলিয়া ইহার নাম "লৌহিত্যাখ্য ব্রহ্মপুত্র" হইয়াছে; এবং এইজন্যই ইহাকে "ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ" ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ইহার বিস্তৃত পদ্যানুবাদ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল।——

পৌরাণিক সংস্কৃত ইতিবৃত্ত ও মাহাত্ম্য যথা;——

ব্রহ্মপুত্র-নদস্যোৎপত্তি-মাহাত্ম্যম

কালিকাপুরাণে।

(৮৪।৮৫ অঃ)

সগর উবাচ।

অমোঘায়াং কথং জজ্ঞে লৌহিত্যোব্রহ্মণঃ সুতঃ।
কথং শান্তনু-ভার্য্যায়াং রেতঃ স কমলাসনঃ॥
পারইন্দ্রেণেয়ঃ পুত্রোবা কথং জজ্ঞে পিতামহাৎ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতু মিচ্ছামি কথয়স্ব দ্বিজোত্তম॥

ঔর্ব্ব উবাচ।

শৃণু ত্বং নৃপশার্দ্দূল কথয়ামি মহত্তরং।
আখ্যানং ব্রহ্মপুত্রস্য লৌহিত্যস্য মহাত্মনঃ॥
হরিবর্ষে মহাবর্ষে শান্তনু র্নামনামতঃ।
মুনিরাসীন্মহাভাগো জ্ঞানবান্ সুতপোধনঃ॥
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা অমোঘাখ্যা মহাসতী।
হিরণ্যভর্গস্য মুনে স্তৃণবৃন্দাশ্রমোদ্ভবা॥
তয়া সার্দ্ধং স কৈলাস মর্য্যাদাপর্ব্বতেঽবসৎ।
লোহিত্যাখ্যস্য সরসস্তীরে বৈ গন্ধমাদনে॥

একদা স তপোনিষ্ঠো নিজ পুষ্পাদি গোচরে।
জগাম বনমধ্যস্তু চিন্বন্ বহুফলানি চ ॥
তস্মিন্নবসরে ব্রহ্মা সর্ব্বলোক-পিতামহঃ।
তত্রাজগাম যত্রাস্তি অমোঘা শান্তনোঃ প্রিয়া ॥
তাং দৃষ্ট্বা দেবগর্ভাভাং যুবতীং অতিসুন্দরীং।
মোহিতো মদনে নাশু তথাভূৎ ভূষিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
উদীরিতেন্দ্রিয়ঃ ভূত্বা জিঘৃক্ষুস্তাং মহাসতীং।
অথাধাবৎ তদা ব্রহ্মা সম্মুখো মদনার্দ্দিতঃ ॥
ধাবমানং বিধাতারং দৃষ্ট্বামোঘা মহাসতী।
মৈবং মৈবং ইতি প্রোক্ত্বা পর্ণশালাং ব্যলীয়ত ॥
ইদঞ্চোবাচ ধাত্তারমমোঘা কুপিতা তদা।
পর্ণশালান্তরগতা দ্বারমাবৃত্য তৎক্ষণাৎ ॥
অকার্য্যং নো ময়া কার্য্যং মুনিপত্ন্যা বিগর্হিতম্।
বলাৎ প্রমথ্যা চাহং তৎত্বয়া ত্বাঞ্চ শপাম্যহং ॥
অমোঘয়া চৈব মুক্তে বিধাতুশ্চ তদা নৃপ।
রেতশ্চস্কন্দ চ তদৈবাশ্রমে শান্তনোর্মুনেঃ ॥
চ্যুতে রেতসি ধাতাপি হংসযানং সমাস্থিতঃ।
লজ্জয়াতিপরীতাত্মা দ্রুতং বৈ স্বাশ্রমং যযৌ ॥
গতে বেধসি শান্তনুর্নিজমাশ্রমমাগতঃ।
আগত্য দৃষ্ট্বা হংসানাং পদক্ষোভং তথা ভুবি ॥

তেজশ্চ পতিতং ভূমৌ বিধাতুর্জ্বলনোপমং।
অমোঘাং পরিপপ্রচ্ছ পর্ণশালান্তরস্থিতাং॥
কিমেতৎ অত্র সুভগে প্রবৃত্তং দৃশ্যতে তু যৎ।
পক্ষিণাঞ্চ পদক্ষোভস্তেজশ্চেদঞ্চ কীদৃশং॥
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা শান্তনুং মুনিসত্তমং।
অমর্ষিতেব ন্যগদদাকুলা বিকলাননা॥
হংসযুক্তস্যন্দনেন কোঽপ্যাগত্যচতুর্ম্মুখঃ।
কমণ্ডলুকরো ভীরু রতিং মাং সমযাচত॥
ততো ময়া ভর্ৎসিতঃ স উটজান্তরলীনয়া।
প্রচ্যাব্য তেজঃ সযাতো ময়া শাপভয়ার্দ্দিতঃ॥
কুরু তত্র প্রতীকারং যদি শক্নোষি শান্তনো।
নহীমাং ধর্ষণাং সোঢ়ুং কশ্চিৎ শক্নোতি জীবভৃৎ॥
স তস্যা বচনং শ্রুত্বা স্বয়ং ব্রহ্মা সমাগতঃ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা তত্র ধ্যানপরোঽভবৎ॥
দিব্যজ্ঞানেনস জ্ঞাত্বা দেবকার্য্যং উপস্থিতং।
তীর্থাবতারণঞ্চাপি হিতায় জগতাং মুনিঃ॥
জ্ঞাত্বোদর্কং চিন্তয়িত্বা স্বভার্য্যামিদমব্রবীৎ।
ইদং তেজো ব্রহ্মণস্ত্বং পিবামোঘে মমাজ্ঞয়া॥
হিতায় সর্ব্বজগতাং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
ভবত্যা নিকটং ব্রহ্মা স্বয়মেব সমাগতঃ॥

ত্বামপ্রাপ্য স মহাত্মা আবয়োঃ স সমর্প্য চ।
গতোনিজাস্পদং তৎ ত্বং কর্ত্তুমর্হসিমদ্বচঃ॥
তৎ শ্রুত্বা শান্তনোর্বাক্যমমোঘাতীব লজ্জিতা।
সান্ত্বয়ন্তীব তং প্রাহ পতিং নত্বা মহাসতী॥
নান্যস্য তেজো ধাস্যামি নচেৎ তে বিমনস্কতা।
অবশ্যং যদি কর্ত্তব্যং পীত্বা ত্বং ময়ি চোৎসৃজ॥
তত স্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা যুক্তং তথ্যঞ্চ শান্তনুঃ।
স্বয়ং পীত্বা চ তৎ তেজস্তস্যাগর্ভে ব্যসেচয়ৎ॥
সংক্রামিতৈঃ শান্তনুনা তেজোভির্ব্রহ্মণঃ সতী।
গর্ভং দধানামোঘাখ্যা হিতায় জগতাং ততঃ॥
তস্যাঃ কালে তু সংপ্রাপ্তে সংজাতো জলসঞ্চয়ঃ।
তন্মধ্যে তনয়শ্চাপি নীলবাসাঃ কিরীটধৃক্॥
রত্নমালাসমাযুক্তো রক্তগৌরশ্চ ব্রহ্মবৎ।
চতুর্ভুজঃ পদ্মবিদ্যাবরশক্তিধরস্তথা॥
শিশুমারশিরস্থশ্চ তুল্যকায়ো জলোৎকরৈঃ।
তং জাতঞ্চ তথাভূতং শান্তনুর্লোকশান্তনুঃ॥
চতুর্ণাং পর্ব্বতানাঞ্চ মধ্যদেশে ন্যবেশয়ৎ।
কৈলাস শ্চোত্তরে পার্শ্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ॥
জারুধিঃ পশ্চিমে শৈলঃ পূর্ব্বে সংবর্ত্তকাহ্বয়ঃ॥
তেষাং মধ্যে স্বয়ং কুণ্ডং পর্ব্বতানাং বিধেঃ সুতঃ।

কৃত্বাতিবিবৃধে নিত্যং শরদীব নিশাকরঃ ॥
তং তোয়মধ্যগং পুত্রমাসাদ্য দ্রুহিণঃ স্বয়ং।
ক্রমতস্তস্য সংস্কারান্ অকরোৎ দেহশুদ্ধয়ে ॥
অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥
তোয়রাশি-স্বরূপেণ ববৃধে পঞ্চযোজনান্।
তস্মিন্ দেবাঃ পপুঃ সম্নুদ্বিতীয় ইব সাগরে ॥
শীতামলজলে হ্রদে দেবাশ্চাপ্সরসাং গণৈঃ।
তস্মিন্নবসরে রামো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ॥
চক্রে মাতৃবধং ঘোরমত্যুগ্রং পিতুরাজ্ঞয়া।
তস্য পাপস্য মোক্ষায় স্বপিতুশ্চোপদেশতঃ ॥
স জগাম মহাকুণ্ডং ব্রহ্মাখ্যং স্নাতুমিচ্ছয়া।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বাচ মাতৃহত্যাং ব্যপানয়ৎ ॥
তীর্থঃ পরশুনা কৃত্বা তং চ ক্ষমামবতারয়ৎ ॥

অপিচ—

ব্রহ্ম কুণ্ডাৎ স্বতঃ সোঽথ কাসারে লোহিতাহ্বয়ে।
কৈলাসোপত্যকায়াস্তু ন্যপতদ্ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥
তস্যাপি সরসস্তীরং সমুত্থায় মহাবলঃ।
কুঠারেণ দিশং পূর্ব্বামনয়দ্ব্রহ্মণঃ সুতং ॥
ততোঽপরত্রাপি গিরিং হেমশৃঙ্গং বিভিদ্য চ।
কামরূপান্তরং পীঠ মবাহয়দমুং হরিঃ ॥

তস্য নাম বোধশ্চক্রে স্বয়ং লোহিত গঙ্গকং ।
লৌহিত্যাং সরসোজাতো লৌহিত্যাখ্য স্ততোঽভবৎ।
স কামরূপ মখিলং পীঠ মাপ্লাব্য বারিণা ।
গোপয়ন্ সর্ব্বতীর্থানি দক্ষিণং যাতি সাগরং ।
প্রাগেব দিব্য যমুনাংস ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গত্বা দ্বাদশ-যোজনম্ ।
চৈত্রেমাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
স্নাতি লৌহিত্যতোয়েষু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদং ॥৪৭॥

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-মাহাত্ম্য ।

(ভাবানুবাদ)

মার্কণ্ডেয় তপোধন কহিলেন পরে—
"অপূর্ব্ব আখ্যান এক শুন মুনিগণ !
ঔর্ব্বপ্রতি জিজ্ঞাসেন সগর সাদরে
মনের সংশয় এক করুন ছেদন ।
লৌহিত্য সে ব্রহ্মপুত্র অমোঘা-জঠরে
জন্মেছেন শুনি হেন শাস্ত্রের বচন ।
অমোঘা শান্তনু-ভার্য্যা সতী সর্ব্বোপরে,
কিরূপে বিধাতা তথা করেন গমন ?

পর কলত্রেতে জাত ব্রহ্মার কুমার,
শুনিয়া সন্দেহ চিত্তে হয় দ্বিজোত্তম।
অমোঘাও বড় সাধ্বী, ব্রহ্মা জ্ঞানাধার—
বলুন সংশয়-চ্ছেদী কথা অনুপম!
কহিলেন চিত্র কথা সগর ভূপেরে
ঔর্ব্ব মহামুনি, "শুন নৃপধুরন্ধর!
ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যের মহিমা কি ক'রে
বর্ণিব ; তথাপি বলি অনতিবিস্তর।

হরিবর্ষ নামে এক মহাবর্ষ ছিল,
শান্তনু নামেতে ঋষি তথায় আছিল।
মহাজ্ঞানবান্ তিনি তপস্যা-নিরত,
সুসাধ্বী অমোঘা তার পত্নী বলি' খ্যাত।
পরে শুন, মহামুনি নিজ-পত্নীসনে
কৈলাস নিকটে যান সে গন্ধমাদনে।
একদিন শান্তনু সে লৌহিত্য-পুলিনে,
তপস্যা কারণে যান হরষিত মনে।
ফল ফুল আহরণে ঋষি বনে যায়,
এই অবসরে ব্রহ্মা অমোঘারে পায়।
পরমা রূপসী সতী হেরিয়া তখন
মদন শরেতে দেব হয় বিচেতন।

অবশ হইল অঙ্গ মানস বিকল,
মদনে কম্পিত দেব, ইন্দ্রিয় চঞ্চল।
অমোঘার প্রতি ব্রহ্মা ধাইল তখন।
আলিঙ্গন হেতু দেব হ'য়ে বিচেতন।
এ দিকেতে মহাসতী ব্রহ্মারে হেরিল,
কাম-মুগ্ধ ধাবমান বিধিরে কহিল!
"একি,একি! মহাভাগ এ কি তব রীতি?"
অমনি কুটীর মধ্যে প্রবেশিল সতী।
কুপিতা হইয়া সতী অমোঘা তখন
বিধাতায় কহে তবে মধুর বচন,
"তুমি দেব মনে লয় বিশ্বের ঈশ্বর,
কিরূপে এ হেন কর্ম্মে উন্মত্ত অন্তর?
সাক্ষাৎ জননী হয় পরের রমণী,
সর্ব্বশাস্ত্রে এই কথা কহে সর্ব্ব মুনি।
পিতৃ-ভাব আসে তোমা করি দরশন।
হেন তুচ্ছ কার্য্যে তব বিচলিত মন?"
এরূপে অমোঘাসতী নিবারণ করে;
কিছুতেই ব্রহ্মা তাহে ধৈর্য্য নাহিধরে।
বলাৎকারে সমুদ্যত বিধাতা যখন,
গৃহদ্বার রুদ্ধ সতী করি সেই ক্ষণ,
বিধাতার প্রতি তবে মুনি পত্নী কয়—
ঋষির বনিতা আমি শুন মহাশয়!

"এমন গর্হিত কর্ম্ম না পারি সাধিতে।
তবে যদি আলিঙ্গন করহ বলেতে,
পতিব্রতা নারী আমি শুন লোকেশ্বর!
প্রদান করিব শাপ তোমার উপর।"

মহারাজ শুন, হেন সতীর কথায়,
অব্যর্থ বিধাতৃ-তেজঃ পড়ে সেই খানে;
এইরূপে রেতঃ যবে পড়িল ধরায়,
লজ্জায় পালায় ধাতা উঠি' হংসযানে।
হেথায় শান্তনু ঋষি কানন হইতে
ফল পুষ্প নিয়ে এল আপন ভবনে।
হংসের চরণ চিহ্ন হেরিল ভূমিতে.
বিধির অব্যর্থ বীর্য্য নেহারে নয়নে।
তখন বনিতা প্রতি কহে ঋষিবর,
কহলো সুভগে ইহা কিবা দেখা যায়?
রাজহংস-পদ-চিহ্ন কেন এর পর—
এ তেজঃ কি হেতু হেথা কহ তা আমায়
জান যদি তবে প্রিয়ে কহলো সত্বর,
বড় কৌতূহল মম হ'তেছে অন্তরে।"
পতি বাক্যে সতী অতি লজ্জায় কাতর,
কহেন যথার্থ কথা গদ গদ স্বরে।—

"কমণ্ডলুধারী হয় চতুর আনন,
রক্তবর্ণ কলেবর হংসের আসন,

মহান্ পুরুষ এক আসিয়া হেথায়,
মম প্রতি বারবার রতি ভিক্ষা চায়।
তাহাতে তাহারে বহু করি তিরস্কার,
ফেলিল এ তেজঃ তবে ভূমির উপর।
হংসযানে দ্রুতগতি করি আরোহণ
অভিশাপ ভয়ে দেব করে পলায়ন।
অতএব কর তুমি বিধান ইহার,
শক্তি যদি থাকে শীঘ্র কর প্রতীকার”।
সতীর বচনে ঋষি ধ্যানেতে বসিল,
ধ্যানযোগে মহামুনি সকলি জানিল।
জগৎ হিতের হেতু বিধাতা এখন
তীর্থ সব করিবারে মর্ত্ত্যে আনয়ন,
হংস-যানে লোক-পিতা আসিয়া হেথায়,
পাবক সদৃশ তেজঃ ফেলিলা ধরায়।
মনে মনে মহামুনি তখনি চিন্তিল,
ব্রহ্মার সে তেজঃ প্রতি দেখিতে লাগিল।
তখন বনিতা প্রতি কহে মুনিবর।
“মম বাক্যে কর পান ইহারে সত্বর।
ত্রিভুবনের হিত হেতু বিধাতা এখন
দেবতার কার্য্য শুধু করিতে সাধন,
আপনি তোমার পাশে বিধাতা আইল,
তোমায় না পেয়ে তিনি করুণা করিল।

পাবকসদৃশ তেজ করিয়ে পাতন।
আপনার স্থানে দেব করিল গমন।
সম্প্রতি আমার বাক্য সত্য বলি মান,
বিধির অমোঘ বীর্য্য শীঘ্র কর পান।"
পতির বচনে সতী লজ্জিতা হইল,
প্রণতি করিয়া পরে পতিরে কহিল।
"শুন প্রাণেশ্বর আমি পতিপ্রাণা সতী,
ভক্ষিতে অন্যের তেজ নাহিত শকতি।
দুঃখ না করিবে নাথ! ইহার কারণ;
তবে এক কথা নাথ করহ শ্রবণ।
এ কার্য্য একান্ত যদি করিতেই হয়,
অগ্রে তবে তুমি পান কর মহাশয়।
পশ্চাতে দাসীর প্রতি করহ অর্পণ।"
সুযুক্ত সতীর বাক্য করিয়ে শ্রবণ,
আপনি বিধির তেজ ভক্ষণ করিল;
অমোঘার গর্ভে সেই ব্রহ্ম তেজ দিল।
সেই তেজে অমোঘার গর্ভের সঞ্চয়।
কিছুদিন পরে তবে শুন নররায়।
জলরাশি সঞ্চয় সে অমোঘা-জঠরে।
হইল আশ্চর্য্য মূর্ত্তি গর্ভের ভিতরে।

নীলাম্বর পরিধান কিরীট-শিখরে।
রক্ত-গৌর-দেহপ্রভা রক্ত মাল্যধারী,
পদ্ম, বিদ্যা, বর শক্তি ধরে চারি করে,
শিশুমার-জলজন্তু-উত্তমাঙ্গচারী।
ভুতলেতে শুভক্ষণে হল আবির্ভূত,
চারি গিরি মাঝে এক কুণ্ড নির্ম্মাইল.
পরম পবিত্র তীর্থ পরম অদ্ভুত।
জলরাশি হয়ে তথা অবস্থিতি কৈল।

স্বকৃত কুণ্ডেতে বাড়ে বিধাতৃ-তনয়
শরতের শশী যথা নিত্য উপচয়।
জলমধ্য-গত সেই আপন কুমারে
দেহ শুদ্ধি হেতু ব্রহ্মা সংস্কার করে।
অনন্তর বহুকাল অতীত যখন
পরে জলরাশি বাড়ে পাঁচটী যোজন।
ক্রমে ক্রমে এইরূপে বাড়িতে লাগিল।
তবে যত সুরগণ লৌহিত্যে যাইল॥
তাহার শীতল জলে করে স্নান পান।
অতঃপর শুন সবে অপূর্ব্ব আখ্যান॥
ক্ষত্র. অন্তকারী সেই ভৃগুর কুমার।
জননী বধিয়া তিনি আদেশে পিতার॥
সেই ঘোর মহা পাপ বিনাশ কারণ।
বর যাচে পিতৃ পাশে (আর) মাতার জীবন।

তাহা শুনি ভৃগু মুনি কহিল পুত্রেরে ॥
"জীবন পাইবে তব জননী সত্বরে।
আর যে কহিলে বৎস মাতৃ-হত্যা হ'তে ॥
নিষ্কৃতি পাইবে তুমি বলহ কিমতে ?
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত তুমি হও মতিমান্।
বরদানে কভু ইহা না হয় নির্ব্বাণ ॥
মাতৃ-হত্যা মহাপাপ কিছুতে না যায়।
এই মত সর্ব্ব শাস্ত্র সকলেতে কয় ॥
তবে পুত্র মম বাক্য করহ পালন,
অতি শীঘ্র ব্রহ্মপুত্রে করহ গমন ॥
বিধিমত স্নান দান তাহাতে করিবে।
মহাপাপ হতে তবে নিষ্কৃতি পাইবে ॥
জগতের হিত হেতু তুমি মহামতি,
মহাপুণ্য ব্রহ্মক্ষেত্রে শীঘ্র কর গতি ॥"
পিতার বচনে তবে চলিলা তখন,
ব্রহ্মপুত্র উদ্দেশেতে ত্বরিত গমন ॥
ভার্গব সে কুণ্ড যবে সংপ্রাপ্ত হইল,
তাহে স্নান করি, পরে সে জল খাইল ॥
করস্থ কুঠার পরে ধুইল জলেতে।
বাহিরিল "মাতৃ-হত্যা"-পাপ দেহ হ'তে ॥
মাতৃ-হত্যা মহাপাপে যবে মুক্ত হয়।
তখনি কুঠার তার ভূমেতে পড়য় ॥

তখন জানিল রাম আপন অন্তরে,
মহাপাপে মুক্ত আমি হইনু এবারে ॥
ভৃগুর তনয় তবে চিন্তিল মনেতে,
তীর্থেশ্বর করিবারে ; লৌহিত্য সরেতে,—
ভারতের তীর্থ যত সবে মিশাইল ;
পরে এই ব্রহ্মপুত্রে তীর্থেশ্বর কৈল ॥
হাতের কুঠারে কাটি বন তথাকার,
তীর্থ পথ যেইকালে করে পরিষ্কার ;
অমনি সে কুণ্ড হতে ব্রহ্মার নন্দন,
উঠিয়া অপূর্ব্ব দেহ করিল ধারণ ॥
লৌহিত্য কুণ্ডেতে তিনি করে অবস্থিতি ।
এ দিকেতে উঠি পুনঃ রাম মহামতি,
লৌহিত্য তীরেতে তিনি করিয়ে গমন ।
পূর্ব্বভাগ কুঠারেতে কাটিলা তখন ॥
তার পরে ব্রহ্মপুত্র, ভেদি হিমালয় ।
কামরূপ মহাপীঠে আইল ত্বরায় ॥
বিধাতা "লৌহিত্য গঙ্গা" নাম তার দিল ।
"লৌহিত্য" নামেতে তাই বিখ্যাত হইল ॥

শুনহ সগর নৃপ আমার বচন ।
যে জন এ মহাতীর্থে করে স্নান পান,
ভক্তি ভাবে বিধিমত ; সেই পাপীজন,
সর্ব্বতীর্থ স্নান জন্য লভে সে কল্যাণ ॥

বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল শুন সর্ব্বজন,
চৈত্রাষ্টমী শুক্লা তিথি অতি শুভক্ষণ।
সে ক্ষণেতে মহাকুণ্ডে যে করে মজ্জন,
মোক্ষপদ লভে সেই শাস্ত্রের লিখন।
যে জন এ মহাতীর্থ মাহাত্ম্য পড়িবে।
ব্রহ্মপুত্র-স্নান-ফল নিশ্চয় পাইবে।

যে রমণী শোনে এই পবিত্র আখ্যান।
ইহ লোকে পতিব্রতা সেই নারী হয়।
অন্তেতে পরম গতি লভে সে কল্যাণ।
এ নহে মুখের ভাষা শাস্ত্রের বিষয়॥

(এতদংশ পুরাণান্তর হইতে সংগৃহীত)
ইতি ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

অথ ব্রহ্ম-পুত্র-স্নান-ফলম্।

তথাচ তিথিতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণম্।

পুনর্ব্বসু বৃষেলগ্নে চৈত্রেমাসি সিতাষ্টমীং।
লৌহিত্যে বিরজে স্নায়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ও বৃষলগ্ন পাইলে, উহাতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

স্রোতোজলমাত্রে বুধবারে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রান্বিত চৈত্র শুক্লাষ্টম্যাং বাজপেয় যজ্ঞজন্য ফল-সম-ফল প্রাপ্তিঃ ফলম্,

যথাবিষ্ণুঃ—

পুনর্ব্বসু বুধোপেতাং চৈত্রেমাসি সিতাষ্টমীং।
স্রোতঃসু বিধিবৎ স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ॥

চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ও বুধবার পাইলে, সেই তিথিতে যে কোন স্রোতের জলে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়।

এবঞ্চ তস্যাং, ব্রহ্মপুত্র স্নানেতু সর্ব্বপাপক্ষয় পূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থ-স্নান-জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তিঃ ফলম্ বাজপেয় ফলং চ।

আর, সেই পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ও বুধবার যুক্ত ঐ অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে, সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া সর্ব্বতীর্থ স্নান জন্য ফল-সম-ফল হয়। এবং বাজপেয় যজ্ঞের ফলও হইয়া থাকে।

বুধাষ্টমীযোগঃ।

অপিচবিষ্ণুঃ—

পুনর্ব্বসু বৃষেলগ্নে চৈত্রে শুক্লাষ্টমী বুধে।
স্রোতঃসু বিধিবৎ স্নাত্বা বাজপেয় ফলং লভেৎ॥

চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী, বুধবারে পাইলে, তাহাতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র

ও বৃষলগ্ন পাইলে **বুধাষ্টমী** যোগ হয়। ইহাতে **ব্রহ্মপুত্রে স্নান** করিলে সর্ব্বপাপক্ষয় পূর্ব্বক বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে না পারিলে শুধু স্রোতোজলে স্নান করিলেও (বাজপেয় যজ্ঞের) ফল হইয়া থাকে। ইহাকেই **বুধাষ্টমী** যোগ কহে।

কেবল চৈত্র শুক্লাষ্টম্যাস্তু, ব্রহ্মপদ প্রাপ্তিঃ ফলম—

তত্রপ্রমাণম্ ঃ—

চৈত্রেমাসি সিতাষ্টম্যাং যোনরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
স্নাতি লৌহিত্য-তোয়েষু সযাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥

বুধবারে ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র না পাইলে চৈত্রের কেবল শুক্লাষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তিফল হয়।

চৈত্র শুক্লাষ্টম্যাং ব্রহ্মপুত্রে সর্ব্বতীর্থাগমনং তত্র স্নানেন তস্মাৎ সর্ব্বতীর্থ স্নান ফলম্ ;—

তথাহি তিথ্যাদি তত্ত্ব-ধৃত-স্কন্দ পুরাণবচনম্ :—

পৃথিব্যাং যানিতীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বে লৌহিত্য মায়ান্তি চৈত্রেমাসি সিতাষ্টমীং ॥

পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ চৈত্রশুক্লাষ্টমী—তিথিতে ব্রহ্মপুত্রে আগমন করেন, সুতরাং উক্ত দিবস ঐ তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্ব-তীর্থ-স্নান-জন্য-ফল-সম-ফল হইয়া থাকে।

অন্যচ্চস্কান্দে—

মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে, অশোকাখ্যাং মহাষ্টমীং।
পিবেদশোক কলিকাঃ স্নায়াল্লৌহিত্য বারিণি ॥

চৈত্র শুক্লাষ্টমীকে "অশোকাষ্টমী" কহে। উহাতে আটটী অশোক-কলিকা পান করিবে এবং ব্রহ্ম-পুত্র-জলে স্নান করিবে।

এই বচনে "মীনপদ" সৌরমাস লাভের জন্য অর্থাৎ সৌর চৈত্রে হইলে অধিক ফল দায়ক হয়; চান্দ্র চৈত্রেও হইয়া থাকে।

(অশোক-কলিকা পানের মন্ত্রাদি, গ্রন্থ শেষে প্রদত্ত হইল।)

ব্রহ্মপুত্রে চৈত্রমাস স্নান ফলম্ :—

যথা কালিকা পুরাণে ;—

চৈত্রন্তু সকলং মাসং শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
লৌহিত্যতোয়ে যঃ স্নাতি সকৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ॥

শুচি ও সংযত চিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি, সমগ্র চৈত্রমাস ব্রহ্মপুত্র-নদে স্নান করে, সে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মপুত্রস্য লৌহিত্য সংজ্ঞা কারণম্।
লোহিতাৎসরসোজাতোলৌহিত্যাখ্যস্ততোহভবৎ॥
ইতি তিথিতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণম্।

লোহিত সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম লৌহিত্য হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র-তীর-মৃত্যুফলম্,

তথাহিবিষ্ণুঃ—

যাগতি র্যোগ যুক্তানাং যতীনা মূর্দ্ধরেতসাং।
সাগতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ ব্রহ্মপুত্রেষু সপ্তসু॥

যোগশীল, ঊর্দ্ধরেতাঃ—যতিব্রহ্মচারী, ঋষিদিগের যে গতি ব্রহ্মপুত্র নামক সাতটী নদের যে কোন তীরে, প্রাণত্যাগ করিলেও তাহার সেই গতি হয়। অর্থাৎ ইহার তীরে মৃত্যু হইলে ঋষি মুনির বাঞ্ছনীয় সেই উৎকৃষ্ট মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয়।

ব্রহ্মণঃ সপ্তপুত্রা যথা :—

লৌহিত্যো বিরজশ্চৈব শোণো ঘর্ঘর এব চ।
ভিদ্যউদ্ধ্যশ্চ* সিন্ধুশ্চ সপ্তৈতে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ॥

প্রমাণান্তরং তিথিতত্ত্বে দেবীপুরাণং —

শোন সিন্ধু হিরণ্যাখ্য কোক লোহিত ঘর্ঘরাঃ।
শতদ্রুশ্চ নদাঃ সপ্ত পাবনা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ॥

ব্রহ্মার সাত পুত্র, তদ্যথা ;— লৌহিত্য, বিরজ ইত্যাদি। এই সপ্ত ব্রহ্ম-পুত্রের মধ্যে, লৌহিত্য নামক ব্রহ্মপুত্র নদ অন্যতম, ইনিই বঙ্গদেশে—এমন কি সমগ্র ভারতে বিশেষ প্রখ্যাত। সংপ্রতি, ইহাঁরই বিবরণ ও উৎপত্তি মাহাত্ম্য এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইল।

—:০:—

তীর্থ যাত্রীর বিশেষ কর্ত্তব্য।

বায়ুপুরাণে ;—

অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্ন সংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ দম্ভী চ ন তীর্থফল ভাগিনঃ॥

* উদ্ধরতি উদকং ইতি উদ্ধ্যঃ ভিনত্তি কূলং ইতি ভিদ্যঃ "ভিদ্যোদ্ধ্যৌ নদে" ইতি ক্যবন্তৌ নিপাতৌ ইতি স্বপৌ মল্লিনাথ .

তস্য পাপমাত্র শমনং তীর্থে ভবতি যথা তত্রৈব ;
নৃণাং পাপকৃতাং তীর্থে ভবেৎ পাপস্য সংক্ষয়ঃ।
যথোক্ত ফলদং তীর্থং ভবেৎ শুদ্ধাত্মনাং নৃণাম্॥

শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা নাস্তিক এবং তীর্থের ফল বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান শূন্য অর্থাৎ সন্দিগ্ধ, ও কুতর্কের দ্বারা শাস্ত্রের উপপ্লবকারী, এবং দাম্ভিক ইহারা তীর্থ-ফল প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু, ইহাদের শুধু পাপ নাশ হয়। তীর্থে পাপীর পাপই ক্ষয় হয় ; পুণ্যাত্মার পুণ্য সঞ্চয় হয়।

সুতরাং উক্ত নিষিদ্ধ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তীর্থগত-মন ও নির্ম্মল সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া তীর্থে গমন করা উচিত।

সামান্য তীর্থ কৃত্য।

তীর্থস্থলে স্নানাদি করিতে হইলে, তীর্থে গমন করিবার দুইদিন পূর্ব্বে, এক ভক্তাদি নিয়ম অর্থাৎ এক সন্ধ্যা হবিষ্যাদি ভোজন করিয়া সংযত হইবে।

তৎ পরদিনে, অর্থাৎ তীর্থ গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বদিনে, শিখাবর্জ্জ-মুণ্ডন ও উপবাসাদি করিবে, পরে যাত্রা দিবসে প্রাতে গণেশাদি ইষ্ট দেবতার পূজা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, তদশক্তে তদনুকল্প আচার-পরিপ্রাপ্ত ভোজ্যদান ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়া, তীর্থ-যাত্রা করিবে।

(তীর্থযাত্রানিমিত্তক শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞাবাক্য ও ভোজ্যদান-বিধি গ্রন্থ শেষে দ্রষ্টব্য)

তীর্থে উপস্থিত হইয়া বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে স্নান ও ব্রতোপবাসাদি নিয়ম যুক্ত হইয়া ত্রিরাত্রিবাস করিবে।

তীর্থস্থলে ক্ষারাদি নিষিদ্ধ দ্রব্য দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না। তিলতৈল মাখিবে না। এবং অন্যান্য নিষিদ্ধকর্ম্ম-বর্জ্জন ও স্নানের

সাধারণ বিধিও তীর্থে প্রতিপালন করিবে। তীর্থে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে। (যথা স্থানে বক্তব্য)

মুণ্ডনবিধি—গয়া, গঙ্গা, বিশালা, বিরজা তীর্থ ভিন্ন, সকল তীর্থেই মুণ্ডন করিবে। সধবাগণ প্রয়াগ ভিন্ন সকল তীর্থেই কেশের দুই অঙ্গুলী পরিমাণ ছেদন করিবেন। প্রয়াগাবচ্ছিন্ন গঙ্গায়, সধবাগণও সর্ব্ব মুণ্ডনই করিবেন; সেখানে, দ্ব্যঙ্গুল পরিমিত কেশচ্ছেদ বিধান নয়।

প্রয়াগে মুণ্ডন নিত্য, সুতরাং তথায় মুণ্ডন অবশ্য কর্ত্তব্য; না করিলে প্রত্যবায় আছে। গয়া, গঙ্গা, বিশালা, বিরজা তীর্থ ব্যতিরেকে অন্যতীর্থে মুণ্ডন কাম্য, সুতরাং না করিলে পাপ নাই; কিন্তু মুণ্ডন করিলে উপবাসবৎ ফলাধিক্য আছে। বস্তুতঃ কেবল "পাপমাত্র ক্ষয় কামনায়" তীর্থ গমন করিলে সকল তীর্থেই মুণ্ডন করিতে হইবে। "তীর্থাদি-ফল-উদ্দেশে" প্রয়াগ ভিন্ন অন্যান্য তীর্থে মুণ্ডন না করিলেও চলিতে পারে॥

এক তীর্থে দশমাসাভ্যন্তরে পুনরায় দ্বিতীয় বার গমন করিলে মুণ্ডন, উপবাস ও তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্ত শ্রাদ্ধ ও আর করিতে হইবে না।

তীর্থাদি পুণ্যক্ষেত্রে এবং গ্রহণে প্রতিগ্রহ অকর্ত্তব্য। লোভ পরিত্যাজ্য। আমিষাদি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ তীর্থে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। এক তীর্থে উপস্থিত থাকিয়া অন্য তীর্থের প্রশংসা অবিধেয়। তীর্থ ভিন্ন স্থানে "স্নানের সাধারণ বিধি" অনুসারে কেবল স্নান তর্পণই বিধেয়।

গঙ্গাদিতীর্থে তত্তীর্থবাসিগণই কেবল ক্ষতাশৌচে কার্য্যাদি করিতে পারে; কিন্তু অন্য স্থান হইতে আগতের পক্ষে নিষিদ্ধ।

তৈল ম্রক্ষণ—

বিধি।

তীর্থাদি নিষিদ্ধ স্থলে অতৈল স্নান প্রশস্ত। কিন্তু, যেখানে তৈল মাখিতে নিষেধ আছে, সেখানে তিল তৈলই নিষিদ্ধ, বুঝিতে হইবে।

ঘৃত, সর্ষপতৈল, পুষ্পবাসিত তৈল ও পক্ক তৈল মাখিয়া স্নান করিতে কোন নিষেধ নাই; উহা ব্যবহার করিয়াও তীর্থে ও প্রাতঃ স্নানাদি স্থলে স্নান করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ তৈল পদটী "তিলে-ভবং তৈলং" এই অর্থে যৌগিক। সুতরাং "প্রাতঃ স্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে" ইত্যাদি স্থলে তিল-তৈলই নিষিদ্ধ, ঘৃতাদির সাহচর্য্য-সার্ষপ তৈল নহে।

অত্র প্রমাণং যথা—

তৈলাভ্যঙ্গ নিষেধে তু তিলতৈলং নিষিধ্যতে।
অতৈলং পক্বতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং॥
ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং তৈলাভ্যঙ্গে তু নিত্যশঃ।

ইতি তত্ত্ব ধৃত বচনম্।

স্নানের কতিপয় সাধারণ বিধি।

স্নান কালীন এক বস্ত্র লইয়া স্নান করিতে নাই, এবং বহু-বস্ত্রেও স্নান করিবে না। দ্বিবস্ত্র হইয়া অর্থাৎ গামোছা লইয়া স্নান করিবে। পরিধেয় বস্ত্র দিয়া গা মুছিবেনা। স্নান-বস্ত্র জলে

নিঙ্রাইবে না। নাভি পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া স্নানাদি কার্য্য করা প্রশস্ত।

অজস্র স্নান অর্থাৎ একবার স্নান করিয়া,তাহার অব্যবহিত পরেই দৃষ্টভোগ-সুখ ইচ্ছায় বা অধিক ফল কামনায়, একদা পুনঃ পুনঃ স্নান, এবং কাম্য নৈমিত্তিক ভিন্ন রাত্রি স্নান, শাস্ত্র নিষিদ্ধ। গঙ্গাস্নান সর্ব্বদাই প্রশস্ত।

পরখাতে স্নান করিতে হইলে, জলমধ্যে হইতে মৃৎপিণ্ড ত্রয় উত্তোলন পূর্ব্বক তীরে নিক্ষেপ করিয়া পরে স্নান বা তর্পণ করিবে।

জল, দুগ্ধ, ফল, মূল, ঔষধ ও তাম্বূল খাইয়াও স্নানাদি করিতে পারা যায়।

কয়েকটি ব্যবস্থার কথা।

শূদ্রপক্ষে—"নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ" ইত্যাদি প্রমাণানুসারে স্নান,শ্রাদ্ধ ও তর্পণে (পঞ্চযজ্ঞস্থলে) শূদ্রের বৈদিক মন্ত্রবৎ পৌরাণিক মন্ত্র পাঠও নিষিদ্ধ। তৎস্থলে ব্রাহ্মণে মন্ত্র পাঠ করিবেন; ব্রাহ্মণাভাবে মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া "নমঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক শূদ্রগণ স্বয়ংই কার্য্য করিবেন। স্ত্রী-দিগের পক্ষেও ইহাই ব্যবস্থা।

অনুপনীত ব্রাহ্মণ বালকের শ্রাদ্ধ ভিন্নস্থলে সর্ব্বত্র শূদ্র সমত্ব বুঝিতে হইবে। অনুপনীত দ্বিজ বালক কেবল শ্রাদ্ধেই গায়ত্র্যাদি বেদমন্ত্র ও প্রণব পাঠ করিতে পারে, অন্যত্র নহে; মতান্তরে গায়ত্রী পাঠ নিষিদ্ধ।

একদা নিত্য ও কাম্য উভয় বিধ স্নান উপস্থিত হইলে,

কাম্য স্নান দ্বারাই **নিত্যস্নান** সিদ্ধ হইবে। পুনর্বার নিত্য স্নান করিতে হইবে না।

মেষাদি রাশি বিহিত কার্য্যে সৌরমাস, ও তিথিবিশেষ বিহিত কার্য্যে গৌণ চান্দ্র মাস; তদ্ভিন্ন স্থলে মুখ্য চান্দ্র মাস উল্লেখ করিবে। (চান্দ্রাদিমাস বিবরণ পশ্চাদ্দ্রষ্টব্য।

রাশি বিহিত স্নানাদি কার্য্যে ও তান্ত্রিক কার্য্যে সৌরমাস উল্লেখের পর, "অমুক রাশিস্থে ভাস্করে" এবং সংক্রান্তি বিহিত কার্য্যে মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখের পর সংক্রান্তির নাম "(অমুক-সংক্রান্ত্যাং)" উল্লেখ করিতে হইবে।

গ্রহণাদি নিমিত্তানুরোধে যদি কোন কার্য্য (স্নানাদি) করিতে হয়, তবেই তাহার উল্লেখ করিবে; যে হেতু, গ্রহণাদিই তখন ঐ কার্য্যের নিমিত্ত। কিন্তু, সাধারণতঃ কোন কার্য্য করিতে হইলে তখন উহা আর উল্লেখ করিতে হইবেনা; কেন না তখন উহা তাহার নিমিত্ত নহে।

সংক্রান্তির দিন সৌরকর্ম্ম (স্নানাদি) করিলে, সংক্রমণের পূর্ব্বে পূর্ব্ব মাসের রাশি, এবং পরে হইলে পর মাসের রাশি উল্লেখ্য। সংক্রান্তিতে নিষেধ বিধি, সংক্রান্তির পুণ্যকালাংশে বুঝিতে হইবে।

সৌর, মুখ্য চান্দ্র ও গৌণমাস এবং সংক্রান্তিকৃত্য, যুগাদ্যা, মন্বন্তরা, গ্রহণাদি নিমিত্ত জন্য কার্য্যের সঙ্কল্প ও তাহার বিবরণ, পশ্চাৎ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য; বাহুল্য ভয়ে এখানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল না।

আবৃত্ত তীর্থ স্নান এবং গ্রহণ নিমিত্তক স্নান দান শ্রাদ্ধ ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম মলমাসেও করিতে পারে।

মলমাসাদি অকালে গয়া, গঙ্গা ব্যতীত অনাবৃত্ত (প্রথম) তীর্থ স্নানও নিষিদ্ধ।

প্রাতঃ স্নান স্বভাবতঃ পাপনাশক তীর্থাদি স্থলে উহা সমধিক ফলদায়ক।

প্রাতঃ স্নানস্য প্রত্যবায়পরিহারকত্বে প্রমাণং আহ্নিক-তত্ত্বে,—

অজ্ঞানাদ্যদিবা মোহাদ্রাত্রৌ দুশ্চরিতং কৃতং।
প্রাতঃস্নানেন তৎ সর্ব্বং শোধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥

অত্র প্রাতঃ স্নান পদং উপলক্ষণং, মধ্যাহ্নাদাবপি স্নায়াৎ "দিবা-কর-করৈঃপূতং" ইত্যাদি বচনাৎ।

প্রাতঃ শব্দেনারুণোদয়কাল উচ্যতে, অরুণোদয়কালস্তু সূর্য্যোদয়াবধিকঃ তৎপ্রাক্ চত্বারো দণ্ডাঃ॥

"উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

স্নান বিধায়ক কতিপয় বচনম্।

যথা আহ্নিকতত্ত্ব-ধৃত-ব্রহ্মপুরাণম্;—

নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং নজায়তে।
তস্মান্মনো বিশুদ্ধ্যর্থং স্নান মাদৌ বিধীয়তে॥
অনুদ্ধৃতৈরুদ্ধৃতৈর্ব্বা জলৈঃ—স্নানং সমাচরেৎ।
তীর্থং প্রকল্পয়িত্বাতু মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ॥

যামলে মৎস্যসূক্তেচ ঃ—

স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতিস্মৃত্যু দিতা নৃণাম্।
তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যবর্দ্ধনম্॥

অপিচ ঃ—

অগম্যাগমনাৎ পাপাৎ পাপিভ্যশ্চ প্রতি গ্রহাৎ।
রহস্যাচরিতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে স্নান মাচরন্॥

স্নানাকরণে দোষ উক্তো রাঘবভট্টেন ;—
মতশ্চাশুচিবস্ত্রং অস্নানং অনলঙ্কারং পুরুষং দেবতা-
নাধিষ্ঠন্তীতি।

অর্থাৎ স্নান সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা সাধক এবং উহা গ্লানি ও মলাপহারক ; বিশেষতঃ পাপ নাশক। স্নান ব্যতিরেকে ধর্ম্মকার্য্য প্রশস্ত নয়, সকল ক্রিয়াই স্নান মূলক। সুতরাং সকলেরই শক্ত পক্ষে অনুদ্ধৃত বা উদ্ধৃত জলদ্বারা সমন্ত্রক এই স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। স্নানে অক্ষম হইলে কটি দেশ পর্য্যন্ত ধৌত বা সিক্ত গাত্র-মার্জ্জনী দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিবে।

সপ্তস্নানং।

মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্॥
......সপ্তস্নানং যথোদ্দিষ্টং মন্ত্রস্নানক্রমেণতু॥

ইতিতন্ত্রে।

স্নান, সাত প্রকার; এই সপ্ত স্নানের যে কোন প্রকার অবলম্বনে ও, শুচিমাত্র হওয়া যায়।

কিন্তু বাস্তবিক, এতন্মধ্যে সমস্তক অবগাহন স্নানই প্রধান; উষ্ণজলের স্নান অথবা অশক্ত পক্ষে * আর্দ্রবস্ত্রে গাত্র মার্জনরূপ স্নান, দৈহিক পবিত্রতার সাধক হয় বটে, কিন্তু, স্নান জন্য পুণ্যের জনক নহে। অর্থাৎ উহা প্রায় বৈধফল জন্মায় না।

উদ্ধৃত জলে, স্নান তর্পণ করিতে হইবে শূদ্রজল, সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়; কিন্তু শূদ্রানীত গঙ্গা জলে দোষ নাই। বিশ্বসার তন্ত্রে নদ্যাদির উদ্ধৃত জলাপেক্ষা স্থানস্থ জলই প্রশস্ত, গঙ্গাজল উদ্ধৃত হইলেও প্রশস্ত।

নিত্যাদি ভেদে স্নান ত্রিপ্রকার।

এই স্নান, অন্যান্য কর্ম্মেরন্যায় নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে তিন প্রকার।

প্রতি দিন ক্রিয়মাণ স্নান নিত্য, সূর্য্য গ্রহণাদিতে অবশ্য কর্ত্তব্য স্নান নৈমিত্তিক; এবং স্বর্গাদি ফল কামনায় তীর্থাদি স্নানই কাম্য স্নান।

তর্পণ, এই ত্রিবিধ স্নানেরই অঙ্গ।

তর্পণের নিয়ম ও ব্যবস্থা পশ্চাৎ যথাস্থানে বক্তব্য।

---

* রুদ্র যামলে, স্নানন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং মজ্জনং গাত্র মার্জ্জনং। মন্ত্র জলাদিভিঃ স্নানং উত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

স ঙ্কল্পাকরণে দোষঃ ।*

যাহৌক, ঐ কাম্য বা নৈমিত্তিক স্নানাদি কর্ম্ম "সঙ্কল্প" করিয়া করিতে হয়। নতুবা, তাহার ফল, অত্যল্প মাত্র হইয়া থাকে।

তথাহি, বিষ্ণু পুরাণম্ ;—

সঙ্কল্পেন বিনারাজন্ যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
ফলং চাল্পাল্পকং তস্য ধর্ম্মস্যার্দ্ধক্ষয়ো ভবেৎ ॥

অপিচ, মৎস্য সূক্তে ;-

নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে পিতৃদৈবত কর্ম্মণি।
সঙ্কল্প পূর্ব্বকং কর্ম্ম অন্যথা ন ফলং স্মৃতম্ ॥

ইতি সঙ্কল্পা করণে দোষ :—

কর্ম্মাঙ্গ স্নানম্।

শুচিরপি, ক্রিয়াঙ্গ স্নানে, "স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণী" ত্যুপপত্তয়ে প্রাগুনমজ্জতি ক্রিয়াঙ্গ স্নানস্য মজ্জনরূপত্বাৎ।

ইতি স্মার্ত্তঃ।

---

* সঙ্কল্পঃ কর্ম্মমানসং "ইতি আভিধানিকাঃ। যদ্যপি সঙ্কল্পপদং নানার্থং তথাপাত্র প্রকৃতে কর্ত্তব্যবোধক বেদবিহিতাসু পূর্ব্বাকং প্রতিজ্ঞাবাক্যমেব সঙ্কল্পঃ।" ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

অর্থাৎ কর্ত্তব্য নির্ধারণের পর তন্নির্বাহের জন্য মনে যে প্রতিজ্ঞার ভাব হয় তাহাকে সঙ্কল্প বলা যাইতে পারে। ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্য বা সঙ্কল্পে মাস তিথ্যাদি নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া অভিলাপ করিবে। অনন্তর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে ; অন্যথায় দোষ জানিবে।

অশুচি অবস্থায় অগ্রে একবার, অমন্ত্রক সামান্যতঃ অবগাহন স্নান করিয়া পরে, সমন্ত্রক বিশেষ স্নান করিবে। শুচি ব্যক্তি ও পূর্ব্বেই একবার স্নান-ক্রিয়ার অঙ্গ স্বরূপ "মলাপকর্ষণরূপ স্নান" করিয়াই পরে তাহার মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক, স্নান করা সঙ্গত। বিশেষতঃ কাম্য স্নানাদি স্থলে, শুচি অবস্থাতে "অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম" ইত্যাদি প্রমাণানু সারে "কর্ম্মাঙ্গরূপ" স্নান করিয়াই পরে, কাম্য স্নানাদি রূপ কর্ম্ম করা যুক্ত ও শাস্ত্র সঙ্গত।

অন্যত্রঃও,প্রধান স্নানের পূর্ব্বে – একবার স্নানের উল্লেখ দেখা যায়।

তথাহি মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ঃ—

আদাবপ উপস্পৃশ্য প্রবিশেৎসলিলেততঃ।
নাভিমাত্রে জলে স্থিত্বা মলানামপনুত্তয়ে॥
সকৃৎ স্নাত্বা তথোন্মজ্য মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ।

নীলতন্ত্রেঽপি।

"মৃৎকুশানপি সংগৃহ্য গত্বাজলান্তিকং ততঃ।
মলাপকর্ষণং স্নাত্বা মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ॥
এতেন মলাপকর্ষণং বিনা সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান মাত্রে মনুশাসন বিরুদ্ধম্," ইতি প্রাণতোষিণীকারঃ।

এতাবতা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, অগ্রে মলাপকর্ষণরূপ সামান্য স্নান করিয়া অনন্তর সঙ্কল্পাদি পূর্ব্বক যথা বিধি অবগাহন (মজ্জনরূপ) স্নান করিবে। যে কোন জলে যথাবিধি সমন্ত্রক

অবগাহন স্নানে, তীর্থফল লাভ হয়; তীর্থে ঐরূপ স্নান করিলে তীর্থের দ্বিগুণ ফল হয়। এবং কাশ্যাদি তীর্থস্থ গঙ্গাস্নানে অধিকতর ফল হয়।

অনন্তর, সাধারণ অবগাহন স্নান প্রয়োগ লিখিত হইতেছে।

আহ্নিক তত্ত্ব-ধৃত পদ্মপুরাণীয়

সাধারণ স্নান প্রয়োগ।

দ্বিবস্ত্র ও বদ্ধশিখ হইয়া হস্তে কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক জল সমীপে গমন করিবে। (গঙ্গাদি তীর্থস্থলে, এই স্থানে "দর্শনের মন্ত্র" পাঠ করিবে) পরে, জল মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক (পরখাত জলে স্নান করিলে জলমধ্য হইতে মৃৎপিণ্ডত্রয় তুলিয়া তীরে নিক্ষেপ করিবে।) নাভি পরিমিত জলে অবস্থিত হইয়া, শুচি বা অশুচি হউক, অগ্রে একবার সামান্য অবগাহন স্নান, অমন্ত্রক করিবে। অনন্তর মস্তকের কেশ দ্বিভাগ করতঃ, স্রোতো জলে স্রোতের দিকে মুখ করিয়া, স্রোতোহীন জলে, সূর্য্যাভি মুখ হইয়া, দুইবার আচমন করিবে। (শূদ্রে একবার;) পরে, হাত যোড় করিয়া, "সূর্য্যঃ সোমোযমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তর, কুশ, তিল, তুলসী ফলাদির সহিত এক অঞ্জলি জল লইয়া অথবা, অঞ্জলিতে কেবল মাত্র জল লইয়াই উত্তর মুখে নিম্ন লিখিত বাক্যে;— সঙ্কল্প করিবে।*

---

* সঙ্কল্পে তাম্রপাত্র প্রশস্ত, তদভাবে উভয় হস্তে জলাদি গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। "শুক্তি শঙ্খাশ্ম হস্তৈশ্চ" ইত্যাদি বচনে হস্ত নিষেধ এক হস্ত পক্ষেই বুঝিবে উভয় হস্ত নিষিদ্ধ নহে। (যথাবার্দ্ধেব ধারয়েৎ ইত্যাদি বচণাৎ।)

(এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমত ব্রহ্মপুত্র স্নানের সঙ্কল্পই প্রদত্ত হইল। সাধারণ নিত্যস্নানের সঙ্কল্প এবং অন্যান্য তীর্থে স্নান করিবার সময় সেই সেই তীর্থের বিশেষ সঙ্কল্প ও স্নান মন্ত্র, ইহার পরিবর্ত্তে এই স্থানে উল্লেখ করিয়া তত্তৎ তীর্থে স্নান করিতে হইবে। অর্থাৎ সমস্তই সাধারণ স্নানের নিয়ম কেবল সঙ্কল্পবাক্য ও স্নানের পাঠ্যমন্ত্র তৎ স্থানে পাঠ করিবে। সঙ্কল্প প্রকরণ দ্রষ্টব্য।)

বুধাষ্টমী যোগে ব্রহ্মপুত্রে স্নানে—

সঙ্কল্প।

বিষ্ণু রোঁ তৎসৎ (স্ত্রী ও শূদ্রে, বিষ্ণুর্নমঃ) অদ্য চৈত্রেমাসি (সৌরচৈত্র হইলে, "মীন রাশিস্থে ভাস্করে") শুক্লে পক্ষে, বুধবারান্বিত করণক পুনর্ব্বসু নক্ষত্রান্বিত অষ্টম্যাস্তিথৌ, অমুক গোত্রঃ—শ্রী অমুকদেব শর্ম্মা (শূদ্র ও স্ত্রী হইলে, অমুক দাসঃ, অমুক গোত্রা অমুকীদেবী বা দাসী) সর্ব্ব পাপ বিমুক্তি পূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থ স্নান জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তি কামঃ—শ্রীবিষ্ণু প্রীতি কামঃ বা (স্ত্রী পক্ষে, কামা) অস্মিন্ লৌহিত্য ব্রহ্ম-পুত্র-জলে, স্নান মহং করিষ্যে এই সঙ্কল্পানন্তর, হাতের জল ফেলিয়া দিবে। কেবল অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নানের সঙ্কল্পবাক্য "সঙ্কল্প প্রকরণে" দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য তীর্থে, সমস্তই "সাধারণ স্নানের" নিয়ম; কেবল, তত্তত্তীর্থের সঙ্কল্প ও স্নান মন্ত্র বিশেষ উল্লেখ করিতে হইবে। স্ত্রী ও শূদ্র সঙ্কল্প ব্যতীত স্নানে অন্য কোন মন্ত্র স্বয়ং পাঠ করিবে না, ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইবে। নিজে তৎস্থানে "নমঃ নমঃ" বলিবে।

অনন্তর "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্রে সম্মুখস্থ জলের চারিদিকে এক হাত করিয়া চারি হাত মাপিয়া স্নানার্থ চতুষ্কোণ তীর্থ কল্পনা করিবে। এবং তন্মধ্যে, অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা, "ওঁ গঙ্গেচ

যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

এই মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। অতঃপর, হাত যোড় করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গঙ্গাব আবাহন করিবে ;—

"ওঁ বিষ্ণোঃ পাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণু-পূজিতা।*
পাহি মাং ত্বেনস স্তস্মা দাজন্ম মরণান্তিকাৎ ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধ কোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবিভুব্যন্তরীক্ষে চ তানিতে সন্তু জাহ্নবি !
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবামৃতা ॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা 'লোক-প্রসাদিনী'†।
ক্ষেমাচ জাহ্নবী চৈব শান্তাশান্তি প্রদায়িনী।

তীর্থাবাহনাদ্যুপক্রমা

যেহ্ নেন বিধিনাস্নাতি যত্র যত্রান্তসিন্বিজ .- ।

সতীর্থ-ফলমাপ্নোতি তীর্থেতু দ্বিগুণং ফলম।

অতো গঙ্গায়ামপি আবাহনং কুর্ব্বন্তি শিষ্টাঃ। ইতিতত্ত্বে ॥

† এখানে কেহ ২, "তথাঽলোক প্রণাশিনী" এইরূপ কল্পিত পাঠ উপনাস করেন।

এতানি পুণ্যনামানি স্নান-কালে প্রকীর্ত্তয়েৎ ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথ-গামিনী ॥

এইরূপে গঙ্গার আবাহন করিয়া, "ওঁ নমোনারায়ণায়" মন্ত্র, সাতবার জলে জপ করিবে। পরে, ঐ জল, তিন অঞ্জলি লইয়া, তিনবার মস্তকে দিবে।

অতঃপর, তীরস্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, নিম্ন লিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পূর্ব্বক, মস্তকাদি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। মৃত্তিকা গ্রহণে, জলস্থ মৃত্তিকাদি নিষেধ।

মৃত্তিকা গ্রহণ ও লেপনে মন্ত্র।

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শত বাহুনা।
নমস্তে সর্ব্ব ভূতানাং প্রভবারিণি ।১। সুব্রতে ॥
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।

গঙ্গামৃত্তিকালেপনে বিশেষ মন্ত্র পাঠ্য।

"ত্বৎকর্দ্দমৈ রতি স্নিগ্ধৈঃ সর্ব্বপাপ প্রণাশনৈঃ।
ময়া সংলিপ্যতে গাত্রং মাতর্ম্মে পাতকং হর ॥"

।১। প্রভবারিণি ইতি, "প্রভবং উৎপত্তিং অর্ত্তুং প্রাপয়িতুং শীলমস্যা, তৎ সম্বোধনে রূপমিদং"।

মৃত্তিকালেপনান্তে,—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাষ-পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ॥ ।২।

এই মন্ত্রটী স্মরণ বা পাঠ করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া তত্তৎ তীর্থ বিহিত বিশেষ স্নান মন্ত্র পাঠ করিবে। (গঙ্গা স্নান কালে, গঙ্গার বিশেষ স্নান মন্ত্র, "ওঁ বিষ্ণু পাদার্ঘ্য সম্ভূতে" ইত্যাদি, এই স্থানে পাঠ করিবে।*

দশহরা স্নানে, দশহরা নিমিত্তক বিশেষ স্নান মন্ত্র পাঠ-অনন্তর বিষ্ণু পাদার্ঘ্য ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অবগাহন করিবে। এবং অন্যান্য তীর্থ স্নান কালে, সেই সেই তীর্থের মন্ত্র উল্লেখ করিয়া পরে স্নান করিবে।)

ব্রহ্ম-পুত্র-স্নানে

বিশেষ মন্ত্র যথা ;—

ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মেহর॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা ও মুখ, উভয় হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক, স্রোতোহভি মুখে,

---

।২। মতান্তরে সঙ্কল্পের পূর্ব্বে এই "কুরুক্ষেত্র" মন্ত্র পাঠ্য।

* গঙ্গাস্নানে বিশেষ মন্ত্র ; ওঁ বিষ্ণু-পাদার্ঘ্য-সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথ গামিনি ধর্ম্ম দ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি। শ্রদ্ধয়া ভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাত দেবি জাহ্নবি। অমৃতে নাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পবিত্রি মাং। এই মন্ত্র শুধু গঙ্গাতেই পাঠ্য ; অন্যত্র নহে।

স্রোতোহীন জলে সূর্য্যাভিমুখে, তিনবার অবগাহন করিয়া (ডুবদিয়া) স্নান করিবে।

উদ্ধৃত জলে স্নান করিতে হইলে, প্রাগুক্তরূপে ঐ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গ প্রক্ষালন রূপ অবগাহন স্নান সম্পাদন করিবে। ।১।

ব্রহ্মপুত্রস্য দর্শন প্রণাময়োর্ম্মন্ত্রঃ।—

ত্বং ব্রহ্মপুত্র ভগবন্ ভবতীর্থরাজঃ
গম্ভীর-নীর-পরি পূরিত-সর্ব্বদেহঃ।
ত্বদ্দর্শনং হরতু মে ভব-ঘোর দুঃখং
সংযোগতঃ কলিযুগে ভগবন্নমস্তে॥

এই মন্ত্রে, প্রণাম করিবে।

।১। কূপাদির জল শঙ্খে বা তাম্রপাত্রস্থ করিয়া মস্তকে দিলে গঙ্গাস্নান সদৃশ হয়। স্রোতস্বিনা নদী ও যে কোন স্রোতজলে এবং গোমূত্রের স্নান, গোদানাদি তুল্য বিশেষ বিশেষ ফল জনক ও পবিত্রতা সাধক।

* তীর্থে প্রতিনিধি স্নান বিধি। স্বীয় স্নানান্তে গুরু পুরোহিত, মাতা পিতা ভ্রাতা স্ত্রী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিতে হয়। ইহাতে তাঁহাদের স্বয়ং কৃত স্নানের অষ্টভাগের একভাগ ফল লাভ হয়, নতুবা, তাঁহারা স্নান-ফল হরণ করেন।

তত্র সঙ্কল্প,—

অদ্যেত্যাদি, শ্রীঅমুকদেব শর্ম্মণ, পাপক্ষয় পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণু, প্রীতিকামঃ গঙ্গায়াং স্নান মহং করিষ্যামি ইতি। অন্যতীর্থস্নানে তন্নাম উল্লেখ্যম্।

অথবা, কুশময় প্রতিকৃতি অর্থাৎ "কুশ ব্রাহ্মণ" প্রস্তুত করিয়া, অদ্যেত্যাদি অমুক দেব শর্ম্মণঃ বা বাঞ্ছন্য এতাং কুশময়ীং প্রতিকৃতি মহং স্নাপয়িষ্যামি। "ওঁ কুশোসি ত্বং পবিত্রোসি" ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইলেও, ঐ ফল হয়।

অনন্তর দীক্ষিত ব্যক্তি—

তান্ত্রিক স্নান

করিবে।

তথাহি গৌতমীয়ে তন্ত্রে ;—

অথস্নানং তথা কুর্য্যাৎ যথা শাস্ত্র বিধানতঃ।
মলপ্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরেৎ॥
মন্ত্র-স্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মণাং সিদ্ধি-হেতবে।

অর্থাৎ, প্রথমতঃ স্বশাখোক্ত নিয়মানুসারে বৈদিক স্নান করিবে। অনন্তর, কর্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত নিজ ইষ্টদেবতার প্রীত্যর্থে তন্ত্রোক্তমন্ত্রস্নান করিবে।

মন্ত্র স্নানের বাক্য যথা ;

(সৌরমাস উল্লেখ্য)

অদ্যেত্যাদি অমুক দেবতা প্রীতয়ে স্নান মহং করিষ্যে।

এইরূপে সঙ্কল্প করিবে। তদনন্তর, ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া, "ওঁ গঙ্গেচ যমুনেচৈব" ইত্যাদি প্রাগুক্ত মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা সূর্য্য মণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করতঃ বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া হুঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন অনন্তর, ফট্ মন্ত্রে সংরক্ষণ পূর্ব্বক, মূল মন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া, অভিমন্ত্রিত করতঃ সূর্য্যাভি মুখে দ্বাদশবার জলধারা নিক্ষেপ করিবে। পরে, সেই জলকে ইষ্টদেব-চরণ-কমল-নিঃসৃত ভাবিয়া তাহাতে তিনবার মজ্জন করিয়া (ডুব দিয়াই) দেবতাকে ধ্যান

করিবে। এবং তৎপর মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া উন্মজ্জন করতঃ (জল মধ্য হইতে মস্তক উঠাইয়া) জলের উপর বারত্রয় জপ করিবে ; এবং সেই জল, কলস মুদ্রাদ্বারা স্বীয় শরীরে তিনবার অভিষেচন করিবে। এইরূপে স্নানান্তে কর্ম্মাঙ্গ তিলক ধারণ বৈদিক সন্ধ্যা তর্পণ ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা তর্পণাদি করিবে।

জলস্থ হইয়া, কার্য্য করিতে হইলে, জল দ্বারাই তিলক করিবে।

তর্পণ ব্যবস্থা।

প্রত্যহ স্নান করিয়া দেবতা ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদানের নাম পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ। ঐ তর্পণ দুই প্রকার,— প্রধান ও অঙ্গ। প্রত্যহ ক্রিয়মাণ পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত তর্পণই 'প্রধান তর্পণ'। এতদ্ভিন্ন স্নানে জন্য তর্পণ 'অঙ্গ তর্পণ'।

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে স্নান যেমন তিন প্রকার স্নানাঙ্গ তর্পণও তিন প্রকার। সুতরাং যখন স্নান করিবে স্নানাঙ্গ তর্পণও তখনই করিবে।* এবং এই স্নানাঙ্গ তর্পণ দ্বারাই পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত প্রধান বা নিত্য তর্পণও সিদ্ধ হইবে। কিন্তু, দৈবাৎ স্নানাভাবে বা রোগাদি দ্বারা স্নানে অশক্ত হইলেও, সিক্তবস্ত্রে গাত্র মার্জ্জনাদি দ্বারা শুচি হইয়া নিত্য বা "প্রধান তর্পণ" অবশ্যই করিতে হইবে।

---

* কিন্তু প্রাতঃ স্নানের পর প্রাতঃ সন্ধ্যাদির কাল অতীত হইবার আশঙ্কা হইলে স্নানাঙ্গ তর্পণ না করিয়া সন্ধ্যানুষ্ঠান করিবে, পশ্চাৎ তর্পণাদি করিবে।

চন্দ্র গ্রহণাদি নিমিত্তক রাত্রি স্নানে সন্ধ্যা বন্দনাদি ব্যতিরেকেও (স্নানাঙ্গত্ব হেতুক) তর্পণ করিবে। কিন্তু অস্পৃশ্য স্পর্শনজন্য নৈমিত্তিক স্নানে, তর্পণ বিধেয় নহে ; বিশেষ বচনাধীন নিষিদ্ধ।

অনুপনীত দ্বিজাতি বালক অসংস্কৃত শূদ্র, জীবৎ-পিতৃক ও সধবা স্ত্রী জাতির প্রেত তর্পণ ভিন্ন প্রাত্যহিক পৌরাণিক বা বৈদিক তর্পণে অধিকার নাই।

কিন্তু, বিধবা-স্ত্রী পুত্রাদির অভাবে, স্বামী, শ্বশুর, আর্য্যশ্বশুর-(শ্বশুরেরপিতা) উদ্দেশে তর্পণ করিবেন।

তান্ত্রিক তর্পণ, দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই করিবেন। তিল তর্পণ প্রত্যহ করিতে পারে কিন্তু, রবিবারাদি স্থলে বিশেষ নিষিদ্ধ।+ তীর্থে, ও অমাবস্যাদি তিথি বিশেষে, গঙ্গায়, এবং প্রেতপক্ষে, অয়ন ও বিষুব সংক্রান্তিতে, গ্রহণে, যুগাদ্যায়, মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধদিনে রবিবারাদি নিষিদ্ধ দিনেও তিলের দ্বারাই, তর্পণ করিবে। বরং না করিলে প্রত্যবায় আছে।

উদ্ধৃত গঙ্গাজল দ্বারা গৃহে তর্পণ করিলে উক্ত নিষিদ্ধ স্থলে "তিল তর্পণ" নিষিদ্ধই বুঝিবে। নিষিদ্ধ দিনে তিল তর্পণ কেবল তীর্থ স্নানেই বিহিত। তীর্থে তিলের অভাবে, তৎপ্রতিনিধি স্বর্ণ,রজত স্পৃষ্ট বা কুশ মিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করিবে।

প্রাতঃ সন্ধ্যার কাল—সূর্যোদয়ের পূর্ব্ব ১ দণ্ড ও পর ১ দণ্ড সময়।

+ নিষিদ্ধদিনেঽপি তিলতর্পণবিধিঃ। তীর্থে তিথি বিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেত পক্ষকে। নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিল মিশ্রিতং এবম্, তীর্থ-মাত্রে তু কর্ত্তব্যং তর্পণং তিল মিশ্রিতম্ ইত্যাদি বচনাৎ।

যাহাদের পক্ষে তর্পণ বিধান হইল তাহারা অবশ্যই তর্পণ করিবে।

তর্পণাকরণে দোষ মাহ যোগী যাজ্ঞ বল্ক্যঃ—

নাস্তিক্য ভাবাৎ যশ্চাপি নতর্পয়তি বৈস্মৃতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরোবৈ জলার্থিনঃ॥

ইত্যাহ্নিকতত্ত্বে।

নাস্তিক্য প্রণোদিত হইয়া যে ব্যক্তি পিত্রাদির তর্পণ না করে, পিতৃগন জল প্রার্থী হইয়া তাহার দেহরুধির পান করেন।

স্নাতার্দ্রবাসা দেব-পিতৃ-তর্পণং, অন্তস্থঃ এব কুর্য্যাৎ। পরিবর্ত্তিতবাসাশ্চেত্তীরমুত্তীর্য্যেতি।

ইতি আহ্নিক তত্ত্ব ধৃত বিষ্ণু বচনাৎ জলে শুষ্ক বাসসা, স্থলে চার্দ্র বাসসা, কর্ম্ম নিষেধঃ।

অর্থাৎ স্থলে কার্য্য করিতে হইলে শুষ্ক বস্ত্র এবং জলে সিক্ত বস্ত্র পরিধান করিযাই কার্য্য করিবে। ইহার বিপরীত কর্ত্তব্য নহে।

স্থলে উঠিয়া কার্য্য করিলে, তীর্থস্থানে জলে এক পাদ এবং স্থলে এক পাদ রক্ষা করিয়া—আচমনাদি সমস্ত ক্রিয়া করিবে।*

---

*জলে হইলে নাভি মাত্র জলে স্থিত হইয়া, স্থলে অর্থাৎ গৃহে উদ্ধৃত জলে তর্পণ করিলে আসনে উপবেশন ও উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জানুদ্বয় মধ্যে হস্ত রাখিয়া তিল মিশ্রিত জল পূর্ণ পাত্র হইতে জল লইয়া তর্পণ করিবে। তর্পণের জল প্রাদেশ প্রমাণ উচ্চ করিয়া দক্ষিণাগ্র কুশের উপর বা জল পূর্ণ গর্ত্তে বা কোন পাত্রে নিক্ষেপ করিবে।

তর্পণ প্রয়োগ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে এস্থানে সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইল না। তর্পণের যে অংশ গুলিন বিশেষ জ্ঞাতব্য।—অশক্ত পক্ষে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাই এ স্থানে লিখিত হইল।

তর্পণ প্রয়োগঃ।

দেবাদি তর্পণের পর প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণামুখ হইয়া **সামবেদী** "ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ—ইমং গৃহ্নন্ত্বপো ঞ্জলিং" মন্ত্র পাঠান্তে—সতিলজল দুই হস্তে লইয়া—পিতৃতীর্থ দ্বারা ওঁ অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলো-দকং তস্মৈ স্বধা ইত্যনেনাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ এবং পিতামহাদি বৃদ্ধ-প্রমাতামহেভ্যোঽঞ্জলি ত্রয়দানম্।

মাতৃপক্ষে—ওঁ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতা মেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা। ইতি ত্র্যঞ্জলিনা তর্পয়েৎ। এবং পিতামহ্যাদিভ্যঃ প্রত্যেকং অঞ্জলিত্রয়জলদানং।

যজুর্ব্বেদীতু— ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেব শর্ম্মন্ তৃপ্যস্বৈতৎ সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা। এবং পিতা-মহাদি বৃদ্ধপ্রমাতা মহেভ্যঃ ত্রিস্তর্পয়েৎ।

মাতৃপক্ষে—ওঁ অমুক গোত্রে মাতঃ অমুকী দেবি তৃপ্যস্বৈতৎ সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা। এবং পিতামহ্যাদিভ ঃ।

শূদ্রপক্ষে চ—বিষ্ণুর্নমঃ অমুক গোত্র পিতরমুক দত্ত বা ঘোষ দাস, তৃপ্য স্বৈতৎ সতিলোদকং তুভ্যং নমঃ। এবং পিতা-মহাদিভ্যঃ।

ঋগ্বেদীভু—ওঁ অমুক গোত্রং পিতরং অমুক দেবশর্ম্মাণং এতৎ সতিলোদকং (লৌহিত্যোদকং গঙ্গোদকং বা) স্বধা নমস্তর্পয়ামি।* এবং পিতামহাদি বৃদ্ধ প্রমাতামহান্তং প্রত্যেকং ত্র্যঞ্জলিনা তর্পয়েৎ।

এবং মাত্রাদি স্ত্রী পক্ষে—ওঁ অমুক গোত্রাঃ মাতরং অমুকী দেবীং এতৎ—ইত্যাদি।

অপুত্র বিধবাগণ স্বস্ব বেদানুসারে নিজ নিজ স্বামীশ্বশুরাদির নাম উহ্য করিয়া তর্পণ করিবেন।

সংক্ষেপ তর্পণ প্রয়োগঃ।*

তত্র বিধিঃ।

আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যত্বিতিক্রমাৎ।
অঞ্জলি ত্রিতয়ং দদ্যাৎ এতৎ সংক্ষেপ তর্পণম্॥

ইতি তর্পণাশক্তৌ শঙ্খঃ।

---

* এষ চাসম্বুদ্ধি প্রথমান্তপ্রয়োগো বাজসনেয়ী তরপরঃ ইতি আহ্নিকতত্ত্বীয় স্মার্ত্ত প্রবন্ধে দর্শনাৎ "এক বিশেষ নিষেধে অপর বিশেষাভ্যনুজ্ঞানং" ইতি ন্যায়াৎ সামবেদীয়নং ঋগ্বেদিনামপি প্রাত্যাহিক তর্পণে প্রথমান্তত। প্রতীয়তে। কিন্তু 'প্রতি পুরুষং স্বধানমস্তর্পয়ামি" ইতি আশ্বলায়ন গৃহ্যে বিশেষ দর্শনাৎ দ্বিতীয়ান্ত এব প্রয়োগঃ সমীচীনঃ শিষ্টাচারোঽপিতথা।

* সংক্ষেপ তর্পণে দক্ষিণামুখ ও প্রাচীনাবীতি হইবার কোন প্রমাণ নাই। উহা উপবীতি ও পূর্ব্ব মুখ হইয়া করাই সঙ্গত এবং শিষ্টাচার সিদ্ধ। ব্রহ্মা হইতে কুশ স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হউক এই মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া শূদ্রগণ নমঃ শব্দ দ্বারা তর্পণ করিবেন।

কোন কারণে সমগ্র তর্পণে অশক্ত হইলে,——

ওঁ আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।

এই মন্ত্রে দেবতীর্থে তিন অঞ্জলি তিন বার প্রদান করিলেই তর্পণ সিদ্ধি হইতে পারে।

অনন্তর দীক্ষিত ব্যক্তি "তান্ত্রিক তর্পণ" করিবে।

শক্তি বিষয়ে যথা ;—

মূলমুচ্চার্য্য, অমুকী দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা (শূদ্রে, নমঃ)।

ইতি ত্রিধাতর্পণম্।

বিষ্ণু বিষয়ে ;—

মূলমুচ্চার্য্য, অমুক দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ।

ইতি ত্রিধাতর্পণম্।

শৈব-বিষয়ে

মূল মুচ্চার্য্য অমুক দেবং তর্পয়ামি।" ইতি ত্রিধা।

অশক্ত পক্ষে, কেবলমাত্র ইষ্ট দেবতাকে এইরূপে তিন বার তর্পণ করিবে। (ইতি তন্ত্রসারঃ।)

ইতি সাধারণ স্নানবিধি সমাপ্ত।

এইরূপে স্নান, তর্পণ সমাধানান্তে, তীর্থ দেবতার অর্চ্চনা, স্তব পাঠ, তীর্থ কীর্ত্তন, তীর্থে প্রদক্ষিণ, তীর্থ বৃত্তান্ত শ্রবণ ও তীর্থ বিহিত অন্যান্য কার্য্য, যথা সম্ভব করিবে।

---

* অশক্তৌ মুলমুচ্চার্য্য দেবী মাত্রং প্রতর্পয়েৎ ইতি তন্ত্রসারঃ অত্র দেবী পদমুপ লক্ষণম্।

ভারতে——কীর্ত্তনাচ্চৈব তীর্থানাং সামান্য পিতৃতর্পণাৎ।
ধুন্বন্তি পাপং তীর্থেষু প্রয়ান্তি সুমুখং দিবি॥

সঙ্কল্পিত কাম্য স্নানের দক্ষিণা বাক্য করা (ব্যবহার না থাকিলেও) বিধি সঙ্গত।

তীর্থ-পার্ব্বণ।

তীর্থে উপস্থিত হইলেই 'তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ' করা উচিত। উহা রাক্ষসী বেলা বা রাত্রিতেই পর্য্যুদস্তকাল বলিয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু উক্ত পর্য্যুদস্তকাল ভিন্ন অপ্রশস্ত কালেও করা যাইতে পারে তদ্দিনে কর্ম্ম-যোগ্য-কাল, না পাইলে পর দিনেই কর্ত্তব্য।

ঐ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ সম্যক করা অসম্ভব বা অসমর্থ হইলে তদনুকল্পে ভোজ্য মাত্র-উৎসর্গ ও পার্ব্বণ রীতিতে—

পিণ্ডদান

অবশ্য করিবে।

পার্ব্বণানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গের আচারও আছে—

পার্ব্বণশ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ যথা;—

অর্চ্চনাদি করণানন্তর ;- অদ্যেতাদি অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (এবং মাতামহাদি ত্রয়াণাং)নামানি উল্লিখ্য শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ এতৎ তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যং বিষ্ণুদৈবতমিত্যাদি। ততো দক্ষিণান্দদ্যাৎ।

(তীর্থে শ্রাদ্ধাশক্তৌ)

পিণ্ডদানম্ ।

পিণ্ডদানঞ্চ তৎ শস্তং পিতৄণাঞ্চাতি দুর্লভমিত্যাদি তত্ত্বধৃত দেবী পুরাণ বচনাৎ শ্রাদ্ধাসম্ভবে তীর্থে কেবল পিণ্ডদানমিতি।

(ত্রিবেদীয়)

অথতৎপ্রয়োগঃ ।

প্রথমং সামগানাং ।

পবিত্র পাণিঃ আচম্য দক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী পাতিত বামজানুঃ স্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচনং কৃত্বা কুরুক্ষেত্র মিত্যাদিকং পঠেৎ। ততঃ অদ্যত্যাদি মদীয় তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক পিণ্ডদানমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ।

ততঃ ওঁ পিণ্ডদান মহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষ্ব ইতি ব্রাহ্মণৈরুক্তে সম্মুখে,—ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ-সঙ্ঘা হতাময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে ইত্যনেন নৈঋতী মারভ্য বামাবর্ত্তেন দক্ষিণাগ্র জলরেখয়া চতুষ্কোণ মণ্ডলং কৃত্বা, তৎপূর্ব্ব দিশি মাতামহ পক্ষে তথাবিধমপর মণ্ডলং কৃত্বা, প্রাদেশমাত্রং সাগ্রকুশপত্রদ্বয়ং বামহস্তাদ্দক্ষিণ হস্তেন গৃহীত্বা বামহস্তান্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তেন, দক্ষিণাগ্রাং রেখাং মধ্যস্থানে কুর্য্যাৎ। ওঁ অপহতা অসুরারক্ষাংসি

বেদিষদ (যজুষাস্তু অপহতা অসুরা রক্ষাংসি ইতি গুণবিষ্ণু সম্মতঃ পাঠঃ) ওঁ নিহন্মীতি মন্ত্রাভ্যাং। তদ্দর্ভদ্বয়মুত্ত-রস্যাং দিশিক্ষিপেৎ। ততোরেখোপরি।

সমূলান্ সাগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য। (ঋগ্বেদী হস্তপ্রমাণকান্ কুশানাস্তীর্য্য) ওঁ দেবতাভ্য ইতি ত্রিঃ পঠেৎ।

(তীর্থ শ্রাদ্ধে—"শ্রাদ্ধং তত্রতু কর্ত্তব্যং অর্ঘ্যাবাহন বর্জিতং ইতি স্মৃতেঃ ওঁ এত পিতর ইত্যাদি পিতৃরাবাহন মন্ত্রো নিষিদ্ধঃ।)

ততঃ সতিল জল পুষ্পং গৃহীত্বা ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্ অবনে নিক্ষ্ব ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চত্ব-মনু, তস্মৈতে স্বধা। (কেষাঞ্চিন্মতে যেবাত্রেতিমন্ত্রপাঠো নিষিদ্ধঃ।)

ইতি জলস্পর্শ পূর্ব্বকং পিতামহাদি পঞ্চভ্যো মুল মধ্যাগ্র ক্রমেণ আস্তীর্ণ কুশেষু দদ্যাৎ।

ততো ঘৃত মধু যুক্তাম তণ্ডুলাদিভিঃ বিল্ব প্রমাণ-কান্ ষটপিণ্ডান্ নির্ম্মায় বামহস্ত গৃহীত পাত্রাদ্দক্ষিণ হস্তেন একং পিণ্ডং গৃহীত্বা ;—

ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত ইত্যাদি চ মন্ত্রং পঠিত্বা প্রথমাস্তীর্ণ কুশমূলে ;—

ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেষতে পিণ্ডঃ ওঁ যে চাত্রত্বামনু যাংশ্চত্বমনু তস্মৈতে স্বধা। ইত্যবনে-জনস্থানে পিতৃতীর্থেন দদ্যাৎ। ততঃ প্রত্যেকং জলস্পর্শ

পূর্ব্বকং পিতামহাদিনাং পঞ্চ পিণ্ডান্ তথৈব দদ্যাৎ। ততঃ পিণ্ডান্তিকে পিণ্ড শেষং বিকিরেৎ। হস্তলেপঞ্চ— কুশমূলে ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং ইত্যনেন নিঘৃষ্য আচম্য হরিংস্মৃত্বা পিণ্ডপাত্রং প্রক্ষাল্য তজ্জলং দক্ষিণ হস্তেন গৃহীত্ব ও অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নবনে নিক্ষ্ব ওঁ যে চাত্র ইত্যাদি ইত্যবনেজয়েৎ। এবং পিতা মহাদি পঞ্চস্থ। ততঃ ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং ইতি জপেৎ। ততঃ আচম্য বামাবর্ত্তেনোদঙ্মুখো ভূত্বা শ্বাসং ধৃত্বা তেনৈব পথাপরা বর্ত্তমানঃ সর্ব্বান পিতৃন ভাস্কর মূর্ত্তিকান্ ধ্যায়ন্।

ওঁ অমী মদন্তঃ পিতরো যথাভাগ মা বৃষায়ধ্বং ইতি জপেৎ। ততঃ শ্বাসং ত্যজেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ— ও নমোবঃ—পিতরো নমোব। ও গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত ওঁ সদোবঃ পিতরো দেশ্ম ইতি পিণ্ডং পশ্যেৎ।

(তীর্থশ্রাদ্ধে ন কুর্ব্বীত বাসঃ সূত্র প্রদাপন মিতি- স্মৃতেরত্র বাসো ন দাতব্যং)।

ততঃ পিণ্ডান্ গন্ধাদিনা—পিত্রাদীনুদ্দিশ্য তুষ্ণীং সংপূজয়েৎ। ততঃ কৃতাঙ্গলিঃ ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্য মিত্যা- দিনা ষড়্‌তুরূপত্বেন পিতৄন্নমস্কুর্য্যাৎ। ততস্তীর্থ প্রাপ্তি নিমি- ত্তক পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধানুকল্প পিণ্ডদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং রজতাদিকং দদ্যাৎ। শান্তিং অচ্ছিদ্রবচনং চ কৃত্বা পিণ্ডান তীর্থ জলে ক্ষিপেৎ— তীর্থ শ্রাদ্ধে সদা পিণ্ডান্ ক্ষিপেত্তীর্থে বিচক্ষণঃ। ইত্যাদি বচনাৎ।

ঋগ্যজুষোঃ পিণ্ডদান প্রয়োগঃ।

প্রথমং আচমনাস্যনন্তরং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ যথা—অদ্যে-ত্যাদি মদীয় তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তিক পিণ্ডদান মহং করিষ্যে।

ততঃ প্রাচীনাবীতী পাতিত বামজানু :—পিণ্ডদানেতি-কর্ত্তব্যতায়াং সামবেদীয়বৎ কুশাস্তরণ পর্য্যন্তং বিধায় দেবতাভ্য ইতি ত্রিঃ পঠেৎ।

যজুর্ব্বেদীতু।—ততঃ সতিল জল পুষ্পং গৃহীত্বা অমুক গোত্রঃ পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা ইতি অবনেজনং আস্তীর্ণ কুশমূলে দদ্যাৎ।

এবং জল স্পর্শ পূর্ব্বকং পিতামহাদিপঞ্চভ্যো মূল-মধ্যাগ্র-ক্রমেণাস্তীর্ণ কুশেষু দদ্যাৎ।

ঋগ্বেদীতু।—ওঁ শুন্ধন্তাং পিতরঃ ও শুন্ধন্তাং পিতামহাঃ ইত্যাদি ক্রমেণ আস্তরণ কুশোপরি জলধারাং দত্ত্বা, বিষ্ণুর্ওঁ অমুক গোত্রঃ পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব যে চত্বামত্রানুতেভ্যশ্চ স্বধানমঃ। ইতি আস্তীর্ণকুশ-মূলে দদ্যাৎ এবং পঞ্চভ্যঃ।

ততো একস্মিন্ পাত্রে ঘৃতমধুযুক্ত তণ্ডুলাদিভিঃ বিল্ব প্রমাণকান্ ষট্ পিণ্ডান্ নির্ম্মায়, বাম হস্ত গৃহীতপাত্রা-দক্ষিণ হস্তেন একং গৃহীত্বা ;

যজুঃ।—ওঁ মধুবাতেতি মন্ত্রং পঠিত্বা অমুকগোত্রঃ পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে পিণ্ডং (সতিলগঙ্গোদকং-

লৌহিত্যোদকং বা) স্বধা। ইতি প্রথমাস্তীর্ণকুশমূলে অবনেজন স্থানে দদ্যাৎ।

ঋক্ !—ওঁ মধুবাতেতি ওঁ অক্ষন্নমীমীতি চ পঠিত্বা বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্রঃ পিতরমুক দেব শর্ম্মন্নেষতে পিণ্ডঃ যে চত্বামত্রানুতেভ্যশ্চ স্বধানমঃ। ইতি অবনেজন স্থানে দদ্যাৎ।

ঋক্‌যজুঃ।—এবং জলস্পর্শপূর্ব্বকং পিতামহাদি পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ পিণ্ডান তথৈব দদ্যাৎ। পিণ্ডান্তিকে পিণ্ড শেষং বিকিরেৎ। হস্তলেপঞ্চ প্রথমাস্তীর্ণকুশমূলে ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীযন্তাং ইতি নিঘৃষ্য (ঋগ্বেদীতু পিণ্ড শেষমাঘ্রায়, পিণ্ডপাত্রে হস্তং প্রক্ষাল্য) হস্তং প্রক্ষাল্য আচম্য হরিং স্মরেৎ। ততঃ "ওঁ" অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং ইতি জপ্ত্বা বামাবর্ত্তেনোদঙ্মুখো ভূত্বা শ্বাসং ধৃত্বা তেনৈব পথাপরাবর্ত্তমানঃ সর্ব্বান্ পিতৃন্ ভাস্করমূর্ত্তিকান্ ধ্যায়ন, (ঋগ্বেদীতু ওঁ বসন্তায়েত্যাদি পঠেৎ) ওঁ অমী মদন্তঃ পিতরো যথাভাগ মা বৃষায়িষত" ইতি জপ্ত্বা শ্বাসং ত্যজেৎ।

যজুঃ।—ততঃ পূর্ব্বাবনেজনাবশিষ্ট জলেন, অমুক গোত্রঃ পিতরমুক দেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব, স্বধা। ইতি প্রথম পিণ্ডে অবনেজয়েৎ। এবং পিতামহাদি পঞ্চভ্যঃ।

ঋক্।—ততঃ পূর্ব্ববৎ ওঁ শুন্ধন্তাং পিতরঃ ওঁ শুন্ধন্তাং পিতামহাঃ ইত্যাদি ক্রমেণ সতিল জলং পিণ্ডোপরিদত্ত্বা পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন জলেন, বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্রঃ পিতঃ

অমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে প্রত্যবনেনিক্ষ্ব যে চ ত্বামত্রানু-তেভ্যশ্চ স্বধানমঃ। ইতি প্রত্যেকং প্রবনেজয়েৎ।

যজুষু।—ততোনীবিং বিস্রংস্য দ্বিরাচম্য কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়, ওঁ নমো বঃ পিতরস্তপসে, ওঁ নমোবঃ পিতরো যজ্জীবস্তস্মৈ, ওঁ নমোবঃ পিতরো রসায় ওঁ নমোবঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে। ওঁ স্বধায়ৈ বঃ পিতরো নমঃ। ওঁ বসন্তায়েত্যাদি ষড়ৃতুরূপ ত্বেন পিতৃন্ নমস্কুর্য্যাৎ। (অত্র বাসো ন দাতব্যং বিশেষ নিষেধাৎ।) ততো গন্ধাদিনা তূষ্ণীং পিণ্ডানি পূজয়েৎ। দক্ষিণাদিকং দদ্যাৎ। ইতি যজুষাং প্রয়োগঃ।

ঋক্‌বেদীষু।—নীবিং বিস্রংস্য আচম্য অমুক গোত্রেত্যাদি এতদঙ্ক্ষ্ব যেচত্বা ইত্যাদি। ইতি কজ্জ্বলং দদ্যাৎ। ততো অভ্যঙ্ক্ষ্বং দদ্যাৎ। এবং পঞ্চভ্যঃ।

অত্র সূত্র দান নিষেধঃ, গন্ধাদিনা পিণ্ডান্ সংপূজ্য-কৃতাঞ্জলি ঃ—ওঁ নমোবঃ পিতর উর্জ্জে ওঁ নমোবঃ পিতরঃ শুষ্মায়। ইত্যাদি জপেৎ।

(ওঁ মনোন্বাহবামহে ইত্যাদি মন্ত্রঃ সাধনাচার্য্যেণধৃতঃ কিন্তু সূত্রাকার পরিশিষ্টকারাসম্মতত্বাৎ নাত্রলিখিতঃ) পিণ্ডাঃ সম্পন্নাঃ, সুসম্পন্না ইতি ব্রাহ্মণৈরুক্তে কিঞ্চিৎ চালয়েৎ।

ততোদক্ষিণান্দদ্যাৎ তীর্থ জলে পিণ্ডাদিকং ক্ষিপেৎ।

ইতি ঋচ্যাং প্রয়োগঃ।

শূদ্রাণাস্তু প্রণব স্থানে নমঃ পদং প্রযোজ্যং দেবশর্ম্ম-

স্থানে পদ্ধতিদাসৌ প্রয়োক্তব্যৌ ব্রাহ্মণেন মন্ত্রাঃ পাঠ্যাঃ।
ইতি বিশেষঃ।

অনন্তর ষোড়শ পিণ্ডদান করিতে হয়। তীর্থে ষোড়শ পিণ্ড-দানের ব্যবস্থা আছে, যথা ;—

"অমাবস্যান্তু কন্যার্কে তীর্থ প্রাপ্তৌ তথানৃপ।
শ্রাদ্ধংকৃত্বা বিধানেন দদ্যাৎ ষোড়শ পিণ্ডক মিতি"
সম্বৎসরপ্রদীপে বায়ু পুরাণাৎ।

পারিভাষিক এই ষোড়শ পিণ্ড দানের প্রযোগ বাহুল্য ভযে লিখিত হইল না, গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীদিগের,—পার্ব্বণে ও নান্দীমুখে অধিকার নাই সুতরাং তদনুকল্পও নাই।

তাহারা, স্বামী ও পিত্রাদির উদ্দেশ্যে সাধারণ ভোজ্যোৎ-সর্গের ন্যায় ভোজ্য মাত্রই দানাদি করিবেন।

সাধারণ ভোজ্যোৎ সর্গ যথা—

মুখ্য চান্দ্রেণ,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য ভর্তুঃ—বা পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ,—শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামা এতৎ সো-পকরণ ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণু দৈবতমিত্যাদি। দক্ষিণান্দদ্যাৎ।—

তীর্থ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিযাও আভ্যুদয়িক করিতে হয়।* নিতান্ত অশক্ত পক্ষে তদনুকল্প ভোজ্যদান অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

* নিতান্ত অশক্ততা জন্য সমগ্র আভ্যুদয়িক করিতে না পারিলে শ্রাদ্ধ-তত্ত্ববিহিত পিণ্ডহীন আভ্যুদযিক করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহা প্রথম হইতে অন্নপাত্র উৎসর্গান্তে দক্ষিণা শেষ করিবে।

তত্রাভিলাপবাক্যং।—

অদ্যেত্যাদি, অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা, তীর্থ-প্রত্যাগমনোত্তরস্বগৃহপ্রবেশকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং, — অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহ নামাণি উল্লিখ্য ; শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকাম এতৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুকল্প সোপকরণ ভোজ্যং বিষ্ণুদৈবতমিত্যাদি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—তীর্থ যাত্রা কালীন আভ্যুদয়িক করিতে হয়। ১।

ঐ তীর্থ যাত্রা-শ্রাদ্ধানুজ্ঞাবাক্য যথা—

অদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা, তীর্থ যাত্রা কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং—অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ (এবং পিতামহাদি বৃদ্ধ প্রমাতামহান্তং নাম উল্লেখ্য) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।

এই শ্রাদ্ধের অশক্তে ভোজ্যদান করিতে পারে। তাহার বাক্য পূর্ব্ববৎ ; কেবল বিশেষ এই ,—

অদ্যেত্যাদি তীর্থ যাত্রা কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দী মুখস্য পিতুরিত্যাদি শ্রীবিষ্ণু প্রীতি কামঃ এতৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যং বিষ্ণুদৈবতমিত্যাদি।

১। তীর্থ যাত্রা সমারম্ভে তীর্থাৎ প্রত্যাগমেঽপিচ। নান্দীশ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত বহুসর্পিঃ সমন্বিতম্। ইতি ছন্দোগ।

এইরূপে দান ও ব্রাহ্মণ-অনাথ এবং দীন ভোজনাদি দ্বারা তীর্থ ভ্রমণকে পূর্ণাঙ্গ করিবে।

"ব্রাহ্মণৈর্ভুজ্যতে যত্র তত্র ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং হরিঃ"

ইতি বচনাৎ।

সঙ্কল্প-প্রকরণম্।

অথেদানীং বৈশাখাদিষু প্রাতঃস্নানাদি সঙ্কল্পবাক্যানি লিখ্যন্তে।

তুলা-মকরমেষেষু প্রাতঃ স্নায়ী ভবেন্নরঃ।
নিরামিষং হবিষ্যং বা মহাপাতকনাশনম্॥"

ইত্যাদি বচনাৎ সৌর বৈশাখাদিষু মহাপাতকক্ষয় কামেন প্রাতঃ স্নানং হবিষ্যাপ্রাদিকঞ্চ কার্য্যম্। "প্রাতঃ স্নায়ী অরুণ কিরণ গ্রস্তাং প্রাচীং অবলোক্য স্নায়াৎ"। ইতি বিষ্ণুক্তেঃ অরুণোদয়কাল এব প্রাতঃ স্নানং বিহিতম্; অরুণোদয় কালস্তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতঃ।

প্রাতঃ স্নানে সঙ্কল্প বাক্য যথা ;—

* সৌরেণ,—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি

---

* এই প্রাতঃ স্নানে মুখ্যচান্দ্রেও মাস উল্লেখ হইতে পারে। কিন্তু সেখানে চান্দ্র বৈশাখে অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদে স্নান আরম্ভ করিয়া অমাবস্যান্ত এক মাস স্নান বিধেয়। অর্থাৎ মেষস্থ রবি প্রারব্ধ শুক্ল প্রতিপদাদি দর্শান্তো বৈশাখঃ গ্রাহ্যঃ ইত্যাদি।

সৌরমাস ;—সূর্য্য এক রাশিতে যত দিন ভোগ করেন তাহার নাম সৌর চান্দ্র মাস ; সৌরচান্দ্র মাস দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ : শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ তিথ্যাত্মক মাস মুখ্য চান্দ্র, ও কৃষ্ণপক্ষাদি পৌর্ণমাস্যান্ত গৌণচান্দ্র। (মলমাস তত্ত্ব)

অমুকে পক্ষে অমুক তিথাবারভ্য মেষস্থ রবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুক গোত্রঃ (স্ত্রী অমুক-গোত্রা) শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (শূদ্রঃ অমুক দাসঃ, শূদ্রা অমুকীদাসী, ব্রাহ্মণী অমুকী দেবী) শ্রীবিষ্ণু, প্রীতি কামঃ (স্ত্রীপক্ষে— কামা) অস্মিন্ জলে (অস্যাং গঙ্গায়াং অন্যতীর্থেষু তত্তৎ নাম উল্লিখেৎ) প্রাতঃ স্নানমহং করিষ্যে।

ইত্যভিলপ্য পূর্ব্বোক্ত সাধারণস্নানবিধিনা স্নায়াৎ এবং সর্ব্বত্র বোধ্যম্।

প্রতিদিনসঙ্কল্পেতু "আরভ্যমেষস্থ রবিং যাবৎ প্রত্যহং" ইতি ন বক্তব্যং কিন্তু মাসি ইত্যনন্তরং মেষস্থরবৌ ইত্যধিকং বক্তব্যং।

কার্ত্তিক মাঘ-প্রাতঃস্নানে সঙ্কল্পবাক্যন্ত্বেবমেব; কিন্তু "তন্নিমিত্তং" উহ্যেনোল্লেখ্যম্।

যথা কার্ত্তিক প্রাতঃ স্নানে।১।

সঙ্কল্পঃ। তদ্বিষ্ণোরিতি স্মৃত্বা বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ ইত্যাদি পঠেৎ।

১। স্মার্ত্তমতে কার্ত্তিকাদি স্নানস্য সৌরচান্দ্রয়োর্বৈকল্পিকত্বেঽপি কার্ত্তিক সৌরঃ ব্রতাদৌ তথা ধর্ম্মাৎ আচারোঽপ্যত্রাদৃশ এব।

স্নান-মন্ত্রঃ।

কার্ত্তিকেহং করিষ্যামি প্রাতঃ স্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়াসহ।

ততঃ স্নায়াৎ॥

মাঘ-প্রাতঃ স্নানম্। ২।

তত্র

সঙ্কল্পঃ।

অদ্যেতাদি মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ—ইত্যাদি।

মাঘ প্রাতঃ স্নানে মন্ত্রঃ*।

ও মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাস্যেহহং দেব মাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে।
ও দুঃখ দারিদ্র্য নাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃ স্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপ বিনাশনং।

২। যদ্যত্র মুখ্য চান্দ্র মাঘে স্নানমিষ্যতে তদা মকরস্থরবি পারব্ধ শুক্ল প্রতিপদাদি দর্শান্তো মাসঃ গ্রাহ্য তত্র সঙ্কল্পে মকররাশিস্থে ভাস্করে ইতি ন বক্তব্যঃ এবমন্যত্র।

* চান্দ্র স্নানেতু মকরস্থরবাবিতি মন্ত্রস্য ন পাঠঃ অসমবেতার্থত্বাৎ। আরব্ধ বৈশাখাদি স্নানে রোগার্ত্যাদিনা সামর্থাভাবে পুত্রাদি প্রতিনিধিনা কারয়িতব্যং বিবেকিভিস্তু সর্ব্বত্র বিষ্ণু প্রীতিকামো ধ্যা সঙ্কল্পঃ কার্য্যঃ।

ওঁ মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্ত ফলদাভব ॥
ইতি পদ্মপুরাণীয়মন্ত্রং পঠিত্বা স্নায়াৎ।

সাধারণ প্রাতঃ স্নানে সঙ্কল্পঃ।

অদ্যেত্যাদি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অরুণোদয় বেলায়াং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামঃ অস্মিন্ জলে (গঙ্গায়াং) স্নানমহং করিষ্যে।

সামান্য দিবসে সাধারণ স্নান সঙ্কল্পঃ।

বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ (স্ত্রী অমুক-গোত্রা) শ্রীঅমুক দত্ত দাসঃ (স্ত্রী অমুকী দাসী) শ্রীবিষ্ণু প্রীতি কামঃ (স্ত্রী, কামা) অস্মিন জলে (গঙ্গায়াং) স্নান মহং করিষ্যে।

ব্রাহ্মণ পক্ষে,—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ শ্রীঅমুকদেব শর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে শ্রীঅমুকী দেবী) যথাস্থানে উহ্য করিয়া উল্লেখ করিবে।

গঙ্গাস্নানেতু বিশেষ-মন্ত্রো যথা ;—

(সমস্তই সাধারণ স্নানের নিয়ম, কেবল গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দর্শন ও স্পর্শনের দুইটা মন্ত্র পাঠ করিবে)

দর্শন-মন্ত্রঃ।

ওঁ দেবি ত্বদ্দর্শনাদেব মহাপাতকিনে মম।
প্রনষ্টমভবৎ পাপং জন্মকোটি শতৈরপি ॥

স্পর্শন-মন্ত্রঃ।

ওঁ গঙ্গেদেবি জগদ্ধাত্রি পাদাভ্যাং সলিলং তব।
স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্নাক্ষন্তু মর্হসি ॥

(অনন্তর সঙ্কল্প করিয়া স্নান প্রযোগোক্ত কার্য্য এবং ওঁ বিষ্ণু পাদার্ঘ্য ইত্যাদি মন্ত্র পাঠানন্তর ;—)

স্নান-মন্ত্রঃ।

ওঁ ব্রহ্মস্বরূপে হে গঙ্গে স্নানমাচর্য্যতে ময়া।
ত্বদীয়ে নির্ম্মলে তোয়ে যথোক্তফলদা ভব ॥

ইতি স্নায়াৎ।

প্রণাম-মন্ত্রঃ।

ওঁ সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ ॥

ইতি প্রণমেৎ।

অক্ষয়তৃতীয়াস্নানম্।

বৈশাখ শুক্লতৃতীয়ায়াং কর্ত্তব্যং অত্র কৃত্তিকা রোহিণ্যো-রনাতর যোগে ফলাধিক্যং। এষা যুগাদ্যা চ। অস্যাং গঙ্গা ব্রহ্মলোকাৎ হিমালয়ে অবতীর্ণা দশহরায়ান্তু তস্মাৎ

পৃথিব্যামিতি। অক্ষয়তৃতীয়ারূপ-যুগাদ্যায়াং গঙ্গাস্নানে- "সংবৎসরাবচ্ছিন্ন-গঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তিঃ ফলং। তথাহি গঙ্গামাধিকৃত্য ভবিষ্যে—সংবৎসর-ফলং তত্র নবম্যাং কার্ত্তিকে তথা। মন্বাদৌ চ যুগাদৌ চ মাসত্রয় ফলং লভেৎ॥ তত্র অক্ষয়তৃতীয়ায়াং। তথেতি সংবৎসরফলমিত্যর্থঃ। দানে অক্ষয় ফলং, সভোজ্য-জল-পূর্ণ ঘটদানেতু সূর্য্যলোক-গমন ফলং। মন্বন্তরাক্ষয়তৃতীয়া যুগাদ্যাস্থ স্নানে শুক্ল-পক্ষত্বাৎ মুখ্য গৌণেতি ন বিশেষঃ কিন্তু "কার্ত্তিকে শুক্ল-পক্ষে তু "ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণীয়তিথিকৃত্যত্বাভিধানাৎ পৌর্ণ-মাস এব গ্রাহ্যঃ। অস্যাং নিষিদ্ধ বারেঽপি তিল-তর্পণং কার্য্যং।

তত্র স্নান-সঙ্কল্পঃ।

অদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লেপক্ষে তৃতীয়ায়াস্তিথৌ অক্ষয়ায়াং (যুগাদ্যায়াং) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সংবৎসরাবচ্ছিন্নগঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তি-কামঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতি কামো বা অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

এবং কার্ত্তিকশুক্লনবম্যাং ত্রেতাযুগাদ্যায়াং চ। সঙ্কল্প-বাক্যস্তু পূর্ব্ববৎ ঊহেন উল্লেখ্যম্।

ভাদ্র-শুক্ল ষষ্ঠ্যাং স্নানদানাভ্যাং অক্ষয়পুণ্যপ্রাপ্তিঃ ফলং তথাহি—

"যেয়ং ভাদ্রপদে শুক্লাষষ্ঠী ভারত সত্তম"

ইতি ভবিষ্য পুরাণং।

অন্যচ্চ ভবিষ্যে—

"অমাবৈসোমবারেণ রবিবারেণ সপ্তমী।
চতুর্থী ভৌমবারেণ অক্ষয়াদপি চাক্ষয়া।"

অত্র স্নানদানাভ্যাং অক্ষয়াদপিচাক্ষয়পুণ্যাবাপ্তিঃ ফলম্।

সঙ্কল্পবাক্যন্তু উহ্যেনোল্লেখ্যং।

যুগাদ্যা-স্নানং।

চান্দ্রবৈশাখশুক্ল-তৃতীয়া-কার্ত্তিক-শুক্লানবমী গৌণ-ভাদ্র কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী মাঘপৌর্ণমাসী চ ইতি চতস্র এব যুগাদ্যাঃ। সামান্যতো যুগাদ্যাস্তু তথা মন্বন্তরাসু চ গঙ্গাস্নানে মাসত্রয়গঙ্গাস্নান-জন্য-ফলম্। মন্বাদৌ চ যুগাদৌ চ মাসত্রয়ফলম্ লভেদিতি ভবিষ্য বচনাৎ।

সঙ্কল্পেতু।

মাসত্রয়াবচ্ছিন্ন-গঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তি কাম" ইতি উহ্যেনোল্লেখ্যং। দানেতু অক্ষয়ফলম্।

অত্র ব্যবস্থা ;—যুগাদ্যাদ্বৈধে "যুগাদ্যা বর্ষবৃদ্ধিশ্চ" ইতি বচনাৎ পরদিনে কৃত্যং। মন্বন্তরাদ্বৈধেতু যুগ্ম ক্রমেণ ব্যবস্থেতি নব্যাঃ আচার্য্য চুড়ামণি প্রভৃতয়ঃ প্রাচীনাস্তু পর দিনে উদয় গামিত্বাৎ।

মন্বন্তরা-স্নানম্।

"অশ্বযুক্ শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকী তথা।" ইত্যাদি মৎস্য ভবিষ্যয়োর্বচনাৎ মন্বন্তরাসু দানাদেরেবাক্ষয় পুণ্য-প্রাপ্তিঃ ফলম্ স্নানেতু "মাসত্রয় গঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সম ফলম্ ইতি প্রাগুক্তঃ।

তত্র সঙ্কল্পে—

মাসপক্ষতিথ্যুল্লেখানন্তরম্—"মন্বন্তরাদৌ" মাসত্রয গঙ্গাস্নান জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়ামিত্যাদি-উহনোল্লেখ্যম্। দানেতু, অক্ষয়পুণ্যপ্রাপ্তিকামঃ ইত্যাল্লিখেৎ।

পুণ্যাহ-স্নানম্।

সোমবারেঽপ্যমাবস্যা আদিত্যাহে চ সপ্তমী।
চতুর্থ্যঙ্গারবারে চ অষ্টমী চ বৃহস্পতৌ॥

(অমাবস্যেতরা এতাস্তিথয়ঃ শুক্লাঃ)

ইত্যাদিযু গঙ্গাস্নানে "ষষ্টি জন্ম সহস্রাণি প্রতি-জন্ম গঙ্গাস্নানজন্যাক্ষয় ফল-সম ফল-প্রাপ্তিঃ ফলম্।

সঙ্কল্পেতু—

—মাসি ইত্যনন্তরম্ "সোমবারাধিকরণক অমাবাস্যায়াম্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ষষ্টি জন্ম ইতাদি উল্লেখ্যম্।

পুণ্যাতবাস্নানেতু তিথ্যুল্লেখানন্তরং "পুণ্যতরায়াং"—ইত্যুল্লেখ্যম।

দশহরা-স্নানম্।

শুক্লপক্ষস্য দশমী জ্যৈষ্ঠেমাসি দ্বিজোত্তম।
হরতে দশপাপানি তস্মাৎ দশহরা স্মৃতা ইতি—

গঙ্গামধিকৃত্য ব্রহ্মপুরাণীয়াৎ

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লা দশমীদশহরা স্মৃতা। অত্র দশম্যাদৌ গঙ্গায়াং দশবিধ-পাপক্ষয়-কামঃ স্নায়াৎ।

তত্র সঙ্কল্পঃ—

(ক) কেবলদশম্যাং

বাক্যন্তু মুখ্যচান্দ্রেণ,—অদ্য জৈ্যষ্ঠেমাসি শুক্লে পক্ষে-দশম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ—শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (অদত্তো-পাদানাবৈধহিংসাদি) দশবিধপাপক্ষয়কামঃ—অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। (বক্ষ্যমাণ স্নান মন্ত্রং পঠিত্বা স্নায়াৎ)।

(খ) হস্তযুক্তায়াং দশম্যাং—

অদ্যেত্যাদি—হস্তনক্ষত্রযুক্ত দশম্যান্তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধ-পাপক্ষয় কামঃ অস্যাং গঙ্গায়ামিত্যাদি।

(গ) মঙ্গলবার-হস্ত-যুক্তায়ান্তু,—

অদ্যেত্যাদি—কুজবারাধিকরণক-হস্তনক্ষত্রযুক্ত-দশম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা দশজন্মা-র্জ্জিত দশবিধপাপক্ষয় পূর্ব্বক বাজিমেধাযুত-শত-জন্ম-পুণ্য-সম-পুণ্য প্রাপ্তি-কামঃ গঙ্গায়ামিত্যাদি।

বিশেষ স্নান-মন্ত্রঃ—

ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥
পারুষ্যং অনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং ॥

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং।
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণু-পদোদ্ভবে॥
"ওঁ বিষ্ণু পাদার্ঘ্য সম্ভূতে" ইত্যাদি মন্ত্রং—
পঠিত্বা স্নায়াৎ॥ পৃং৩৬

ওঁকারপূর্ব্বাণ্যেতানি সঙ্কল্পতীর্থাবাহনমৃদ্গ্রহণানন্তরমজ্জনসাদে পাঠ্যানি—"আগন্তুকানামন্তেঽভিনিবেশঃ" ইতিন্যায়াৎ॥

মহাজ্যৈষ্ঠী স্নানম্।

জ্যেষ্ঠায়াং গুরুচন্দ্রাবস্থানেরোহিণ্যাং সূর্য্যাবস্থানে, গুরুবারে চ জ্যৈষ্ঠপৌর্ণমাসী চেৎ তদা একা মহাজ্যৈষ্ঠী ভবতি; ঐন্দ্রে গুরু,শশী চৈব ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণোক্তত্বং। তাঃ পঞ্চবিধাঃ। তাসু, গঙ্গাম্বুমজ্জনাৎ মোক্ষপদপ্রাপ্তিঃ ফলং—মহাজ্যৈষ্ঠ্যান্তু যঃ পশ্যেৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমমিত্যাদি—ব্রহ্মপুরাণোক্তেঃ।

সঙ্কল্পঃ—

গৌণচান্দ্রেণ—অদ্যেত্যাদি মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা মোক্ষফল-প্রাপ্তিকামঃ— গঙ্গায়ামিত্যাদি।

মহাজয়া-স্নানম্।

শুক্লপক্ষীয় সপ্তম্যাং সূর্য্য-সংক্রমণে মহাজয়েতি সংজ্ঞা, তস্যাং স্নানদানাদৌ কোটি গুণ ফলম্—ইতি ব্রহ্মপুরাণীয়াৎ। অত্র তিথ্যুল্লেখানন্তরং বিশেষণত্বেন মহাজয়েত্যুল্লেখাং এবং সংক্রান্তিবিশেষস্য নিমিত্তত্বেন প্রাপ্তের্বিষুবাদ্যুল্লেখোঽপি। (সংক্রান্তি—পৃঃ ৬৬)

তত্র স্নান-সঙ্কল্পঃ—

গৌণচান্দ্রেণ,—অদ্যেত্যাদি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ মহাজয়ায়াং যথোক্তফল প্রাপ্তি কাম,—ইত্যাদি।

অর্দ্ধোদয়যোগে স্নানম্।*

অমার্কপাত শ্রবণযুক্তাচেৎ পৌষমাঘয়োরিত্যাদি-বচনাৎ, মুখ্য চান্দ্র পৌষে; গৌণমাঘে রবিবারে শ্রবণা নক্ষত্র ব্যতীপাত যোগ যুক্তা দিবা অমাবস্যাচেৎ "অর্দ্ধোদয় যোগঃ"। অত্র গঙ্গাস্নানে, বহুকোটিসূর্য্যগ্রহণ-কালীন-গঙ্গাস্নান-জন্য-পুণ্যসমপুণ্য প্রাপ্তিঃ ফলং।—পরন্তু, "অর্দ্ধোদয়েতু সংপ্রাপ্তে সর্ব্বং গঙ্গাসমং জলং" ইতি

* অর্দ্ধোদয়। অত্র "দিবৈব যোগঃ শস্তোঽয়ং নতু রাত্রৌ কদাচন" ইতি দিবৈব ইত্যনেন দিবাপদ স্য ব্যাবচ্ছিন্নকালমাত্র লাভ তদতিরিক্ত কালনা এবকার ব্যবচ্ছেদ্যকেন "নতু রাত্রৌ কদাচন ইত্যস্য বৈয়র্থাপত্তিরুদ্ভাব্যতে। অতঃ অনুশাসনাদিসিদ্ধ রাত্রিপদবাচ্যাবচ্ছিন্নযামায় এব নিষেধাৎ আতি-দেশিক বিধানেঽপি যোগস্য প্রশস্তত্ব ভবতি—ইতি কেচিদাহুঃ। ব্যবস্থানবাক্যায়াঽপ্যেবমেব। প্রপকস্তু বিবিদিৎসুনা তত্রৈবাস্থ্যনপেক্ষয়ঃ। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যাস্তু তত্রার্থে উদাসীনা এব।

সকল্লোক্তেঃ কূপাদি সামান্য জলেঽপি স্নাতব্যম্ তত্র, সামান্য জলেঽপি স্নানে "গঙ্গাস্নান জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তিঃ" ফলং।

তত্র সঙ্কল্পঃ।

মাসোল্লেখোগৌণচান্দ্রেণ ;—অদ্য মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অমাবস্যায়াং তিথৌ অর্দ্ধোদয়ে অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা।

বহুকোটি সূর্য্য-গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান-জন্য-পুণ্য-সম পুণ্যপ্রাপ্তি-কামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। অত্রদানং শ্রাদ্ধঞ্চাবশ্যকং ইতি উৎকলখণ্ডং। দানাদাবপি, কোটি-সূর্য্য গ্রহণ-কালীন-দানজন্য-ফল সম ফলপ্রাপ্তিকামঃ—

ইতি উহেন উল্লেখঃ। সামান্যজলেতু সঙ্কল্পঃ—অদ্যেত্যাদি, গঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে।

গঙ্গাসাগরসঙ্গম-স্নানম্।

মহাপুণ্যফলপ্রাপ্তয়ে উত্তরায়ণ—সংক্রান্ত্যাদৌ স্নায়াৎ।

অত্র স্নানফলং-

গঙ্গাদ্বারেপ্রয়াগেচ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে
স্নাত্বৈব ব্রহ্মণোঃ বিষ্ণোঃ শিবস্যচপুরংব্রজেৎ।
ইতিমহাভারতে।

অত্র সঙ্কল্পঃ।

অদ্য পৌষেমাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ উত্তরায়ণ সংক্রান্ত্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্ব-পাপ-

ক্ষয় পূর্ব্বক-শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ অস্মিন্ গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান মহং করিষ্যে।

স্নান-মন্ত্রো যথা ;—

ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাংবরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ ॥

সংক্রান্তি-স্নানম্—

দেবীপুরাণে ;—

রবি সংক্রমণে পুণ্যে ন স্নায়াৎ যস্তু মানব।
সপ্ত জন্মস্বসৌরোগী নির্ধনশ্চোপজায়তে ॥

ইতি নিন্দাশ্রুতেঃ-অত্র-স্নানমাবশ্যকং।

সঙ্কল্পঃ—

অদ্য (মাসপক্ষতিথ্যুল্লেখানন্তরং) অমুক সংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ—ইত্যাদি।

সংক্রান্তি নিমিত্তং যৎ স্নান দানাদিকং বিহিতং নিষিদ্ধং বা তৎ পুণ্যকালাংশ এব বোদ্ধব্যং। মেষ সংক্রান্তৌ'—অর্থাৎ 'মহাবিষুব সংক্রান্তৌ'—গঙ্গাস্নানে "বর্ষার্দ্ধকৃত

* সংক্রান্তি সকলের নাম যথা, সূর্য্যের মকররাশি গতসংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ, এবং কর্কট-সংক্রান্তিকে-দক্ষিণায়ণ, মেষ সংক্রান্তিকে মহাবিষুব, তুলাসংক্রান্তিকে জলবিষুব সংক্রান্তি বলে। ধনুঃ মিথুন কন্যা মীনেতে—যে সংক্রান্তি হয় তাহাকে ষড়শীতি এবং বৃষ বৃশ্চিকে কুম্ভ ও সিংহেতে যে সংক্রমণ হয় তাহার নাম বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিবলে (মৃগকর্কট সংক্রান্তীত্যাদি বচনাৎ) কর্ম্ম সময়ে ঐ সংক্রান্তির নাম করিতে হয়। ২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাস্নান-জন্য ফল-সম-ফলং”। এবং মহাপুণ্য-ফল পাওয়ে উত্তরায়ণদক্ষিণায়ণসংক্রান্ত্যাদাবপি গঙ্গায়াং সামান্য জলে-বা স্নায়াৎ॥

উত্তরায়ণে বিষুবেচ গঙ্গায়াং সকৃদেবস্নাত্বা ষণ্মাসস্যাধাং গঙ্গাস্নানফলং প্রাপ্নোতি “ষন্মাসমেকন্তুপরং” ইত্যাদি স্মার্ত্তধৃত গঙ্গামধিকৃত্য ভবিষ্যবচনাৎ।

অথ গ্রহণ স্নানম্।

গ্রহণ স্নানন্তু তৎ দর্শনাধিকারণামেব আবশ্যকং। তৎ দর্শনঞ্চ জন্মচতুঃ সপ্তাষ্টনবদশদ্বাদশেতর চন্দ্রেষু জন্মসপ্তমেতরনক্ষত্রেষু। তচ্চ, গ্রহণং দৃষ্ট্বা রাহু-স্থিতি কালে সামান্য জলেঽপি স্নানং দানাদিকঞ্চ কর্ত্তব্যং।

সামান্য জলে ;—গঙ্গাস্নানজন্য-ফল-সম ফলম্। অত্রোষ্ণবারিণাপি স্নানং কার্য্যং।

গঙ্গায়ান্তু ;—সূর্য্য গ্রহণে.—

“দশকোটি গুণ গঙ্গাস্নান জন্য পুণ্য-সম পুণ্যং”—

চন্দ্র গ্রহণে “বহুশত চন্দ্রগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য পুণ্য সম পুণ্যং”।

---

* “সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন স্নায়াদ্যস্তু মানবঃ। সপ্তজন্মসু কুষ্ঠীস্যাৎ দুঃখভাগীচ সর্ব্বদা। ইতি বৃহদ্বশিষ্ঠবচনাৎ নিন্দাশ্রুতির্জাতাধিকারিণা-মেব। প্রতিবিম্ব কালীন দর্শনেতু তদ্দোষ শান্ত্যর্থং কাঞ্চনং দদ্যাৎ।

স্নান সঙ্কল্পঃ—

মুখ্যচান্দ্রেণ,—অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে (চন্দ্র গ্রহণে,—"রাহুগ্রস্তে নিশাকরে)" গঙ্গাস্নান-জন্য-ফল সম-ফল-প্রাপ্তি-কামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গায়ান্তু,—অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে অমুকগোত্রঃ— শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা দশকোটিগুণগঙ্গাস্নানজন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তি-কামঃ—(চন্দ্র গ্রহণে,—"বহুশত-চন্দ্র-গ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-জন্য-পুণ্য-সম-পুণ্য প্রাপ্তিকামঃ—)" অস্যাং গঙ্গায়াং—স্নানমহং করিষ্যে।*

রাত্রৌ গ্রহণে সন্ধ্যাবন্দনং বিনাপি স্নানোত্তরং তর্পণং কার্য্যম্; স্নানাঙ্গত্বাৎ। মৃতসূতিকাশৌচেঽপি দানশ্রাদ্ধ-বর্জ্জিতং তর্পণান্তস্নানমাত্রং কর্ত্তব্যম্। ক্ষতাশৌচবতা শ্রাদ্ধাদিকং সর্ব্বং কর্ত্তব্যং। গ্রহণশ্রাদ্ধং রাত্রাবপি কর্ত্তব্যম্। মুক্তি স্নানন্তু গ্রহণাদর্শিভিঃ সর্ব্বৈরেব কার্য্যম্। তস্য গ্রহণদর্শনং চাক্ষুষজ্ঞানং ন জ্ঞান মাত্রম্, অতোঽন্ধস্য ভিন্নকর্ত্তৃকদর্শনে জ্ঞানেঽপি ন স্নানাদ্যধিকারঃ। অন্যৎ তিথিতত্ত্বাদাববগন্তব্যম্।

---

* গঙ্গাভিন্ন তীর্থস্থলে চন্দ্রগ্রহণে,—
"লক্ষগুণ স্নান জন্য ফল সম ফলাপ্রাপ্তি কামঃ" সূর্য্যগ্রহণে দশলক্ষগুণ স্নান জন্য ফল সম ফল-প্রাপ্তিঃ কামঃ" ॥

এবং দানাদাবপি বোধ্যং। গ্রহণে উষ্ণজলদ্বারাও স্নান কর্ত্তব্য(কৃত্যতত্ত্বার্ণবঃ)

মুক্তি স্নানেতু,—"রাহুবিমুক্তে নিশাকরে পাপক্ষয়কামঃ' ইতি সঙ্কল্পে বিশেষঃ। স্নানমন্ত্রস্তু ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্র সঙ্গমঃ। কর্ম্ম চণ্ডাল যোগোত্থং ক্রুরপাপ ক্ষয়ং মম ॥

চূড়ামণি-যোগে স্নানম্

সোমবারে চন্দ্রগ্রহণে চূড়ামণি যোগঃ, রবিবারে সূর্য্যগ্রহণেঽপি তথ যোগঃ। "সূর্য্য-গ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা" ইত্যাদি গারুড়োক্তত্বৎ।

অত্র অনন্ত গঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সম ফলম্।

দানাদিকঞ্চাত্র আবশ্যকং তত্রাপি আনন্ত্যেন ফলমূহনীয়ম্।

তত্র সঙ্কল্পঃ—

অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ চূড়ামণি-যোগে অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অনন্তগঙ্গাস্নান জন্য-ফল সম ফল প্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহংকরিষ্যে। এবং সামান্য জলেঽপি উহেন বাক্যং।—

করতোয়াস্নানম্।

তত্র স্নানফলং যথা স্কন্দপুরাণে —

যথা গঙ্গা তথৈবেয়ং ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী।
স্নানে পানে চ সেবায়াং গঙ্গাসমফলপ্রদা।
গঙ্গা বা করতোয়া বা বিশেষো নাস্তি ভূতলে।
হর-মূর্দ্ধ-স্থিতা গঙ্গা অপরা কর-নির্গতা॥

শাস্ত্রেঽপ্যস্যা মহাতীর্থত্বং প্রতিপাদিতম্, অত্র তীরে মৃত্যু-ফলমপি গঙ্গাতীর মৃত্যুতুল্য ফলম্। এতৎ সর্ব্বং বাহুল্যভিয়া নাত্রোল্লিখিতম্।

---

* বগুড়া সহরের পরিক্রোশ উত্তরে করতোয়াতীরে শিলাদ্বীপ। নারায়ণীযোগে এই স্থানে স্নান করিলে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার হয়।

তত্র নারায়ণী যোগঃ।

তদ্যোগস্তু,—সৌর পৌষস্য সোমবাসরে (রবি-সোম-বারয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তিন্যাং ইত্যর্থঃ) অরুণোদয়-বেলায়াং যদি মূলা নক্ষত্রং অমাবস্যা চ স্যাৎ তদা "নারায়ণীতি" বিখ্যাতো যোগো ভবতি, "চাপার্ক" ইত্যাদি বচনাৎ। অত্র ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণকামেন, "করতোয়ায়ামেব স্নাতব্যং"। যোগেতরত্রাপি, সর্ব্ব পাপক্ষয় কামেন স্নানং কর্ত্তব্যং, করতোয়ানদীং প্রাপ্য ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

স্নান-সঙ্কল্পঃ—

অদ্য পৌষে মাসি ধনু-রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে (সোমবারাধিকরণক মূলানক্ষত্রযুক্ত) অমাবস্যায়াং তিথৌ নারায়ণ্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণ কামঃ অস্যাং (স্কন্দগোবিন্দয়োর্মধ্যে শিলাদ্বীপাবচ্ছিন্ন) করতোয়ায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

করতোয়া স্নান মন্ত্রঃ।

ওঁ করতোয়ে সদানীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥

করতোয়া স্নানে বিশেষ যোগাঃ।—কেবল সোমযুত করতোয়ামাবস্যায়াং করতোয়া নদীমাত্রস্নানে 'বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীনকরতোয়াস্নান জন্য-ফল-সম-ফলং"।১। প্রাতর্মৌনেন্তু তস্যাং 'কুলকোটি সমুদ্ধরণং ফলং।২। শিলাদ্বীপাবচ্ছিন্ন স্কন্দ গোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে সোমযুতায়াংতস্যাং—মৌন স্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণং

প্রণাম মন্ত্রঃ।

ত্বত্তুল্যা তোয়াহি নদী ন কাচিৎ।
রজো বিহীনা তরুণী যতোঽসি।
ধন্যাসি পুণ্যাসি সরিদ্বরাসি।
শ্রীকণ্ঠপাণি-প্রভবে নমস্তে॥

ইতি স্কন্দপুরাণীয়াদিতি মন্ত্রং পঠিত্বা স্নায়াৎ

কার্ত্তিক শুক্লপ্রতিপদি গঙ্গাস্নানে শতগুণং ফলং। "স্নানং দানং শতগুণং কার্ত্তিকেঽস্যাং তিথৌ ভবেদিতি ব্রহ্মপুরাণীয়াৎ।

অগ্রহায়ণ্যাঃ কৃষ্ণপ্রতিপদ্ রোহিণীনক্ষত্র যুতাচেৎ তত্র গঙ্গাস্নানে "বহুশত সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানজন্য ফলম্। "রোহিণ্যা প্রতিপদ্যুতা মার্গেমাসি সিতেতরা।

মাকরীসপ্তমী-স্নানম্।

সূর্য্যগ্রহণ তুল্যাহি শুক্লামাঘস্য সপ্তমী। ইতি ভবিষ্য পুরাণ বচনাৎ, মাঘসিত সপ্তম্যাং অরুণোদয়কালে গঙ্গাতিরিক্তে জলাশয়ে সূর্যগ্রহণ তুল্য ফলত্বং; গঙ্গায়ান্তু,—বহুশত সূর্য্যগ্রহণ তুল্যফলত্বং।

ফলং। ৩। পৌষে নারায়ণী যোগে চ ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণং ফলং। ৪। পৌষে মাঘেচ সোমযুতা কুহূঃ ব্যতীপাতযুতাচেৎ তদাপি ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণং ফলং। ৫। সম্পূর্ণ মাঘ-স্নানেতু বিষ্ণুপুর গমন ফলং। ৬। যেগেতরত্র সর্ব্বপাপ ক্ষয় পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রীতিঃ ফলং। ৭। এতৎ সর্বং স্কন্দপুরাণে সম্বৎসর প্রদীপাদাববগন্তব্যং। কুলং-পুরুষঃ ইত্যর্থঃ।—

সূর্য্যগ্রহণজ ফলং স্নানজমিতি স্মার্ত্তাঃ—।

অরুণোদয়কালপ্রাপ্তৌ, আয়ুরারোগ্য সম্পৎ ফলম্।—

মাকরীতি, মকররাশ্যারব্ধ চান্দ্র মাসঃ; সচ গৌণঃ, তিথি কৃত্যত্বাৎ। অত্র শূদ্রেণাপি স্নানে তুল্যাং বিধানাৎ স্নান মন্ত্রং বিবর্জ্জ্য অর্ঘ্য-প্রণামমন্ত্রৌ পাঠ্যৌ ॥

সঙ্কল্পঃ।

অদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ, অরুণোদয়-বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সূর্য্য-গ্রহণ কালীন স্নান জন্য-পুণ্য-সমপুণ্যপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে।

গঙ্গায়ান্তু—অদ্যেত্যাদি বহু-শত সূর্য্যগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য পুণ্য-সম-পুণ্য-প্রাপ্তিকামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে॥ ইত্যভিলপ্য স্নানেতি কর্ত্তব্যতাং বিধায়,-সপ্তার্ক পত্রাণি সপ্ত বদর পত্রাণিচ শিরসি নিধায় "ওঁ যৎ যজ্জন্ম কৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু। তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥" ইতি স্নাত্ব। অর্কপত্রাদি সহিতং তাম্রপাত্রস্থং অর্ঘ্যং গৃহিত্বা;

অদ্যেত্যাদি শ্রীসূর্য্য প্রীতি পূর্ব্বক আয়ুরারোগ্য সম্পৎ-কামঃ অর্ঘ্য দানমহং করিষ্যে। ইত্যভিলপ্য,—

ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্ত-সপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবি-মণ্ডলে॥

ইত্যনেন অর্ঘ্যং দত্ত্বা প্রণমেৎ।

অত্র মাঘ মাস নিমিত্তক নিত্যস্নান মাঘমাসনিমিত্তক কাম্য স্নানয়োস্তু প্রাতর্ব্বিধানে, নৈমিত্তিকত্বেন প্রায়শ্চিত্তবৎ সকৃদেবানুষ্ঠানং কাম্যকরণে প্রসঙ্গান্নিত্য-সিদ্ধিরিতি।

বিজয়া-সপ্তমী স্নানং।

শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবারো যদাভবেৎ, ইত্যাদি স্কন্দ পুরাণোক্ত বচনাৎ,—

রবিবারাধিকরণক-শুক্ল সপ্তম্যাং স্নানদানাদেম হাফলত্বমুক্তং।

সঙ্কল্পঃ—

অদ্য অমুকে মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাস্তিথৌ বিজয়ায়াং ইত্যাদি মহাফল প্রাপ্তি পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কাম ইত্যাদি

ভীষ্মাষ্টমী।

অত্র স্নানতর্পণাভ্যাং সম্বৎসর-কৃত-পাপ-প্রশমনং— পরন্তু, সামান্য দিবসস্নানাপেক্ষয়াস্নানজন্য শতগুণ ফলসমফলপ্রাপ্তিঃ ফলঞ্চ জায়তে ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় প্রকৃতিখণ্ডোক্ত বচনাৎ।

মহানন্দা স্নানম্।

মাঘস্য শুক্লানবমী মহানন্দেতিখ্যাতা; মাঘ মাসেতু যা শুক্লানবমী লোকপূজিতা ইত্যাদি বচনাৎ। তস্যাং অক্ষয়ফল কামেন স্নাতব্যম্; দানেঽপি, তথা।

সঙ্কল্পঃ —

অদ্যেত্যাদি ... মহানন্দায়াং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অক্ষয়ফলপ্রাপ্তি কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। ইত্যভিলপ্য পূর্ব্বোক্ত স্নানেতিকর্ত্তব্যতাং বিধায় স্নায়াৎ।

নন্দা স্নানম্ ।

প্রতিপদ্-একাদশী ষষ্ঠী-নন্দাজ্ঞেয়া। ইতি জ্যোতিষে-অাস্থ গঙ্গায়াং সপ্তজন্মাবচ্ছিন্ন-পতিতান্ন-ভক্ষণাদি পাপক্ষয়-মহাপুণ্য ফলাবাপ্তয়ে স্নায়াৎ।

সঙ্কল্পঃ।

ওঁ অদেত্যাদি ——সপ্তজন্মাবচ্ছিন্নপতিতান্নভক্ষণ পতিতসংসর্গকৃত ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চমহাপাতকানির্ব্বচনীয় পাপক্ষয় রজস্বলা স্পৃষ্টান্ন ভক্ষণ সততাসত্যভাষণ স্বর্ণ মণি মুক্তাপহরণ সামান্য-সকল-বস্ত্বপহরণ সখিবধমিত্রহিংসা বিপ্রহিংসা মাতৃহিংসাদি জনিত মহারৌরবাদ্যনবরত—যম-কিঙ্কর তাড়ন নিবারণাজন্মকৃত বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক-দশা পাপক্ষয়-ব্রহ্মলোকাধিকরণক পরমহংস দর্শন পূর্ব্বক বাসাধীত চতুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণ সংপ্রদানক কপিলধেনু লক্ষদান জন্য-ফল-সম-ফল-শ্রীমন্নারায়ন-দক্ষিণভুজ-বাস-তদুত্তর মর্ত্ত্য-লোকীয় জন্মগুণাশ্রয়ত্ব সর্ব্বসুখভোগ-যশঃ প্রাপ্তি-কামঃ নন্দায়াং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। ইতি।

ব্যতিপাত যোগঃ।

রবিবারে শ্রবণাশ্বিনী-ধনিষ্ঠার্দ্রাশ্লেষা-মৃগশিরসাং নক্ষত্রানামন্যতমেন যুতা অমাবস্যা চেৎ "ব্যতীপাতঃ" অত্র যোগে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণং ফলম্। "সংক্রান্তি ব্যতীপাতেষু" ইতি তত্ত্বধৃতবচনাৎ। সামান্য জলেত "সপ্তকুলোদ্ধরণং ফলং"

"পুষ্যেচ জন্ম নক্ষত্রে ব্যতীপাতেচ বৈধৃতৌ।
অমায়াঞ্চ নদীস্নায়াৎ পুনাত্যাসপ্তমং কুলং॥

ইতি পৈঠিনস্যুক্তেঃ। পুষ্যাদৌতু গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি-কুল সমুদ্ধরণংহি ফলম্— প্রাগুক্ত বচনাৎ।

সঙ্কল্পেতু—

মাসপক্ষ তিথ্যুল্লেখানন্তরং, ব্যতীপাত যোগে—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেব শর্ম্মা ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণ-কামঃ অস্যাং গঙ্গায়ামিত্যাদি। এবং অন্যত্রাপি তত্তৎ ফলং উহনীয়ম্॥

রটন্তীচতুর্দ্দশীস্নানং।

মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যচতুর্দ্দশী।
তস্যামুদয়বেলায়াং স্নাতো নাবেক্ষতে যমং॥

ইতি স্মৃতের্মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং রটন্ত্যাখ্যায়াং অরুণোদয়কাল এব কাম্যস্নানং কুর্য্যাৎ। অত্রসর্ব্বপাপক্ষয়-পূর্ব্বকযমপুরগমনাভাবঃ ফলম্;—

অত্র তিথি কৃত্যত্ব দেগৌণমাঘাদরঃ।

সঙ্কল্পঃ।

অদ্যেত্যাদি (মাস-পক্ষ-তিথ্যুল্লেখানন্তরং) রটন্ত্যাং-অরুণোদয়-বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্ব পাপ ক্ষয়কামঃ ইত্যাদি।—

রটন্তীংঅধিকৃত্য অনর্কাভ্যুদিতে কালে ইত্যাদিবচনে অনর্কাভ্যুদিত ইতি যদর্থে-নঙ্ অত উদয়বেলায়ামিত্যনেন অবিরোধঃ॥

ভৌমচতুর্দ্দশী।

মুখ্য ফাল্গুনে গৌণচৈত্রমঙ্গল যুক্তায়াং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং গঙ্গাবিকরণক-স্নান-ভোজনাভ্যাং প্রেতত্বাভাবঃ;—"চৈত্র কৃষ্ণ চতুর্দ্দশ্যাং অঙ্গারকদিনং ভবেদিত্যাদি" বচনাৎ অত্র গৌণেন মাসোল্লেখঃ কার্য্য

ভূতচতুর্দ্দশীস্নানম্।

কার্ত্তিককৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং দিবৈব অবশ্যমেব স্নানং কর্ত্তব্যং। ততঃ শিবসোপরি অপামার্গপল্লবং ভ্রাময়িত্বাতর্পণঞ্চ কার্য্যং। মদনচতুর্দ্দশ্যাস্তু শিবসন্নিধৌ গঙ্গায়াংচ স্নানাৎ পিশাচত্বাভাবঃ ফলম্।

অমাবস্যা স্নানম্।

অমাবস্যা প্রতিপদ্যুতা অত্রস্নানমাবশ্যকং। জীবৎ পিতৃকেনাপি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ স্নানং (সামান্য জলেঽপি) কর্ত্তব্যং ভোগার্থ স্নান মাত্রং ন কার্য্যং, অমাস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং ইত্যাদি বচনস্তু রাগপ্রাপ্ত স্নান নিষেধকং। অত্র কাম্য স্নানেতু সপ্ত কুলোদ্ধরণং ফলং "অমায়াঞ্চ নদীস্নানাৎ" ইতি পূর্ব্বোক্তঃ। সঙ্কল্পবাক্যস্তু সাধারণ সঙ্কল্পবৎ। (তৎ সঙ্কল্পঃ—পৃঃ ৫৭) গঙ্গাস্নানেতু সাধারণদিন গঙ্গাস্নানাপেক্ষয়া শতগুণ ফলং। এবং ত্র্যহস্পর্শে সহস্র গুণং ফলং॥ তত্র সঙ্কল্প বাক্যে দিন-ক্ষয়ে" ইতি উল্লেখ্যং।—

গোসহস্রী।

অমাবস্যাং ভবেদ্বারো যদি ভূমিসুতস্যচ।
গোসহস্র ফলং দদ্যাৎ স্নানমাত্রেণ জাহ্নবী ॥

ইতি ব্যাসবচনাৎ ভৌমবার যুতায়াং অমাবস্যায়াং গঙ্গাস্নানাৎ গোসহস্রদানজফলং।

তত্র সঙ্কল্পঃ।

অদ্যেত্যাদি ভৌমবারাধিকরণক—অমাবস্যায়াস্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা গোসহস্রদান-জন্য-ফল-সম-ফল প্রাপ্তি কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

অন্যচ্চ—

সিনী বালী কুহুর্ব্বাপি যদি সোমদিনেভবেৎ।
গোসহস্র ফলং দদ্যাৎ স্নানং যন্মৌনিনা কৃতম্ ॥

সিনী বালী চতুর্দ্দশী। তৎযুক্তা এষা ব্যস্তাপি প্রশস্তা এবং অন্যত্রাপি বারবিশিষ্টবিধৌ ন যুগ্মাদরঃ। নিরব কাশত্বেন সংশয়াযোগাৎ।—মৌনস্তু তরুণোদয়াবধিঃ।

পূর্ণিমা স্নানং।

পৌর্ণমাসী, চতুর্দ্দশীযুতা গ্রাহ্যা। পূর্ণিমামাবস্যয়োঃ পক্ষান্তত্বেন স্রোতোজলমাত্রে স্নানে যমপুর গমনাভাবঃ ফলং। "পক্ষান্তে স্রোতসি স্নায়াৎ তেন নায়াতি মৎ-পুরং" ইতি যমবচনাৎ। মাসর্ক্ষযুক্তায়াং (বিশাখয়া জ্যেষ্ঠয়া বা) পৌর্ণমাস্যাং স্নান-দানয়োর্দ্দশগুণফলং।

মাস-ঋক্ষ-চন্দ্র-বৃহস্পতি যোগাৎ মহাপূর্ণিমা। তত্র স্নানোপবাসাভ্যাং অনন্ত ফলং। মাস সংজ্ঞে যদাঋক্ষে ইতি বচনাৎ। এবং আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মাঘী বৈশাখীষু পূর্ণিমাস্বক্ষয়ফলকামেন স্নানদানাদিকং কার্য্যম্।

সঙ্কল্পাস্তু

সাধারণ স্নান সঙ্কল্পবৎ; কিন্তু, তত্তন্নিমিত্তং ফলঞ্চ উহেন উল্লেখ্যম্ ইতি বিশেষঃ।

গোবিন্দ দ্বাদশী স্নানং।

পুষ্য-নক্ষত্র যুক্তা চেৎ ফাল্গুন শুক্লদ্বাদশী, তদা গোবিন্দ দ্বাদশী; সা মহাপাতক নাশিনী ভবতি। তস্যাং গঙ্গা স্নানে, মহাপাতকক্ষয়ঃ ফলম্;—"ফাল্গুন শুক্ল পক্ষস্য পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি তি"বচনাৎ।

তত্র সঙ্কল্পঃ—

অদ্য ফাল্গুনে মাসি শুক্লে পক্ষে পুষ্য-নক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশ্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা মহাপাতকক্ষয়-কামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

পদ্মপুরাণীয় স্নান মন্ত্রঃ পাঠ্যঃ।—

ওঁ মহাপাতকসংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দ-দ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি ॥'

বারুণ্যাদি স্নানং।

"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণাত্রয়োদশী" ইত্যাদি বচনেন কেবল ত্রয়োদশীতু শনিবারাদি যোগেন পুণ্যজনিকা।

* গৃহস্থিত গঙ্গাজলে স্নান করিলেও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তথাচ "স্নানাশ্বমেধজং পুণ্যং গৃহে হপ্যাহৃত তজ্জলৈঃ।" ইতি ব্রহ্মপুরাণীয়াৎ ॥

যথা গৌণ চৈত্র কৃষ্ণাত্রয়োদশী কেবল বারুণনক্ষত্র (শতভিষা) যুতা চেৎ (বারুণী) অত্র গঙ্গাস্নানে সূর্য্যগ্রহণজং ফলং। শনিবার শতভিষা যুতাচেৎ "মহাবারুণী" তস্যাং গঙ্গাস্নানে কোটিসূর্য্যগ্রহণজং ফলং। বারুণনক্ষত্র শনিবার শুভযোগযুতা চেৎ 'মহা-মহা বারুণী" তত্র গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণং ফলং। ফলন্তু গঙ্গায়ামেব, অন্যত্রাশ্রবণাদিতি। আস্থ-স্নানে গৌণ-চান্দ্রেণ মাসোল্লেখঃ।—তত্রৈব "সংজ্ঞাবিধেঃ সার্থকত্বায নিমিত্তত্বেন মহাবারুণী মহা-মহা বারুণ্যৌ ইতি উল্লেখনীয়ৌ ॥"

তত্র সঙ্কল্পঃ।

গৌণেন, অদ্য চৈত্রেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে বারুণ-নক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ * (বারুণ্যাং) অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বহুশত সূর্য্যগ্রহণ-কালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফল-সম-ফল প্রাপ্তিকামঃ—অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

মহাবারুণ্যান্তু,

অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহু কোটি সূর্য্যগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তিকামঃ ইত্যাদি।

---

* (প্রাচীনমতে বারুণ্যাং উল্লেখ কর্ত্তব্য।)

মহামহা-বারুণ্যান্তু,—

অদ্যেত্যাদি,—মহামহা-বারুণ্যাং' অমুক গোত্রঃ শ্রী-অমুক দেবশর্ম্মা ত্রিকোটি কুলোদ্ধরণকামঃ অস্যাং গঙ্গায়ামিত্যাদি।

ব্রহ্ম-পুত্র স্নানং।

কেবল চৈত্র শুক্লাষ্টম্যাং ব্রহ্মপুত্র নদ স্নানে; ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্তিঃ ফলং।—

সঙ্কল্পঃ—

অদ্য চৈত্রেমাসি (সৌর চৈত্রে, "মীনরাশিস্থে ভাস্করে") শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্বপাপক্ষয়-পূর্ব্বক-ব্রহ্ম-পদ-প্রাপ্তি-কামঃ,—অস্মিন্ লৌহিত্যব্রহ্মপুত্রনদজলে স্নানমহং করিষ্যে।—

বুধাষ্টমী যোগে,—স্নান সঙ্কল্পস্তু, পৃং ৩৩

চৈত্র অষ্টমী।

চৈত্র শুক্লাষ্টম্যাং স্রোতোজলমাত্রে স্নানে বাজপেয় যজ্ঞ-জন্য-ফল-সম-ফলং।—

তত্র সঙ্কল্পঃ—

অদ্যেত্যাদি বাজপেয়যজ্ঞ-জন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তি-কামঃ—অস্মিন্ স্রোতোজলে স্নানমহং করিষ্যে।—

(ব্রহ্মপুত্রের স্নান মন্ত্র ও দর্শন প্রণামের মন্ত্র স্নান-প্রয়োগে দ্রষ্টব্য।) পৃং ৩৬ ও ৩৭।

অশোকাষ্টমী।

অথেদানীং প্রসঙ্গাৎ অশোকাষ্টমী বিধির্লিখ্যতে। চৈত্র শুক্লাষ্টম্যাং পুনর্ব্বসু যোগে অশোককলিকা পানমাহ—

লিঙ্গ-পুরাণম্।

অশোক কলিকাশ্চাষ্টৌ যেপিবন্তি পুনর্ব্বসৌ।
চৈত্রেমাসি সিতাষ্টম্যাং ন তে শোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥

অন্যচ্চ—

অশোকৈরর্চ্চয়েৎ দুর্গাং অশোককলিকাং পিবেৎ।
ন শোকমাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ সপ্ত-জন্মসু মানবঃ ॥

ইতিকৃত্যতত্ত্বার্ণবধৃত বচনং।

অশোকপানন্তু-সার্দ্ধপ্রহরদ্বয়ব্যাপিন্যামষ্টম্যাং। ইতি-স্মার্ত্তঃ।

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীকে অশোকাষ্টমী কহে। তাহাতে আটটী অশোক কলিকা জলের সহিত পান করিলে শোক পাইতে হয় না।

অশোক কলিকাপান সার্দ্ধদ্বিপ্রহর (আড়াইপ্রহর) ব্যাপিনী অষ্টমী তিথিতে। উভয় দিন লাভে পরদিনে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ফলাতিশয়ার্থ, সুতরাং নক্ষত্র অপ্রাপ্তেও পান বিধেয়। "মীনে মধৌ শুক্ল-পক্ষে" এই বচনে মীনপদ সৌরমাস লাভার্থ, সৌর চৈত্রে হইলেই সমধিক ফলদায়ক। * চান্দ্র মাসেও হইয়া থাকে।

---

* অত্র মীনস্থ রবি প্রারব্ধ শুক্লপ্রতিপদাদি দর্শান্তশ্চৈত্রঃ গ্রাহ্যঃ। —

পান সঙ্কল্পঃ—

অদ্য চৈত্রেমাসি মীনরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শোক রহিতত্ব কামঃ অষ্টাবশোক কালকাঃ অহং পিবামি।

শূদ্রাদিপক্ষে বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুক দাসঃ। স্ত্রীপক্ষে গোত্রা, দেবী, দাসী, কামা ইত্যাদি যথাস্থানে উল্লেখ করিবে।

পান মন্ত্রঃ—

ত্বামশোক ! হরাভীষ্ট ! মধুমাস সমুদ্ভব !
পিবামি শোক-সন্তপ্তো মামশোকং সদাকুরু ॥

এই মন্ত্রে, জলের সহিত আটটা অশোক-কলিকা পূর্ব্বমুখে পান করিবে। স্ত্রী, শূদ্র, অনুপনীত দ্বিজবালক, পৌরাণিক বিধায় এই মন্ত্র পাঠ করিতে পারেন।

উপসংহারঃ।

আলোচ্য শাস্ত্রাণি যথাববোধং
ময়োক্তমত্রার্ভকবৎ যদেব।
সংশোধিতং তদ্বুধদৃষ্টিপাতাৎ
ভূয়াস্মদাগঃ ক্ষমতাঞ্চ শম্ভুঃ ॥

———•———

সমাপ্তিঃ।

শ্রীপ্রয়াগ-মাহাত্ম্য।

(বঙ্গানুবাদ।)

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীমৎস্যপুরাণান্তর্গত মূল প্রয়াগমাহাত্ম্য বঙ্গানুবাদ করত,
পরিশিষ্টাধ্যায়ে এলাহাবাদের ইতিহাস ও নানাবিধ
জ্ঞাতব্য-বিষয়ের সন্নিবেশ সহ,

শ্রীরাসমোহন সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
১৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, নগেন্দ্র ষ্টিম্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

THIS BOOK

(PRAYAG-MAHATMYA)

IS DEDICATED

TO

CECIL MOORE Esq., M.A., I. C. S

(Joint Magistrate, ALLAHABAD.)

For His taking keen interest in removing the grievances of Hindu Pilgrims

AT

PRAYAG.

1910.

উৎসর্গপত্র।

—*—

শ্রীলশ্রীযুক্ত সি, মুর, এম্,এ, আই, সি, এস্,

(এলাহাবাদের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্।)

মহোদয়,

মহাশয় !

এলাহাবাদবাসী প্রজাগণ, প্রবল কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইলে, আপনার নিকট সুবিচার পায়, এই জন্য তাহারা আপনাকে "গরিবের মা-বাপ" বলিয়া থাকে। বিদেশাগত তীর্থযাত্রীগণের প্রতি অযথাচরণ ও তাঁহাদিগের ক্লেশ-নিবারণের জন্যও আপনি বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত, আমিও তীর্থযাত্রীগণের ক্লেশনিবারণের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার বিশেষ সহায়তা ও উৎসাহ পাইয়াছি। এই সকল সদাশয়তা আপনার স্বভাবসিদ্ধ ও কর্ম্মাবদ্ধ হইলেও তাহারই কৃতজ্ঞতা চিহ্নস্বরূপ, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ (শ্রীপ্রয়াগ-মাহাত্ম্য) আপনার করকমলে উৎসর্গ করিলাম।

ইতি—

এলাহাবাদ।
১৫ই জানুয়ারি
১৯১০।

আপনার গুণদর্শী—

শ্রীরাসমোহন সরকার।

মুখবন্ধ।

—*—

মূল সংস্কৃত শ্রীমৎস্য পুরাণান্তর্গত "শ্রী প্রয়াগ মাহাত্ম্য" নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের, বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহার পরিশিষ্টা- ধ্যায়ে এলাহাবাদের ইতিহাস সহ বহুবিধ প্রাচীন ও আধুনিক দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের বিবরণ, ও প্রয়াগস্থ প্রাচীন ও আধুনিক তীর্থায়তন সমূহের অবস্থান এবং বিশেষ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হওয়াতে. তীর্থযাত্রী বা দর্শকগণ, অপরের বিনাসাহায্যে দুষ্টগণের চাতুরি উল্লঙ্ঘন করত, এলাহাবাদের দ্রষ্টব্য স্থানাদি ও প্রয়াগের যাবতীয় তীর্থায়তন দর্শন করিতে পারিবেন। ঐ অধ্যায়ের মধ্যে, প্রয়াগে তীর্থযাত্রীগণের বিচরণ ও তীর্থক্রিয়া সমাপন বিষয়ক নানা কথার উল্লেখ থাকাতে, তাঁহাদিগের তীর্থ-ভ্রমণ সুবিধা জনক হইবে। পাণ্ডাগণ, তীর্থ-যাত্রীগণকে, মস্তকমুণ্ডন ও বেণীঘাটে স্নান করাইয়া, দান-দক্ষিণাদি লইয়া, বিদায় করেন; কোন যাত্রী স্থানীয় আয়তনাদি দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কেবল মাত্র শ্রীবেণীমাধব ও অক্ষয়বট দর্শন করাইয়া থাকেন। এইরূপে প্রয়াগস্থ তীর্থায়তনগুলি ক্রমশঃ অজ্ঞাত ও অচিহ্নিত হইয়া পড়িতেছে। এমন কি পাণ্ডাগণও, মোটামুটি কয়েকটী স্থান ব্যতীত, অপরাপর গুলির সন্ধান ত দূরের কথা, নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন। প্রয়াগ মণ্ডলের বিস্তৃতি পঞ্চযোজন; কিন্তু অধুনা উহা বেণীসঙ্গমের নিকটেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে। প্রয়াগের তীর্থগুলি ক্রমশঃ অজ্ঞাত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে, ৺মথুরানাথ ব্রহ্মচারী নামক এক মহাপুরুষ, গঙ্গা

ও যমুনার তীরবর্ত্তী তীর্থগুলিতে প্রস্তর ফলক স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেগুলিও ক্রমশঃ নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িতেছে। প্রয়াগ-মাহাত্ম্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মা শাল্মলী বৃক্ষ রূপে, বিষ্ণু বেণীমাধব রূপে, ও মহেশ্বর অক্ষয়বট রূপে, সর্ব্বদা অবস্থান করত, প্রয়াগ রক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে, বিষ্ণু বেণীমাধব, ও মহেশ্বর অক্ষয়বট, দেখা যাইতেছে; কিন্তু শাল্মলী-বৃক্ষরূপী ব্রহ্মা কোথায়? কালক্রমে বৃক্ষ না থাকিলেও, স্থানটীতে চিহ্ণ না থাকা, হিন্দু-সাধারণের, বিশেষতঃ পাণ্ডাগণের কলঙ্কের কথা নয় কি? তীর্থায়তনগুলি ত অজ্ঞাত হইতেছেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্নান, দর্শন, দান ও সঙ্কল্পাদির মন্ত্র ও ক্রিয়াগুলি পর্য্যন্তও লোপ হইতেছে। এখানকার তীর্থ-গুরুগণ (পাণ্ডা) মধ্যে, অতি অল্প সংখ্যক লোকেই এসকল বিষয়ের আলোচনা করিতে সমর্থ। অধিকাংশই কোনমতে দুএকটী অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করত "শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া দান-গ্রহণাদি করিয়া থাকেন। আমি, এই সকল অভাব দূর করিবার মানসে, মূল প্রয়াগ মাহাত্ম্যের অনুবাদ ব্যতীতও, বহু পরিশ্রম করত, নানা গ্রন্থের সাহায্যে ও স্থানীয় পরিদর্শনাদি দ্বারা, প্রয়াগস্থ অনেক তীর্থায়তনের অবস্থান ও বিবরণ, এবং আবশ্যকীয় মন্ত্রাদি সংগৃহীত করিয়া, পরিশিষ্টাধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সাহায্যে, একজন মাত্র দর্শক বা তীর্থযাত্রী, নিরাপদে প্রয়াগের তীর্থ পরিদর্শন ও ক্রিয়াসম্পন্ন করিতে পারিলেও, আমি শ্রম সফল বোধ করিব।

এই পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ, মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বাদে, "তীর্থযাত্রী সংরক্ষিণী" সমিতির কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। ইতি—

প্রয়াগ।
১লা মাঘ, ১৩১৬।

শ্রীরাসমোহন সরকার।

শ্রীপ্রয়াগ-মাহাত্ম্য।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

শ্রীসূত উবাচ। মহর্ষি সূত বলিতেছেন, পুরাকালে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি পাণ্ডু-পুত্রগণের নিকট প্রয়াগ-মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন অতঃপর আমি তদ্রূপ বর্ণন করিতেছি:—পৃথাসুতগণ ভারতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করত কুন্তি-পুত্র যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে সন্তপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"রাজা সুযোধন একাদশ চমূপতি ছিলেন; তাঁহারা সকলেই আমাদিগের দ্বারা বহু প্রকারে নিগৃহীত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাসুদেবকে আশ্রয় করত কেবলমাত্র আমরা পঞ্চপাণ্ডব অবশিষ্ট রহিয়াছি। মহামনা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, পুত্র-ভ্রাতৃ-সমাবৃত রাজা সুযোধন ও শূরমান্য সকল রাজগণকে কি জন্য নিহত করিলাম? আমাদিগের আর জীবিত থাকিয়া ফল কি? এ কেবল কষ্ট মাত্র। আমাদিগকে ধিক!" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা দুঃখিত, নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ ও অবাক হইয়া রহিলেন। পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এক্ষণে কোন্ তীর্থ, কোন্ যোগ, কি নিয়ম ও কোন্ বিধি অবলম্বন করিলে এ মহাপাতক হইতে মুক্ত হইব? যাহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া এই পাপ

করিয়াছি, সেই কৃষ্ণকে এ কথা কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব? আর যাঁহার শত পুত্র আমাকর্তৃক নিহত হইয়াছে সেই ধৃতরাষ্ট্র-কেই বা কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব?" এইরূপ দুঃখিতান্তঃ-করণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকসন্তপ্ত সমস্ত পাণ্ডবগণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবাশ্রিত মহামনাগণ ও কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই ইতঃস্তত ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বারাণসীতে থাকিয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয় জানিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত ও অস্থির চিত্ত হইয়া রোদন করিতেছেন। তখন মহাতপা মার্কণ্ডেয় সত্বর হস্তিনাপুর রাজ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল রাজসমীপে গমন করত "মার্কণ্ডেয় মুনি দ্বারে অবস্থান করিতেছেন" বলিয়া সংবাদ দিলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ত্বরিতপদে দ্বারে উপস্থিত হইয়া, "হে মহাভাগ, আপনার শুভাগমন হউক, হে মহামুনে, আজ আমার জন্ম সফল হইল, আমার কুল উদ্ধার হইল, আপনার তুষ্টিতে আমার পিতৃগণ তুষ্ট হইলেন, আজ আপনার দর্শনে আমি সমস্ত জ্ঞাতিগণসহ পবিত্র হইলাম" ইত্যাদি বলিয়া মুনিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

শ্রীনন্দিকেশ্বর উবাচ। অতঃপর মহাত্মা যুধিষ্ঠির উক্ত মহা-মুনিকে সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইয়া পদধৌত ও অর্চ্চনাদি করত পূজা করিলেন। মুনি সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বলিলেন, "হে রাজন, আপনি কি জন্য রোদন করিতেছেন? কি জন্য এরূপ বিকল-চিত্ত হইয়াছেন? আপনার কি বাধা বা কি অপ্রিয় কার্য্য হইয়াছে, আমাকে বলুন।"

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী চিরজীবী, বহুজ্ঞানী ও সর্ব্বধর্ম্মদর্শী মহামুনি! রাজ্যের জন্যই আমাদিগের এই সমস্ত অনর্থ হইয়াছে, সেই চিন্তাতেই আমার চিত্তে দুঃখ ও বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহাভাগ রাজন, ক্ষত্রধর্ম্মের ব্যবস্থা শ্রবণ করুন; যুদ্ধে বা যুদ্ধ করত শত্রুবধে রাজগণের কোন পাপ দৃষ্ট হয় না। হে রাজন, আপনার পূজনীয় পিতৃ-পিতামহগণের যেরূপ ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় ছিল, আপনি ও সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রজা-পালনে তৎপর হউন। অগ্রে দুষ্টগণ কর্ত্তৃক কুট-পাশা দ্বারা ভার্য্যা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সহ অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, দ্বাদশ বর্ষকাল স্বজনসহ বনে বনে ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনিও এক্ষণে তদ্রূপ ধর্ম্মই পালন করুন। স্বধর্ম্ম-নিরতা, বরারোহা, রাজপুত্রী দ্রৌপদী আপনাদিগের আশ্রিতা হইয়াই ঐ সকল ক্লেশভোগ করিয়াছেন; নতুবা পাতিব্রতা-ধর্ম্মযুক্তা কৃষ্ণার তপস্যাবলে তাঁহার কোপদৃষ্টিতে তখনই কি উহারা ভস্ম হইয়া যাইত না? অথবা, হে পরন্তপ, আপনার কোপ দৃষ্টিতেই দগ্ধ হইয়া যাইত। অতএব অতীত কার্য্য সমূহ মনে করিয়া এক্ষণে যথাকর্ত্তব্য করুন; পাপের চিন্তা ত্যাগ করুন। শোক করা কর্ত্তব্য নহে।”

শ্রীনন্দিকেশ্বর বলিলেন,—“রাজা এইরূপে আমন্ত্রিত হইয়া, মুনির পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করত মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন, “হে মহাপ্রাজ্ঞ, যাহাতে আমি এই মহাপাতক হইতে মুক্তি পাই তদ্রূপ বলুন। আমার মনের পাপ দূর হইতেছে না; যাহাতে

আমা হয় উদ্ধার করুন। আপনার বাক্যরূপ জাহ্নবীজলে স্নান করত আমার মনের পাপ দূর হইবে; অতএব আমি কিরূপে শুদ্ধ হইব তাহাই বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ভারত রাজন, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জ্ঞান, যোগ ও ব্রত ব্যতিরেকেও মনের অত্যন্ত অশুদ্ধতা কিরূপে দূর হয়, এবং এই মায়াশ্রিত সংসারে থাকিয়া কিরূপে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, এবং অহং জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষার্থাভিমানী মানব কিরূপে অকিঞ্চিৎকর বিষয়-জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া হরিপরায়ণ হইতে পারে তাহাই বলিতেছি। হে রাজন, আপনি বিনীতাত্মা হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণের শরণাগত ও সর্ব্বাত্মাতে আপনার সমদৃষ্টি; কৃষ্ণ আপনার পরম বন্ধু; তিনি আপনার সখা, সুহৃৎ ও গুরু। সেই অমেয়াত্মা জগৎগুরু সর্ব্বপ্রকারেই আপনার হিতে রত। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আপনার সাহায্য করিয়াছেন, আপনার আবার মোহ কি? তথাপি ভগবতী মায়া যোগীগণকেও মোহিত করেন, যদ্দ্বারা সম্মোহিত হইয়া জীব ত্রিগুণাত্মক আত্মাকে ভুলিয়া যায়। হে রাজন, আপনিও মানব, সুতরাং জ্ঞানবান হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব যাবতীয় তত্ত্বদর্শী মুনিগণ কর্ত্তৃক নিশ্চিত হইয়া যে পরম গোপনীয় বিষয় উক্ত হইয়াছে, আমি তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পুরাকালে ব্রহ্মা নারায়ণের মুখে শ্রবণ করিয়া আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন আমি আপনাকে তাহাই বলিতেছি। যোগ ও তপস্যা ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র তীর্থ-সেবন দ্বারা সর্ব্বমোহ দূর হয়। অজ্ঞান কর্ত্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইলেও তাহার পাপফল অত্যধিক

হইয়া থাকে ; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তীর্থ সেবাচরণ কর্ত্তব্য। যে নর পুনঃ পুনঃ তীর্থ স্নান করে, সে এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ-লোকে গমন করত অক্ষয় ফল ভোগ করে ; এবং যে নিষ্কামী বিষ্ণু ভক্ত, সে বিষ্ণুলোকে গমন করে। সেই সমস্ত তীর্থ মধ্যে সর্ব্ব-বেদে যে তীর্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিশ্চিত করিয়াছে, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব বহুকাল বিচার করত যাহাকে তীর্থরাজ নির্ণয় করিয়াছেন, ও মুনিগণের নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত হইয়া সুগোপিত রহিয়াছে, সেই তীর্থরাজাভিগমন করিলে সকল অজ্ঞান নিবারিত হইবে। মানব তীর্থরাজাভিগমন দ্বারা অনন্ত পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় অনন্ত লোকে গমন করে। তীর্থ-রাজের নাম শুনিলেও শ্রুতিমূল পবিত্র হয় ও গমনকালে পদে পদে অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব হে মহারাজ ভারত, আপনি সেই প্রয়াগ-তীর্থে গমন করুন। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম দর্শন, স্পর্শন, তথায় স্নান বা সেবন কিংবা স্মরণ করিলেও জীব নিষ্পাপ হয়, এবং শত জন্মোদ্ভূত মোহ সত্ত্ব দূর হয় ; অতএব তথায় গমন করিলেই আপনার মোহ দূর ও অজ্ঞানজ তম বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই !

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগমহাত্ম্যে প্রথমাধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, পুরাকালে দেব-দেব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত প্রয়াগ-মাহাত্ম্য যে প্রকারে ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছে, আমি

তদ্রূপ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব মহাত্মন্, তথায় গমন বিধি ও ফল সমস্তই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক। কি প্রকারে স্নান করিতে হয়, কি দান কর্ত্তব্য, আর নিয়মই বা কি, তথায় বাস করিলেই বা কি হয়, আর মরণেই বা কি ফল, স্নান এবং দানেই বা কি ফল হয়, সে সমস্ত বিষয়, আপনি বিধি ও বিষ্ণুর নিকট যেরূপ শুনিয়াছেন তদ্রূপ সুবিস্তৃতরূপে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, প্রতিষ্ঠানপুর হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত যে স্থান, শ্রীবাসুকীকুণ্ড, কম্বলাশ্বতর ও বহুমূলকনাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেই স্থানই প্রজাপতিক্ষেত্র নামে ত্রিলোক প্রসিদ্ধ। সেই স্থানে স্নান করিলে লোক স্বর্গে যায় এবং তথায় মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয় না। হে নৃপ! সেই সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ, তীর্থরাজ প্রয়াগে ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া উহা রক্ষা করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! সেইস্থানে যত তীর্থ আছে তাহা কে বলিতে পারে? শতবর্ষেও তাহা বলিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। অতএব প্রয়াগের মহিমা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি:—তথায় ষষ্টীসহস্র দেবগণ মিলিত হইয়া জাহ্নবীকে, ও সপ্তাবাহন সবিতা যমুনাকে, সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, এবং স্বয়ং প্রজাপতি বিশেষ প্রকারে সেই প্রয়াগকে রক্ষা করিতেছেন। দেবগণ পরিবৃত হইয়া স্বয়ং শ্রীহরি মণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। আর শূলপাণি মহেশ্বর শিব বটবৃক্ষ রক্ষা করিতেছেন। এই সর্ব্বপাপহর মঙ্গলময় স্থান দেবগণ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। অধর্ম্মাবৃত লোক সেই স্থানে গমন করিতে পারে না। হে নরাধিপ! অল্প পাপ প্রয়াগ স্মরণমাত্রেই ক্ষয় হয়। আর ঐ তীর্থ

দর্শনে বা কীর্ত্তনে কিম্বা উহার মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেও লোক সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! প্রয়াগে পঞ্চকুণ্ড মধ্যস্থিত জাহ্নবীকে দর্শন মাত্রই পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও গঙ্গাকে স্মরণ করে, সে অতি দুষ্কৃত হইলেও পরম পদ প্রাপ্ত হয়; কীর্ত্তনে পাপমুক্ত ও দর্শনে মঙ্গল হয়, অবগাহন ও পান করিলে সপ্তকুলঃপবিত্র হয়; এবং স্বয়ং সত্যবাদী জিত-ক্রোধ, অহিংস্র, দ্বেষশূন্য, তত্ত্বজ্ঞ ও গোব্রাহ্মণ হিতরত হয়। পাপ কর্ম্মারত ব্যক্তিও গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে প্রবেশ মাত্রই নিষ্পাপ হইয়া সকল কাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব-দেব সংরক্ষিত প্রয়াগে মাসাবধি কাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করত গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে স্নান ও পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ কর্ত্তব্য। বিদ্বানগণ তথায় নিয়তেন্দ্রিয়, পূতাত্মা ও নিত্যকর্ম্ম-রত হইয়া তত্রত্য দেবতা ও আপন ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তথায় যে নিত্য ব্রাহ্মণকে পূজা, ও ক্রোধবর্জ্জিত ও দয়ালু হইয়া দরিদ্রগণকে তৃপ্ত করে, সে যাবতীয় কাম্য ও ইপ্সিত বস্তু লাভ করে। যে প্রয়াগে তপনসুতা দেবী যমুনা নিম্নগামিনী হইয়া সমাগতা, এবং সাক্ষাৎ দেব মহেশ্বর যেখানে উপস্থিত, হে যুধিষ্ঠির, মানব তথায় বিশেষ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাজন! দেব-দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণ সকলেই সেই স্থান স্পর্শ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; দুষ্কৃতকর্ম্মা, দুর্ভাগ্য নরও এই ক্ষেত্র দর্শনমাত্রেই সুখী হয়; সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলেও সে সুখ পাওয়া যায় না। হে নৃপ! ভূত, প্রেত, পিশাচগণও বেণীজল-বিন্দু স্পর্শ মাত্র দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয় এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্বর্গ লোকে গমন করে। স্বর্গস্থ দেবগণও দুর্লভ মনুষ্য জন্মগ্রহণ করত তীর্থরাজ প্রয়াগে বাস করিতে

অভিলাষ করেন। তথায় স্নান করত আপন বংশধর গণের তর্পণ করিলে তাঁহারা নানা যোনিগত হইলেও তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হন। প্রয়াগে যাহার নামে তর্পণ করিবে, সেই দেবলোক প্রাপ্ত হইবে। যে পাপী নর তীর্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেও বিমুক্ত হয়। নানা দুঃখ সমন্বিত দুষ্কৃত ব্যক্তির গাত্রে যদি বায়ু দ্বারা চালিত হইয়াও প্রয়াগের রজঃ পতিত হয়, সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসুখ ভোগী হয়।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগমহাত্ম্যে দ্বিতীয়অধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন! পুনরায় প্রয়াগ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে নর সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দীন দুঃখী জনের পক্ষে প্রয়াগে নিবাস ব্যতীত অন্য বক্তব্য নাই। মুনিও পণ্ডিতগণ বলেন যে, ব্যাধিগ্রস্ত, দীন বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রাণত্যাগ করিলে দীপ্ত কাঞ্চনাভ বিমানে স্বর্গলোকে গমন করেএবং তথায় গন্ধর্ব্বাপ্সরাগণ মধ্যে চিরানন্দ উপভোগ ও অভিলষিত কাম্য বস্তু লাভ করে। প্রয়াগে প্রাণপরিত্যাগ করিলে নর সর্ব্বরত্নময়, নানা-রত্ন-সমাকুল স্বর্গে বরাঙ্গনাগণ-সমাকীর্ণ হইয়া আনন্দ উপভোগ করে; এবং গীতবাদ্যাদিদ্বারা তাহার শয্যাগমন ও নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। যতদিন সে পুনর্জন্ম ইচ্ছা না করে, ততদিন স্বর্গভোগ

করত পরিশেষে স্বর্গভোগান্তে পাপকর্ম্মাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া হিরণ্য রত্ন পরিপূর্ণ প্রসিদ্ধ কুলে জন্মগ্রহণ করে; এবং পূর্ব্ব জন্মের মত পুনর্ব্বার প্রয়াগতীর্থে গমন করত তথায় প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে; সে প্রলয়কালেও চিদাত্মক ভাবে ব্রহ্মে লীন থাকে, পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ধীর, শুদ্ধবুদ্ধি ও স্বকর্ম্মনিরত হইয়া প্রয়াগে বাস করে, সে সর্ব্বকামফলা বৃক্ষযুক্ত হিরণ্ময়ী ভূমি-যেখানে শোক নাই এবং ঋষি, মুনি ও সিদ্ধগণ যথায় বাস করেন, সেই স্থানে গমন করত সহস্র সহস্র সুন্দরী রমণী সহ মন্দাকিনীতটে অবস্থান করত আপন সুকৃত-কর্ম্ম দ্বারা ঋষিগণের সঙ্গলাভ করে। যে মানব প্রয়াগ স্মরণ করে, সেও প্রয়াগে প্রাণত্যাগকারীর ন্যায় আপন সুকৃতিতে ব্রহ্মলোকে গমন করে। তীর্থরাজ প্রয়াগে যে প্রতিগ্রহ করেনা এবং হস্ত পদ ও মন সুসংযত করে, সে তীর্থফল স্বরূপ বিদ্যা, তপ ও কীর্ত্তি উপভোগ করে। প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত ব্যক্তিই সংযত হয়। তপ-তীর্থ-বেদজ্ঞ মহাজনগণ এরূপ নিয়ম বলিয়াছেন যে, প্রয়াগে জীবশূন্য স্থানেও পথ দেখিয়া পাদ-ক্ষেপ করিবে। তথায় নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া গায়ত্রী আদি মন্ত্র জপ, অভক্ষ্য পরিত্যাগ ও একাদশ্যুপবাস করত প্রাতঃ স্নান ও অভুক্তাবস্থায় পুনঃ স্নান করিবে; পাদত্রাণ, ছত্র ও উষ্ণীষ ও তৈলমর্দ্দন পরিত্যাগ করত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। এইরূপ তপ সংযুক্ত ব্যক্তিই তীর্থফলাধিকারী হয়। যে ক্রোধ-রহিত সাধুব্যক্তি প্রতিগ্রহ সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ করেনা, সেই তীর্থফল ভোগ করে। বেদ পারায়ণাদি জপ দ্বারা প্রতিগ্রহ জনিত সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়, অতএব সর্ব্বদা জপ কর্ত্তব্য। আর যে অসমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ করে না, সে সম্যক তীর্থফল ও সম্পূর্ণ

বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হয়। স্বকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে বা দেবার্চ্চনার জন্যও যদি সুবর্ণ মণিমুক্তা বা অন্য কোনরূপ প্রতিগ্রহ করে, তবে যতদিন উহার ফলভোগ করিবে ততদিন তাহার সেই তীর্থ বিফল হয়; অতএব তীর্থে, পুণ্যে ও আয়তনে প্রতিগ্রহ করিবে না। সর্ব্ব নিমিত্তেই দ্বিজ অপ্রমত্ত হইবে। যে ব্যক্তি স্বর্ণশৃঙ্গী রৌপ্যখুর, বেলকণ্ঠা, রত্নপুচ্ছী, তাম্রপৃষ্ঠী, কাংস্যদোহা, সবৎসা পাটলবর্ণা কপিলা ধেনু, সুশীল, তপস্বী, ধর্ম্মাত্মা, বেদবিৎ, শ্রোত্রীয়, কৌটুম্বিক বিপ্রকে বস্ত্র অলঙ্কার ও দক্ষিণাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত, মহার্ঘ বস্ত্র ও বিবিধ রত্ন সহ ভক্তি পূর্ব্বক ত্রিবেণীতে দান করে সে অনন্ত অভীপ্সিত লাভ করে; এবং, হে সত্তম। সে সেই গাভীর গাত্রে যত রোম আছে তত সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে বিচরণ করে। সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, ঐ গাভীও তথায় জন্মে। ঐ ব্যক্তি কদাচ নরক দর্শন করে না; পরন্তু পুণ্যভোগী হয়, এবং স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ও জম্বুদ্বীপাধিপতি হয় ও উত্তরাংশ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় কাল উপভোগ করে; শত সহস্র গাভীর মধ্য হইতে এক (উত্তম) পয়স্বিনী-গাভী দান করিলে দারা, পুত্র, দাস, ভৃত্য ও অনেক গাভীর অধিকারী হয়; অতএব সর্ব্বপ্রকার দান মধ্যে গোদানই বিশেষ দান। সৎপাত্রে প্রদত্ত গাভী বিষম ঘোরপাতক ও দুর্গম সঙ্কটে সর্ব্বদা রক্ষা করে; আর কুপাত্রে দান করিলে দাতা নরকগামী হয়। যে স্থলে সৎপাত্র না পাওয়া যাইবে, তথায় শালগ্রাম সমীপে সঙ্কল্প পূর্ব্বক পাত্র মনে চিন্তা করত জলে জল নিক্ষেপ করিবে; অতঃপর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সেই মনোনীত দ্বিজকে দান করিবে; এরূপ করিলে তাহার সম্পূর্ণ ফল হইবে। এ প্রকার বিধিতে দান

করিলে প্রতিগ্রাহীও দোষভোগী হইবে না; বরং দাতা ও প্রতিগ্রাহী উভয়েই উক্ত গাভীর দ্বারা ঘোর দুস্তর সাগর পার হইবে।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে তৃতীয় অধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:*:—

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, ভগবন্! আমি যতই প্রয়াগের মহিমা শ্রবণ করিতেছি ততই আমার মনের শুদ্ধভাব হইতেছে; অতএব সুধী নর কি বিধিক্রমে তীর্থে—বিশেষতঃ তীর্থরাজ প্রয়াগে, গমন করে তাহা বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, বৎস! ঋষিগণ সকলে বিচার করত যেরূপ তীর্থযাত্রা বিধি-ক্রম উত্তমরূপে নিশ্চিত করিয়াছেন, আমি আপনাকে তদ্রূপই কহিব। হে নৃপসত্তম! প্রস্থানের পূর্ব্বদিবসে ক্ষৌর করত উপবাস করিবে, এবং ঘৃত প্রধান শ্রাদ্ধ করিবে। প্রথম দিবসে দ্রোণ পরিমাণ ঘৃত দ্বারা পারণ করিবে, এবং প্রতিদিন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ভাবে গমন করিবে। গমনকালে পাদত্রাণ, ছত্র, উষ্ণীষ ও যানারোহণ বর্জ্জন করিবে। নিত্য অভুক্তাবস্থায় হরিস্মরণ করিবে। নরকাবহ গবারোহণ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। যে গোযানে গমন করে, তাহার প্রতি গাভীর দারুণ ক্রোধ হয়; সেই ব্যক্তির জল পিতৃলোক গ্রহণ করেন না। ঐশ্বর্য্যাহঙ্কৃত হইয়া যে ব্যক্তি গোযানারোহণে গমন করে তাহার

যাত্রা নিষ্ফল হয়, অতএব উহা পরিত্যাগ করিবে। কারণ ঐ যান তীর্থফল অর্দ্ধেক নষ্ট করে এবং অবশিষ্টাংশ অর্দ্ধার্দ্ধরূপে উপানহদ্বয় নষ্ট করে। যে অশক্ত সেও ভক্তিপূর্ব্বক হরিস্মরণ করত যথাশক্তি চলিবে। তথাপি তীর্থযাত্রা ফলের অন্যথা হইবে না। যাহার দারা-পুত্র সঙ্গে থাকে, সে দারা-পুত্র সহ স্নান করত আপনার ন্যায় তাহাদিগের দ্বারাও ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দান করাইবে। যে যে স্থানে যাইবে, তাহাদিগকেও সঙ্গে লইবে; তাহা হইলে সহযোগীগণ রূপসম্পন্ন ও স্বয়ং গুণবান ও অনেক ভোগসংযুক্ত হইয়া উত্তরে বাস করিবে। গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যথা-বিভব-সম্ভবানুসারে, আর্য্যভাবে যে কন্যা দান করে, সে তৎপ্রভাবে ঘোর নরক দর্শন করে না, এবং অক্ষয়কাল পর্য্যন্ত উত্তর দেশ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ এবং রূপসংযুক্ত ধার্ম্মিক দারা-পুত্র লাভ করে; অতএব বিভবানুসারে দান কর্ত্তব্য। তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করত মুণ্ডন করিবে; অতঃপর দেব-পিতৃতর্পণ করত তীর্থ-দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে। তীর্থে উপবাস করত বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। তৎপর দ্বিজানুজ্ঞা গ্রহণ করত বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে। তৎপর, হে মহাবাহো! সে পোষ্যগণসহ দীন ও অনাথগণকে তৃপ্ত করিলে, সেই পুণ্যপ্রভাবে সূর্য্যজ্যোতিঃ বিমানে চড়িয়া স্বর্গে গমন করিবে ও যতকাল সম্যক বিপ্লব না হয় ততকাল তথায় বাস করিবে ও দেবতাগণের সহিত সরোবরে ক্রীড়া করিবে। বটমূল স্পর্শ করিয়া যে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সকল লোক অতিক্রম করত শিবলোকে গমন করে। যখন রুদ্রাশ্রিত দ্বাদশ সূর্য্য তাপ দ্বারা সমস্ত জগৎ দগ্ধ করে, তখনও

এই বটমূল দগ্ধ হয় না। যখন চন্দ্র, সূর্য্য, পবন সব নষ্ট হইয়া যায়, এবং জগৎ জলময় হয়, তখন পুনঃপুনঃ জায়মান বিষ্ণু সেই বটমূলে শায়িত থাকেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ সকলেই সর্ব্বদা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে তীর্থ সেবন করেন। সকল দেবতা, ঋষিগণ, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, দিকসকল ও দিগীশ্বরগণ সকলেই বেণীজল আশ্রয় করিয়া আছেন। সাধ্যগণ, পিতৃগণ, নাগগণ, সমুদয় তীর্থ ও সিদ্ধগণ এবং সপ্তসাগর ও সণকাদি মহর্ষিগণ সকলেই তথায় আছেন। অঙ্গিরাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ, সুপর্ণা, বিদ্যাধরগণ, চক্রধরগণ, আয়তন সকল, মরুৎগণ সকলেই তথায় অবস্থান করিতেছেন। ভগবান হরি বেণীমাধব নামে তথায় আছেন। স্বয়ং রুদ্র হর, শূলটঙ্কেশ্বর নামে তথায় বাস করিতেছেন। ব্রহ্মা প্রজাপতি তথায় অনেক যজ্ঞ করিয়াছেন। লোকানুগ্রহকারক লোকেশ স্বয়ং তথায় আছেন। হে রাজশার্দ্দুল! গঙ্গা-যমুনা মধ্যস্থিত প্রয়াগ পৃথিবীর জঙ্ঘা বলিয়া ত্রিলোকে কথিত হইয়া থাকে। হে ভারত! ইহাপেক্ষা পুণ্যতম তীর্থ ত্রিলোকে আর নাই। তীর্থরাজের কথা শুনিলে, বা নাম সংকীর্ত্তন করিলে, কিম্বা মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে নর পাপ মুক্ত হয়। সঙ্গমে সংসিতব্রত হইয়া অভিষেক করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে তাত! বেদের বচনে বা লোকের কথায় প্রয়াগে মরণের প্রতি মন হয় না। হে কুরুনন্দন! ষাটি কোটী দশসহস্র তীর্থ সতত সেখানে অবস্থিতি করে। যোগযুক্ত সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মনীষিগণের যে গতি হয়, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে মৃত ব্যক্তিরও তদ্রূপ গতি হয়। যাহাদিগের প্রয়াগে জন্ম হয় নাই, তাহারা স্ত্রী, পুত্র, ধন সংযুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য

ভোগ করিলেও তাহাদের জন্ম বৃথা। যে প্রয়াগে যায় নাই, সে ত্রিলোক হইতে বঞ্চিত। যে প্রয়াগে গমন করিয়াছে সে দরিদ্র হইলেও তাহার জন্ম সফল। প্রয়াগ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, এবং স্বর্গলাভান্তে পুনর্জন্ম গ্রহণ করত প্রয়াগ দর্শন করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়। তথায় মৃত্যু হইলে দেবতাগণেরও দুর্লভ কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়। যমুনার দক্ষিণতটে,—যেখানে কম্বলা শ্বতর নাগ আছেন, তথায় স্নান ও জল পান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। শূলটঙ্কেশ্বর শিবস্থান দর্শন করিলে উদ্ধাধঃ দশ দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বেণীজলে পঞ্চামৃত অভিষেক করিলে সহস্রগুণ পুণ্য লাভ হয়, পুষ্প প্রদান করিলে শত সুবর্ণ প্রদানের ফল হয় ও বিল্বপত্র প্রদানে অনন্তগুণ পুণ্য হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে নৃপোত্তম! গঙ্গার পূর্ব্বভাগে প্রতিষ্ঠান পুরে "সামুদ্রা" নামক ত্রিলোক বিখ্যাত মহাকূপ আছে; তথায় যে নর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করত জিতক্রোধ ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া ত্রিরাত্রি অবস্থান করে, সে অশ্বমেধ-ফল লাভ করে। প্রতি-ষ্ঠানের উত্তরে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বে "হংসপ্রপতন" অবস্থিত; হে ভারত! তথায় স্নান করিলে মন হংসের মত নির্ম্মল হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর স্বর্গে বাস ও বিপুল হংসপাণ্ডুর নামক উর্ব্বশী-পুলিনে অবস্থিতি হয়। আর ঐ স্থানে যাহার মৃত্যু হয়, সে ষাটি সহস্র ও ষাটিশত বর্ষ পিতৃগণ ও সাধুগণের সহিত স্বর্গ সেবন করে; এবং হে নরাধিপ, উর্ব্বশী তাহাকে সর্ব্বদা দেবলোকে দর্শন করে এবং

তথায় ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর সকলেই তাহার পূজা করে। অতঃপর সে স্বর্গ-পরিভ্রষ্ট হইয়াও ক্ষীণ কর্ম্মবিচ্যুত হইয়া বহুসহস্র নারীর মধ্য হইতে উর্ব্বশী সদৃশ শতকন্যা লাভ করে ও দশ সহস্র গ্রামের ভূস্বামী হয়। কাঞ্চী নূপুর ধ্বনিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। এই প্রকার বিপুল সুখ সম্ভোগ করত পুনরায় ঐ তীর্থ লাভ করে। যে ব্যক্তি নিত্য, সংযতেন্দ্রিয় ও একাহভোজী হইয়া শুক্লাম্বর পরিধান করত মাসাবধিকাল ভোগবতীতে অবস্থান করে, সে সুবর্ণালঙ্কৃতা শত রমণী লাভ করে এবং মহাভোগ সমন্বিত, ধন ধান্য সমাযুক্ত, দাতা ও ধার্ম্মিক হইয়া বিপুল সুখভোগ ও পুনরায় ঐ তীর্থ লাভ করে। অনন্তর রম্য বটবৃক্ষতলে যে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবেশন করত সন্ধ্যা বন্দনা করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। কোটী-তীর্থ আশ্রয় করত যে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে কোটী-সহস্র বর্ষ স্বর্গে বিচরণ করে; অতঃপর স্বর্গ পরিভ্রষ্ট হইয়াও সুবর্ণ-মণি-মুক্তাযুক্ত কুলে রূপবান হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর ভোগবতী হইতে উত্তরে বাসুকী; তদন্তর দশাশ্বমেধ নামক তীর্থ; তথায় নর অভিষেক করিলে দশাশ্বমেধ ফল লাভ করে ও ধনাঢ্য, রূপবান, দক্ষ, দাতা ও ধার্ম্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। চতুর্ব্বেদে যে পুণ্য, সত্যবাদিত্বে যে ফল, অহিংসাতে যে ধর্ম্ম, তথায় গমন করিলেই সেই সকল ফলপ্রাপ্ত হয়। গঙ্গার যে কোন স্থানে অবগাহন করিলেই কুরুক্ষেত্রসম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যে স্থানে বিন্ধ্য পর্ব্বতের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তথায় অবগাহন করিলে কুরুক্ষেত্রের দশগুণ, কাশীতে যেখানে উত্তর বাহিনী, অথায় অবগাহনে উহার দশগুণ, সাগর সঙ্গমে তাহার শতগুণ,

যেখানে কালিন্দীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, তথায় তাহার সহস্র গুণ, আর প্রয়াগে যেখানে গঙ্গা পশ্চিম বাহিনী তথায় অবগাহন করিলে অনন্ত গুণ পুণ্য হয়। হে রাজন! ঐ স্থান দর্শনেও পাপক্ষয় হয়। মকরস্থ রবি মহাভাগ্যে লাভ হয়, মাঘ মাসে সূর্য্য মকররাশিস্থ হওয়া বড়ই দুর্ল্লভ। ঐ দিনে প্রয়াগে স্নান, দান, হোম, জপ ও অর্চনাদিতে অক্ষয় অনন্ত পুণ্যলাভ হয়; ইহাতে কোন অন্যথা নাই। দ্রোণ পরিমাণ তিলসহ তিলপাত্র, ঘৃত ও মধু সমভিব্যাহারে যে ব্যক্তি, বেদজ্ঞ, বিদ্বান, শ্রোত্রীয়, সকুটুম্ব বিপ্রকে পূজা করত দক্ষিণাসহ দান করে, সে অনন্ত পুণ্যলাভ করে; সে পুণ্য কল্পক্ষয়েও শেষ হয় না। যেখানে মহাভাগা গঙ্গা বিরাজমানা সেই স্থানকে সিদ্ধক্ষেত্র কহে; সেই স্থানেই সকল তীর্থ উপস্থিত থাকে। গঙ্গা নরগণকে তারিবার জন্য মর্ত্তো, নাগগণকে তারিবার জন্য পাতালে, এবং দেবগণকে তারিবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছেন; সেই জন্যই তাঁহার ত্রিপথগা নাম হইয়াছে। যাহার অস্থি যতদিন গঙ্গায় অবস্থান করে সে তত সহস্রযুগ স্বর্গলোকে বিচরণ করে। গঙ্গা, তীর্থ মধ্যে পরমতীর্থ, নদীর মধ্যে পরমানদী এবং সর্ব্বভূতের, এমন কি, মহাপাতকীর ও মোক্ষদাত্রী। গঙ্গা, অন্য সকল স্থানেই সুলভ, কিন্তু গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে ও সাগর-সঙ্গমে, এই তিন স্থানে বড়ই দুর্লভ। ঐ সকল তীর্থে স্নান করিলে লোক স্বর্গে যায় ও মৃত্যু হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না সকলেই মুক্ত হয়; মহাপাপী হইলে ও মুক্ত হয়। গঙ্গার সমান আর কিছুই নাই—সকল পবিত্র অপেক্ষা পবিত্র, সকল মঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গল। গঙ্গা মহেশ্বরের শির হইতে নির্গতা হইয়া সর্ব্বজীবের পাপহরা হইয়াছেন।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে চতুর্থোধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

—(•)—

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,। হে রাজন! পুনরায় মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। তাহা শুনিয়া আপনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গঙ্গার উত্তর তটে মানস নামে যে তীর্থ আছে তথায় স্নান ও ত্রিরাত্রি বাস করিলে সর্ব্ব প্রকার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। গো, ভূমি ও হিরণ্য দান করিলে যে ফল হয়, মানব ঐ তীর্থ স্মরণ করিলেই সেই ফল পাইয়া থাকে। অকামী বা সকামী, যেই হউক, গঙ্গাতে অবগাহন করিলেই, ব্রহ্মার অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত সে প্রাজাপত্য লাভ করে, এবং ব্রহ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরব্রহ্ম লাভ করে। সকামী ব্যক্তির তথায় মৃত্যু হইলে হংস-সারস-যুক্ত, কিঙ্কিণী-জাল সমন্বিত ব্রহ্মলোকে অবস্থান করত অপ্সরীগণ সমন্বিত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের গীতাদি শ্রবণ করে। অতঃপর, হে রাজন! ঐ ব্যক্তি ভূপতি হইয়া রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয় এবং অবর্ণনীয় সুখভোগ করত পুনরায় প্রয়াগে গমন করে, এবং তথায় মুক্ত-তনু হইয়া পরব্রহ্ম লাভ করে। শত সহস্র গো-দান করিলে যে ফল হয়, প্রয়াগে মাঘ মাসে ত্রি-সন্ধ্যা স্নান করিলে সেই ফল হয়। গঙ্গা-যমুনার মধ্যে করীষাগ্নি সাধন করিলে সে ব্যক্তি অহীনাঙ্গ, অরোগ ও পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত হইয়া, তাহার গাত্রে যত রোম তত সহস্র বৎসর স্বর্গলোক বিচরণ করে। অতঃপর স্বর্গপরিভ্রষ্টঃ হইয়াও জম্বুদ্বীপাধিপতি হয়, এবং বিপুল সুখভোগ করত পুনরায় ঐ তীর্থ লাভ করে, ও তথায় দেহত্যাগ করত

বিষ্ণুলোকে গমন করে। ত্রিলোক-বিখ্যাত সঙ্গমের জলে প্রবেশ করিলেই, রাহুমুক্ত চন্দ্রের স্থায় সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করত চন্দ্রের সহিত আমোদ করে এবং গন্ধর্ব্বাপ্সরা-সেবিত হইয়া ষাটি সহস্র ও ষাটিশত বর্ষ স্বর্গভোগ করে; অতঃপর স্বর্গ-পরিভ্রষ্ট হইয়া অগ্নিহোত্রী হয় এবং বিপুল সুখভোগ করে। যে মানব আপন দেহ কর্ত্তন করত শকুনিগণকে দান করে, সেই বিহঙ্গভুক্ত ব্যক্তির যে ফললাভ হয় তাহা শ্রবণ করুনঃ—সে শত সহস্র বর্ষ চন্দ্রলোকে বিচরণ করে, এবং স্বর্গ-পরিভ্রষ্ট হইয়া গুণবান, রূপসংযুক্ত ও সুপ্রিয়বাক্যবান হইয়া জম্বুদ্বীপাধিপতি হয়, ও বিপুল সুখভোগ করিয়া পুনঃ ঐ তীর্থ লাভ করে। যে ব্যক্তি তথায় অধোশির হইয়া ধূমপানে অবস্থিতি করে, সে শত সহস্র বর্ষ স্বর্গভোগ করে এবং বিপুল সুখভোগ করত পুনঃ সেই তীর্থ-ফল লাভ করে। যমুনার উত্তর কূলে ও প্রয়াগের দক্ষিণে ঋণপ্রমোচন নামে পরম তীর্থ; তথায় এক রাত্রি বাস ও স্নান করিলে সকল ঋণ হইতে মুক্তি হয় এবং সদা অঋণী হইয়া সূর্য্যলোকে অবস্থিতি হয়।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে পঞ্চম অধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—*—

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, আপনি প্রয়াগ সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণন করিলেন, তাহা শ্রবণ করতঃ আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হইল। হে ভগবন্! এক্ষণে তথায় অবিনাশক ফল কি প্রকার, এবং

সর্ব্বপাতকমুক্ত হইয়া কোন্ লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই বর্ণন করুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন্! প্রয়াগের অবিনাশক মহৎ ফল কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করুন! শ্রদ্ধাবান্, ধীমান্, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তীর্থ-রাজ সেবন করিলে দেবলোকে গমন করে; তথায় বহুকাল নানাবিধ সুখভোগ করণান্তর, পূর্ব্ব বাসনাযুক্ত ব্যক্তি পৃথ্বিপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং নানা ধন-রত্ন-যুক্ত সপ্তদ্বীপাধিপতি হয় ও বাসুদেব পরায়ণ হইয়া ঐ তীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করত হরি সন্নিধান প্রাপ্ত হয়, আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এই সুমহৎ অবিনাশক ফল। সুমহৎ তীর্থরাজে গমন করিলে অহীনাঙ্গ ব্যক্তিও অরোগ এবং পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত হয়, এবং গমন কালে পদে পদে অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হয়। সেই ব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী দশ পুরুষ ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষ পর্য্যন্ত কুল উদ্ধার করত সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, সে মহাভাগ্যের কথা। অনেক সুকৃতি দ্বারা যে অশ্বমেধ ফল হয়, তাহা যে অল্প প্রয়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমার এই সংশয়চ্ছেদন করত কৌতূহল নিবারণ করুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন্! সেই সর্ব্বপাপ-প্রনাশন, মহাগুহ্য কথা শ্রবণ করুন। প্রয়াগে এক মাস মাত্র নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া যে ব্যক্তি স্নান করে, সে স্বয়ম্ভূদৃষ্টব্যক্তির মত সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; যে শুচি, প্রযত, অহিংসক, ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, তিল বা হবিষ্যান্নভোজী হইয়া ভূমিতে শয়ন করে এবং হরিতে রত থাকে, সে, যে স্থানে শোক করিতে হয়না, সেই পরম স্থানে গমন

করে। যে ব্যক্তি বিশ্রম্ভ বা ঘাতক, সেও যদি প্রয়াগে অবস্থান করত ত্রি-সন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করে ও ভিক্ষাশী হয়, তাহা হইলে তিন মাসে ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে প্রমুক্ত হয়। অজ্ঞানেও যে ব্যক্তি এই তীর্থ গমন করে, সেও সকল কাম্যবস্তু ও সমৃদ্ধি লাভ করত স্বর্গলোকে গমন করে এবং নিত্য ধনধান্য সমাকুল স্থান লাভ করে। তদ্রূপ, জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও সর্ব্বদা ভোগবান হইয়া পিতৃপিতামহগণকে পর্য্যন্ত নরক হইতে উদ্ধার করে। হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! আপুনি তত্বজ্ঞ এবং ধর্ম্মানুসারী হইয়াও পুনঃপুনঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব পূর্ব্বকালে ঋষিগণের নিকট যে গুহ্য কথা আমি শুনিয়াছি, তাহাই এক্ষণে আপনার প্রীত্যর্থে বলিতেছিঃ—পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ প্রয়াগের মণ্ডল; ঐ ভূভাগমধ্যে প্রবেশমাত্রই পদে পদে অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি তৎপূর্ব্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে অতীত সপ্তপুরুষ ও ভাবী চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করে। অতএব হে রাজেন্দ্র! এ সকল অবগত হইয়া সর্ব্বদা শ্রদ্ধা পূর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির হৃদয় পাপবিদ্ধ হয় এবং সে দেবরক্ষিত পরমস্থান প্রয়াগ প্রাপ্ত হইতে পারেনা।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মহামুনে! যে ব্যক্তি স্নেহবশে দ্রব্যলোভে বা কামনাবশবর্ত্তী হইয়া প্রয়াগে গমন করে তাহার যাত্রা ফলই বা কিরূপ, আর তীর্থ ফলই বা কেমন হয়? আর কার্য্যাকার্য্য-বিজ্ঞাত, সর্ব্ববস্তু-বিক্রেতা ব্যক্তিরই বা প্রয়াগে কি গতি হয় তাহা বর্ণন করুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, যে কোন অনুবন্ধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রয়াগে গমন করিলেই [illegible] হয়। বহু পাপ ও অকর্ম্ম

করিয়াও যে জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রয়াগে প্রবেশ করে, সে তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হয়। ইহার উদাহরণ স্বরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ করুন:—পশ্চিম সমুদ্রের কূলে রত্নপাল নামে এক ধনবান, দ্রব্যোপায় বিশারদ, সৌম্য বণিক ছিল; সেই মহামতি বাণিজ্যযাত্রা দ্বারা ক্রয় বিক্রয় করত নানা দ্বীপ হইতে রত্নাদি সমানয়ন করিত। এই বিচক্ষণ বণিক নানা উপায়ে অনেক ধন সঞ্চয় করিয়াছিল। সুমেরু সমান ধনরত্ন বস্ত্রাদিতে তাহার গৃহ পূর্ণ ছিল। তদ্দৃষ্টে লোকে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ঈর্ষাদগ্ধ হইত। সেই অতি ধর্ম্মাত্মা, সংযতেন্দ্রিয় ও জ্ঞাতিগণের আশ্রয়, মহামতি বণিক মহাদানাদিও করিত। সে সাধুগণের আশ্রয়দাতা, বাগ্মী, যশস্বী ও দাতা ছিল। কিন্তু ঈদৃশাবস্থাতেও পুত্রচিন্তায় অত্যন্ত দুঃখিত থাকিত। বিষয়সুখ তাহার ভালবোধ হইত না। এবং সেই ব্যাকুলতাতে তাহার নিদ্রা হইত না। একদিন তাহার গৃহে এক পরিশ্রান্ত পথিক বিপ্র উপস্থিত হইলেন। বিনীত বণিক বিপ্রের পূজা করত, পদে পতিত হইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে আপন সন্তান কারণ নিবেদন করিল। ঐ দ্বিজসত্তম বৈশ্যের দুঃখ বার্ত্তা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং কৃপা পরবশ হইয়া চিন্তা করত বলিতে লাগিলেন;—"আদান প্রদান দ্বারা ঋণসমাশ্রিত হইয়া সুত জন্মে; কিন্তু তোমার কিছু মাত্র দাতব্য বা গ্রহীতব্য নাই; অতএব, হে বিটপতে! কোন সম্বন্ধে তোমার পুত্র জন্মিবে? মোহপ্রাপ্ত হইয়া কিজন্য চিন্তা-সন্তপ্ত হইতেছ? কেন মায়াযুক্ত হইয়া এই সকল বহু প্রকার কষ্ট অনুভব করিতেছ? কে কাহার পিতা, কে কাহার ভ্রাতা, কে কাহার পুত্র? সকলেই এই অনাদি সংসারে আপন কর্ম্ম দ্বারা

ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। তীব্রা, পরমমোহিনী, ভগবতী মায়া অতিক্রম করিতে,—বিশেষতঃ বলপূর্ব্বক, কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? যাহার প্রসাদে ও সদনুগ্রহে এই সংসার তরা যায়, সেই ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার। অহো, বৈশ্যকুলশ্রেষ্ঠ! আমার পরম বচন শ্রবণ কর! যদি পুত্রফলে ইচ্ছা থাকে, তবে হে ধর্ম্মাত্মান্! প্রয়াগে গমন কর—যাহার প্রসাদে মানব সকল প্রকার কাম্য লাভ করিতে পারে। সম্প্রতি মাঘ মাসে বৃশ্চিকস্থ দিবাকর নিকটে আসিয়াছে, এইমাসে যে প্রয়াগে স্নান করে, তাহার মোক্ষ অতি নিকট; সুতরাং তাহার আর পুনরায় কি কামনা? বিচার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয়। আমিও সম্প্রতি তথায় যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমিও আগমন কর; তাহা হইলে জগদীশপ্রসাদে অবশ্য তোমার পুত্র লাভ হইবে।" উক্ত রত্নপাল এই কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া উদ্ধার করুন। অতঃপর রাজর্ষি বৈশ্যের সঙ্গে বিধিমত অনুযাত্রা করিলেন এবং শুভদিনে শুভলগ্নে প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হে নৃপ! অতঃপর ঐ দীনপালক সদাগর দ্বিজের সহিত দেড় মাস প্রয়াগে অবস্থিত থাকিয়া উত্তম বিধিমত সমস্ত কার্য্য করিলেন; যাত্রা ও স্নানদানাদি দ্বারা পুত্রকাম সুব্রত করিলেন। অতঃপর সেই দ্বিজোত্তম, বণিককে কৃপা করিয়া বিধি পূর্ব্বক পুনরায় মাঘস্নান করাইলেন। বণিক সুসংস্কার করত মাঘস্নান করিয়া দেবাদি পূজন করিলেন, এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করত, দ্বিজের অনুমতি লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। অতঃপর, তীর্থরাজ প্রভাবে তাহার পত্নী শুচিব্রতা হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে গর্ভ-

ধারণ করত আপন পতিকে সন্তুষ্ট করিল। উক্ত গর্ভ শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কালক্রমে তাঁহার এক সুখাবহ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বুদ্ধিমান রত্নপাল দ্বিজগণকে আহ্বান করত সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন, এবং সুব্রত, বেদবিৎ, কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞ, বুদ্ধিমান দ্বিজগণকে আহ্বান করত জাতক কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে হৃষ্টচিত্তে ধন, রত্ন, গাভী প্রভৃতি দান করত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন; বন্দিগণের ঋণ পরিশোধ করত মুক্ত করিলেন; দীন অনাথ ও পঙ্গুগণকে অন্নাদি দ্বারা তুষ্ট করিলেন। এই প্রকারে নামকরণাদি অন্য সমস্ত কার্য্যও আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন। প্রতিদিন পুত্রদর্শন করিয়া তাঁহার স্নেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। নির্ধনের ধনাগমের ন্যায় স্বর্গানন্দাপেক্ষাও আনন্দ হইতে লাগিল। এইরূপ ধনধান্যসংযুক্ত গৃহে আসক্ত হইয়া ধনপতি রত্নপাল নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কতকাল সুখ ভোগের পর রত্নপালের কাল পূর্ণ হইল। তাহার পুত্র দশদানাদি দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। ধার্ম্মিক, বিনয়ী সৎকর্ম্মনিরত, বক্তা, দাতা, গুণপ্রিয়, বান্ধবগণের প্রিয়, সতত প্রিয়ভাষী ও পিতৃভক্ত পুত্র পিতার সন্তোষার্থে দ্বিজগণকে ধনদান করত পিতার কার্য্য সম্পন্ন করিল। অতঃপর অবিমুক্ত প্রয়াগ ও গয়াধামে যাইয়া তথায় যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃকার্য্য সমাধা করিল। তথাকার দেবালয়ে পূজনার্থ ধনদান করিল। পুত্র ও পিতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নানাবিধ রাজসুখ উপভোগ করিতে লাগিল, গায়ক ও বাদকগণ সহ স্বয়ংও গীতবাদ্যাদিতে রত হইল, সখিগণ

ও বণিতাগণসহ:আনন্দ ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্ত হইল, সর্ব্বদা চন্দনাদি. গন্ধ চর্চ্চিত হইয়া বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞ হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে স্বধর্ম্ম-বিমুখ হইয়া অতঃপর বেশ্যা ও পানাসক্ত হইয়া পড়িল ; ক্রমে অল্পবুদ্ধি হইয়া দ্যূতক্রীড়াসক্ত ও সৎসঙ্গ রহিত হইয়া নানাবিধ দুর্ব্যসনযুক্ত হইল। তথায় রূপবতী নামে এক অতি সুন্দরী বেশ্যা বাস করিত ; তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া সকল রত্নদ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিতে লাগিল। এইরূপে পিতার সঞ্চিত ধন ব্যয় করাতে রূপবতীও তাহার প্রতি আসক্তা হইল। পরস্পর দাম্পত্যের ন্যায় প্রেম বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অতঃপর ক্রমশঃ নির্ধন হইয়া পড়াতে শোকপরায়ণ হইল ও দৈন্যাবস্থায় পতিত হইয়া লজ্জাবোধ করিতে লাগিল। রূপবতীও তাহার এরূপ অবস্থা দৃষ্টে চিন্তিতা ও শোকান্বিতা হইল। কিন্তু বণিকপুত্রকে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিয়া বলিল,— "হে কান্ত! চিন্তা পরিত্যাগ কর। আমার যে কিঞ্চিৎ ধন আছে এবং তোমার প্রদত্ত যে ধন আমার গৃহে আছে, সে সমস্তেরই তুমিই অধিকারী ; আমি উহার রক্ষিকা মাত্র, আমি তোমার নিতান্ত অনুগতা দাসী, সুতরাং তুমি ঐ সকল ধন আবশ্যক মত লইয়া ক্রয় বিক্রয়াদি দ্বারা পুনরায় বহু ধনপতি হইতে পারিবে ; কিজন্য দৈন্যতা করিতেছ?" বণিক পুত্র এই সকল কথা শুনিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে অধোমুখ হইয়া বসিয়া রহিল। রূপবতী খাদ্য দ্রব্যাদি ও বস্ত্রাদি অতি সমাদরের সহিত বণিকের গৃহে পাঠাইয়া দিল। ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যের জন্য বহুবিধ ধনও পাঠাইয়া দিল। বণিকপুত্র ও লজ্জা ত্যাগ করত ব্যয়-পরাঙ্মুখ হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যদ্বারা ধন বৃদ্ধি

করিতে লাগিল, এবং রূপবতীর সহ পুনরায় নানা সুখ ভোগ করিতে লাগিল। অতঃপর রূপবতী নিজের ও বসুপালের বয়স হইয়াছে দেখিয়া, তীর্থ যাত্রাভিলাষিণী হইয়া বসুপালকে বলিল,—"আমরা বহুকাল ক্রীড়া করিয়াছি, বহুবিধ পাপও করিয়াছি; এক্ষণে যৌবন বিগত হইয়াছে, সে সমস্ত পাপ হইতে নিস্কৃতি পাইবার উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এখানকার বহু লোক সপ্তপাতক-নাশন তীর্থরাজ প্রয়াগগমনে উদ্যত হইয়াছে, আমরাও যাইব; অতএব উহার উদ্যোগ কর। তোমার যদি শ্রদ্ধা হয় তবে শকট যোজন কর, তথায় বাণিজ্যও হইতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে নৃপ! উহারা এইরূপ নিশ্চিত করিয়া শকটোপরি নানা উপকরণও নানাদ্রব্যাদি লইয়া স্বজনগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে প্রয়াগ যাত্রা করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া মাসাবধি কাল গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে স্নান ও উদ্যাপনাদি করত, ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বহুদানাদি করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। এবং কিয়ৎকাল তথায় বাস করিয়া পুনরায় নিজগৃহে আগমন করিল। অতঃপর কালক্রমে বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করিল। এবং প্রয়াগ স্নানের মাহাত্ম্যে নিষ্পাপ হইয়া দিব্যরত্ন বিভূষিত কাঞ্চননিন্দিত শোভাযুক্ত সুন্দর বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিয়া নানাভোগ সমন্বিত হইয়া গন্ধর্ব্বাপ্সরাগণ সহ রমণীয় দেবোদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিল। অতঃপর পুণ্যভোগান্তে উক্ত বৈশ্য কোশলাধিপতির পুত্র হইয়া ভূমিতলে জন্ম গ্রহণ করত বসুদান নামে বিখ্যাত হইল। রূপবতীও জনকের কুলে বৈদেহীরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। এবং উভয়ের পরস্পর বিবাহ হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গসুখভোগ করিতে লাগিল। রূপবতী

সুলক্ষণযুক্তা, পতিব্রতা-গুণান্বিতা হইয়া স্বামীসহ সুখে বাস করিতে লাগিল। বসুদানও সমুদ্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইয়া রূপবতী সহ নানারূপ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এবং ব্রাহ্মণগণের ধনদাতা, ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী, দেব ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ও দ্বিজগণের শীত নিবারক হইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। রূপবতী তাহার জ্যেষ্টা, শ্রেষ্ঠা ও প্রিয়া স্ত্রী হইয়া দানপুণ্য-রতা ও স্বামীর অনুবর্ত্তিণী হইয়া অতিথিও ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা পূজা এবং দেবার্চ্চনাও গোসেবাতে রত থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। উক্ত প্রমদ্বয়া ক্রমে পাঁচপুত্র ও তিন কন্যা প্রসব করিল। সেই ব্রতকারিণী ও সুশীলা স্ত্রী, দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করত নিত্যপূজার জন্য সাদরে অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম দান করিল। আর উক্ত ধর্ম্মাত্মা রাজাও সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মনোরম সুখভোগ করিতে লাগিল। একদা স্ত্রীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া নর্ম্ম ক্রীড়া করিতে করিতে, উক্ত বুদ্ধিমান রাজা, আপনাকে জরাগ্রস্থ বুঝিতে পারিয়া, লোকরঞ্জক, সর্ব্বজন-প্রিয় ও প্রজানুরাগী পুত্রবর্গকে কার্য্যোপযোগী দৃষ্টে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত পুত্রদিগকে রাজ্য সমর্পণ করিতে মনস্থ করিল। একদিবস উক্ত ধীমান সস্ত্রীক উপবিষ্ট থাকিয়া মহাদ্যুতিযুক্ত মুনিগণকে আগমন করিতে দেখিয়া, সভাসদসহ সহসা গাত্রোত্থান করত সত্বর ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং পূজা ও স্বাগতাভিনন্দন করত আসনোপরি উপবেশন করাইলেন। অতঃপর নানাকথা কহিতে কহিতে মুণিগণ রাজার পূর্ব্ব-জন্মকৃত প্রয়াগাদি তীর্থ যাত্রাদির বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে

রাজাও সন্তুষ্টচিত্তে পুনরায় পূর্ব্বকৃতরূপ তীর্থাদি কার্য্যেতে মনস্থ করিয়া মুনিগণকে বলিতে লাগিলেন "আমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন ও দান, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও সন্তানোৎপাদনাদির দ্বারা পিতৃগণকে তুষ্ট করিয়াছি, সম্যক প্রকারে প্রজাপালনও করিয়াছি, এক্ষণে এই গজাশ্ব-রথযানাদিসংযুক্ত, প্রভূত ধন-ধান্য-সমন্বিত, মহা-পরাক্রান্ত, নিষ্কণ্টক রাজ্য মন্ত্রিগণের সম্মতি অনুসারে, পুত্রগণকে দান করিতে ইচ্ছা করিতেছি; এক্ষণে আপনাদিগের অভিমতি সাপেক্ষ; কারণ রাজা ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে যে কার্য্য করে তাহা সফল হয়।" মুনিগণ বিনয়াবনত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া, বলিলেন "আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা তুমি স্বয়ংই বলিলে। তদ্ব্যতীত প্রয়াগতীর্থযাত্রার কথা তাহাও তুমি মনে চিন্তা করিয়াছ; অতএব পুত্রকে রাজ্য দিয়া তুমি সত্বর প্রয়াগ যাত্রা কর। তোমার তীর্থ যাত্রা মঙ্গলময় হউক। হে ধরাপতে। আমাদিগের যে কার্য্য সাধ্যায়ত্ত আমরা তাহা সাধন করিব" এই কথা বলিয়া মুনিগণ যথাস্থানে গমন করিলেন। অতঃপর নিরহঙ্কৃতাত্মা রাজা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এবং নির্ম্মল, নিস্পৃহ, শান্ত-চিত্তে কৃচ্ছ্র ব্রতাদিযুক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান দ্বারা বিশুদ্ধ কলেবর হইলেন। কালে দেহত্যাগ করিলেন। সমান ব্রতকারিণী, পতি ব্রতপরায়ণা রাজ্ঞীও পতির অনুগমন করিলেন। প্রজাপতি-পতি ব্রহ্মা বিমান পাঠাইয়া তাঁহাকে স্বপদে লইয়া গেলেন, তথায় রাজা নানাভোগ সমন্বিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাণীও দিব্যালঙ্কার বিভূষিতা হইয়া তাঁহার সহচরী হইলেন। হে রাজ সত্তম, প্রয়াগের এই মহাদ্ভুত প্রভাব কথিত আছে। প্রসঙ্গ-

ক্রমেও ঐ স্থানে গমন করিলে নর দুর্লভা গতিপ্রাপ্ত হয়। এই গুহ্য কথা আজ আপনাকে বলিলাম।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

—(*)—

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে তপোধন, আজ আমার জন্ম সফল, আজ আমার কুল তরিয়া গেল; আপনাকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত ও অনুগৃহীত হইলাম। আজ আপনার অনুগ্রহে আমি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইলাম। হে মুনে, আপনাকে দর্শন করত আমার মানস পবিত্র হইল। হে ব্রাহ্মণ! অদ্য আমার চিত্তশুদ্ধ ও বিমল মতি হইল।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই সুব্রত শ্রবণ করিয়া আপনার বিমল বুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে ও আপনি নির্ম্মল হইয়াছেন। এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন জিজ্ঞাসা করুন তাহা বলিতেছি।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, যমুনাস্নান করিলে কিপুণ্য ও কি ফল হয় তাহা সবিস্তার, কৃপাপূর্ব্বক আমায় বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই তপনসুতা দেবী (যমুনা) ত্রিলোকে বিখ্যাতা; হে মহাভাগ, যমুনা নিম্নগামিনী হইয়া আগমন করত যেস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছেন, সেই স্থান স্মরণ বা কীর্ত্তন করিলেও সর্ব্বপাপক্ষয়

হয়; এবং সেইস্থানে স্নান ও জলপান করিলে ক্ষণমাত্রে লোক নিষ্পাপ হয়। আর গঙ্গারসহিত মিলিত হইয়া যে স্থানে সরস্বতীর সহিত মিশিয়াছেন তথায় ও তদ্রূপ শুভই হইয়া থাকে। সেই স্থানই পরমোত্তমা বেণী নামে ত্রৈলোক্যে বিখ্যাত। সেইস্থান পাপরূপ কাষ্ঠের দাবানল ও পাপরূপবৃক্ষের কুঠার স্বরূপ। হে রাজন্! সেই পাপহারিণী, স্বর্গদ্বারের কুঞ্চিকা স্বরূপ হইয়া বেণী রূপে বিরাজিতা। উক্তবেণীই মোক্ষ, লক্ষ্মী, হিরণ্য ও মুক্তিদাত্রী। তথায় স্নান ও জলপান করিলে সপ্তকুল পবিত্র হয়। যে নর তথায় প্রাণত্যাগ করে সে পরমাগতি প্রাপ্তহয়। তথায় সূর্য্যসুতার (যমুনার) জলে স্নান করিয়া অন্যত্র মৃত্যু হইলেও সে সূর্য্যলোকে গমন করত নানা সুখ ভোগকরে। আর তথায় যাহার মৃত্যু হয় সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। যমুনার দক্ষিণ তটে "অগ্নিতীর্থ" অবস্থিত; তথায় স্নান করিলে মানব অগ্নি লোক প্রাপ্ত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পশ্চিমে (যমুনার) নরক নিবারক "ধর্ম্মরাজ" তীর্থ, তথায় স্নান করিলে নর স্বর্গে যায়, আর যাহার তথায় মৃত্যু হয় তাহার পুনর্জন্ম হয় না। উহার (ধর্ম্মরাজের) পশ্চিমে "বীরতীর্থ", হে ভূপতে, তথায় স্নান করিলে মানব সদা শৌর্য্য ও ধৈর্য্যযুক্ত হইয়া বিজয় প্রাপ্ত হয় ও বীরলোকে গমন করে। যমুনার দক্ষিণ তটে শ্রীমান "বিষ্ণু মাধব" অবস্থিত; তাহার নিম্ন ভাগে "বিষ্ণু তীর্থ," তথায় বিধানানুসারে স্নান করত ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীমাধবের পূজা করিলে বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হয় এবং প্রাণত্যাগ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। উহার পূর্ব্বভাগে "সোমতীর্থ" তথায় সোমেশ্বরের পূজা করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে সোম, শ্রীশম্ভুর লিঙ্গ স্থাপন করত সহস্র বৎসর

তপস্যা করিয়া রাজযক্ষ্মা রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং শম্ভুর অনুগ্রহে পূর্ব্ববৎ নিজদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে লোক রোগমুক্ত হয় ও দিব্য কলেবর ধারণ করত শিবলোকে গমন করে ইহাতে কোন সংশয় নাই। ইহার পূর্ব্বদিকে "কুবের তীর্থ," তথায় স্নান করিলে লোক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। সোমতীর্থের পশ্চিমে "সূর্য্যতীর্থ" তথায় স্নান করিলে নর সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। উহার পশ্চিমে পরম-পাবন বারুণ তীর্থ, হে রাজন, তথায় স্নান করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। উহার পশ্চিমে ত্রিলোক বিখ্যাত "বায়ুতীর্থ," তথায় স্নান করিলে বায়ু পীড়া হয় না। যমুনার উত্তরে "গোতীর্থ," তথায় স্নান করিলে লোক গোলোকে গমন করে ইহাতে সন্দেহ নাই। উহার পূর্ব্বভাগে "ত্রিলোক বিখ্যাত আদিত্যতীর্থ," সেই স্থানে আদিত্যগণ তপ করিয়াছিলেন, এবং দ্বাদশাদিত্য ও দেবগণ প্রজাপতির উপাসনা করিয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে মানব নষ্টশ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর "নিরঞ্জন তীর্থ," যে স্থানে বাসবসহ দেবগণ নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকেন:.এবং মুনিগণ সদৈব এই পুণ্যতীর্থ সেবা করিয়া থাকেন। ভরদ্বাজ এই স্থানেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানেই সনাতন বিষ্ণু বেণীমাধব নামে অবস্থান করিতেছেন, এবং লোকানুগ্রহ হেতু নিরূপ হইয়াও বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া নরের পাপ হরণ করিতেছেন; তথায় পরমপাবনী লক্ষ্মী বিমলা নামে অবস্থিতা হইয়া ভক্তগণকে ইষ্টদান করিতেছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে নর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইনিই (বেণীমাধব) এই প্রয়াগের তীর্থরাজ; এই কারণেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর দেবত্রয়

তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই জন্যই প্রয়াগ তীর্থ মধ্যে পরম তীর্থ ও সর্ব্বতীর্থাশ্রয়েরও আশ্রয় হইয়া নরগণের পাপহারী হইয়াছেন। তীর্থরাজ আশ্রয় করিলে সর্ব্বপাপ দূর হইয়া লোক শুদ্ধ হয়। সকল তীর্থে যে পাপ সঞ্চিত এবং বর্ষকাল যত পাপই হয়, প্রয়াগে মাত্র স্নানে সে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। অতএব, হে রাজন! তথায় গমন করত শ্রদ্ধার সহিত স্নান করুন। অন্যান্য যত বহুতীর্থ সকলই তথায় আছেন; সুতরাং এই এক স্থানে স্নান করিলেই ত্রিদিব লাভ হয়। তথায় মৃত্যু হইলে নরের আর পুনর্জন্ম হয় না। গঙ্গা ও যমুনা উভয়েই তথায় তুল্য ফল প্রদান করেন। সরস্বতীও গুপ্ত ভাবে তথায় মিলিতা হইয়াছেন আর ঋষিগণের তপস্যার ফলে ব্রহ্মপুত্র ও তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং ত্রিলোকস্থ সকলেই সদা প্রয়াগের সেবা করিতেছেন। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী যে স্থানে ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন দেবগণ, পিতৃগণ, সর্ব্ববেদ ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহার মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে পারে? সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াও কেহ শেষ করিতে পারে না। স্বয়ং ব্রহ্মা যে স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, কুণ্ডত্রয়ের মধ্যস্থলে সেই বেদী প্রতিষ্ঠিত; অতএব পণ্ডিতগণ প্রয়াগের সেই স্থান অলর্কপুরের ন্যায়: দক্ষিণাগ্নি স্বরূপ বলিয়াছেন। উহারই মধ্যস্থলে গঙ্গা ও যমুনা নদী আগমন করিয়াছেন এবং বেদী মধ্যে দীপ্তরূপ ধারণ করত যাবৎ অবস্থিতি করিতেছেন তাবৎ পাপ হরণ করিতেছেন। যে স্থানে সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন তথায় যে কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বিচার করিয়া দেখুন। যে প্রাতরুত্থান করত ইহা

(প্রয়াগ মাহাত্ম্য) পাঠ বা শ্রবণ করে সে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গ লোকে গমন করে।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ মাহাত্ম্যে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

—:*:—

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম, আমি শুনিয়াছি ব্রহ্ম সম্ভব পুরাণে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীতে সহস্র, অযুত, অর্ব্বুদ, তীর্থ আছেন, সে সকলই পুণ্যজনক ও সর্ব্বপাপ বিনাশক। পৃথিবীতে নৈমিষারণ্য ও অন্তরীক্ষে পুষ্কর অনন্ত-পুণ্যজনক; তদ্ব্যতীত কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দ্বারকা, মথুরা ও অযোধ্যাদি সকলেই পাপহারী; আপনি সে সমস্ত পরিত্যাগ করত কেবল মাত্র প্রয়াগেরই অধিকরূপে প্রশংসা করিতেছেন কেন? সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করাতে অন্যতীর্থে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। তথায় (প্রয়াগে) সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমা গতি, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অল্পায়াসে মহাপুণ্য হয় এ বিষয়ে আমার মহা সংশয় হইতেছে। আপনি চিরজীবী হইয়া বহু দেখিয়াছেন ও বহু শুনিয়াছেন। আপনি বেদ-তত্ত্বার্থবিৎ ও পুরাণ-প্রদর্শক, অতএব মূল প্রমাণাদি প্রদর্শন করত আমার এই সন্দেহচ্ছেদ করুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ভূপতে! ইহাতে সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা করিবেন না, অশ্রদ্ধা করিলে তীর্থ ফল সম্যক্ পাওয়া

যায় না। হে মহামতি রাজন, আমার বাক্যেও আপনার অশ্রদ্ধা হইতেছে? আমার বাক্যই মূল শ্রুতি। যে স্থানে শ্বেত কৃষ্ণ * শ্রেষ্ঠ সরিৎ-দ্বয়ের সম্মিলন হইয়াছে তথায় স্নান এবং শরীর ত্যাগ করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ও শ্রবণ করিলেও ফল হয়। উহা স্বর্গ পথের সোপান ও পৃথিবীর মোক্ষ দাতা। যে স্থানে বেণী সর্ব্বমহৎ কামনার সদন স্বরূপ হইয়া সুখদাত্রী হইয়াছেন, সেই সুখাস্পদ ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রতি কাহার সন্দেহ হইতে পারে? সর্ব্ববেদ দর্শী, পুরাণার্থ প্রকাশক নারদাদি দেবর্ষিগণ, সনকাদি যোগীগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ, কশ্যপাদি মহর্ষিগণ, মলাদি ব্রহ্মর্ষিগণ সকলেই প্রয়াগের সেবা করিয়াছেন। জামদগ্নি, ভরদ্বাজ, লোমশঃ, পাচাশয়, মৈত্রেয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কবচ, ঋষ্যশৃঙ্গ, আরুণ, শুক প্রভৃতি সকলেই তথায় বাস করিতেছেন। জম্বুমার্গ নিবাসী, নৈমিষারণ্যবাসী, সৈন্ধবারণ্যবাসী, দণ্ডকারণ্যবাসী, কলাপগ্রামবাসী ও অন্যান্য মহর্ষিগণ সকলেই প্রয়াগে গমন করত তীর্থ সেবন করিয়াছেন। সেই তীর্থরাজের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কে পারে? আর কাহারই বা সংশয় হইতে পারে? মনুষ্য বা কোন জীবের কোন শরীরাংশও যদি এইস্থানে পতিত হয় তবে সে দারুণ নরক হইতেও নির্গত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাঙ্গে ক্লেদযুক্ত হইয়াও যদি বেণীজলে অবগাহন করে সেও স্বর্গে গমন করে। হে ভূপতে! এবিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাকালে বিন্ধ্যপর্ব্বতে পক্ষিমৃগান্তক, দুষ্টচেষ্টিত, লুণ্ঠনকারী এক ব্যাধ বাস করিত। সে পথ পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া পথিকগণের গমনাগমন

---

* গঙ্গাজল শ্বেত ও যমুনা জল কৃষ্ণবর্ণ।

অবগত হইলেই অকস্মাৎ তাহাদিগকে লুণ্ঠন করত চলিয়া যাইত। এই অতি নিষ্ঠুর, পাপকর্ম্মা তস্কর এই প্রকারে বহু মনুষ্য ও নানা-বিধ জীব হত্যা করিত। এক দিবস ধনুর্ব্বাণ সহ মৃগয়া করিতে করিতে শ্রমাতুর হইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করত এক ব্যাঘ্রের সম্মুখে পতিত হইয়া ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। যমদূতগণ তথায় গমন করত তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। এবং ঘোর নরকে ফেলিয়া বহুবিধ পীড়ন করিতে লাগিল। ব্যাধ দারুণ যাতনায় অস্থির হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে কুম্ভীপাক, তপ্ততৈল, কালপৃষ্ঠ, সূচীমুখ, অসিপত্র শাল্মলিক এবং পূয, শোণিত, কর্দ্দম প্রভৃতি ঘোর রৌরবে পতিত হইয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত অশেষ যম যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। অতঃপর কয়েকজন ধার্ম্মিক কার্পটিক উক্ত ব্যাধের গ্রামের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহারা উক্ত গ্রাম অতিক্রম করত কিয়দ্দূর গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া তাহাদের দ্রব্যাদি পার্শ্বে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এক জন কার্পটিক তাহার পিতার অস্থি লইয়া যাইতেছিল। সে মনে করিল যে তাহারা যেস্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিল তথায় হয়ত মূষিক তাহার পিতার অস্থি বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সন্দেহ করিয়া আপন গাঁটরী খুলিয়া অস্থির পুঁটুলি দেখিয়া, পুনরায় তদ্রূপভাবে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। একজন ব্যাধ বৃক্ষোপরি থাকিয়া ঐ অস্থি পুঁটুলি দেখিয়া অর্থের পুঁটুলি মনে করিয়া, কার্পটিকগণ কিঞ্চিৎ নিদ্রাকৃষ্ট হইলে, ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া উক্ত পুঁটুলিটী লইয়া বনমধ্যে চলিয়া গেল। পুঁটুলি খুলিয়া তন্মধ্যে কোন মূল্যবান দ্রব্য না দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে অস্থি ও যে

পাত্রে অস্থি ছিল, ঐ পাত্র ও যে পট্টবস্ত্রে উহা বাঁধা ছিল সেই পট্ট-বস্ত্র ফেলিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে কার্পটিক নিদ্রোত্থিত হইয়া আপন মোটরী খোলা এবং অস্থি পুঁটুলি নাই দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া এক আগন্তুক ব্যক্তি তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কার্পটিক, তাহার অস্থি পুঁটুলি কে লইয়া গিয়াছে বলায় উক্ত আগন্তুক দ্বিজ তাহাকে বলিলেন, "তোমাদের নিকট হইতে একজন ব্যাধকে আমি যাইতে দেখিয়াছি, হয়ত সেই লইয়া গিয়াছে, অতএব আইস, আমরা তাহার সন্ধান করি।" এই বলিয়া তাহারা সেই ব্যাধের সন্ধানে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বনমধ্যে কিয়দ্দূর যাইয়া এক স্থানে কতকগুলি ছিন্নবস্ত্র ও অনেক অস্থি দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে তাহার অপহৃত অস্থি পুঁটুলির বস্ত্রাদি দেখিয়া সেই স্থানের সমস্ত অস্থি কুড়াইয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করত কতিপয় দিবসে তীর্থরাজ প্রয়াগে উপস্থিত হইল। তথায় ঐ সকল অস্থি নিঃক্ষেপ করত বিধিপূর্ব্বক স্নানাদি করিল। অস্থি নিঃক্ষেপ মাত্র কার্পটিকের পিতৃগণ মধ্যে যাহারা নরকবাস করিতেছিল, তাহারা স্বর্গে গমন করিল, আর যাহারা স্বর্গে ছিল তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিল। হে নৃপ! আমি ইতিপূর্ব্বে যে ব্যাধের কথা বলিয়াছি তাহারও নরক যন্ত্রণা রোধ হইয়া গেল। নরকের অগ্নি আর তাহাকে দগ্ধ করে না, অস্ত্র আর তাহাকে ভেদ করে না, দেখিয়া যমদূতগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যমরাজের নিকট গিয়া সংবাদ দিল। যমরাজ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন ও চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার

কি সুকৃতি হইয়াছে যে এরূপ হইল? এই পাপীর কিজন্য যাতনা রহিত হইল?" চিত্রগুপ্ত বলিলেন "আমি ত উহার কোনই সুকৃতি দেখি না। এ ব্যক্তি বাল্য কাল হইতে কেবল প্রাণিবধ করিয়াছে, অনেক বিপ্রবধ করিয়াছে, অনেককে লুণ্ঠন করিয়াছে, অনেক ধার্ম্মিক পথিকের ধন চুরি করিয়াছে, গোহত্যা করিয়াছে, ধর্ম্ম বা তপ কাহাকে বলে এ তাহা জানে না। কিজন্য ইহার নরক শীতল ও সুখাবহ হইল?" ইতিমধ্যে পিতামহ ব্রহ্মা উক্ত ব্যাধকে নিজধামে লইবার জন্য স্বজনসহ দিব্য বিমান পাঠাইলেন। তাহারা তথায় যাইয়া ব্রহ্মার আদেশ জ্ঞাপন করিলে, যমরাজ বলিলেন "এই পাপীকে নিজ ধামে লইবার জন্য পিতামহ কেন ব্যগ্র হইয়াছেন?" ব্রহ্ম কিঙ্করগণ বলিলেন "হে প্রভো! ইহার অস্থি বেণীজলে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে নিষ্পাপ হইয়া সত্যলোকে গমন করিতেছে। ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত হইয়া ইহার অস্থি যেস্থানে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেই স্থানে আর এক পথিকের অস্থি পুঁটুলি সমেত ব্যাধ কর্ত্তৃক ধনবোধে অপহৃত ও আনীত হইয়া নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই অস্থিসহ তত্রস্থ অন্যান্য অস্থিও দ্বিজ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া বেণীজলে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বেণী জল সংস্পর্শে এই ব্যাধ নিষ্পাপ হইয়াছে। এক্ষণে এই ভাগ্যবান বিধাতার আজ্ঞানুসারে পুরস্কৃত হইয়া প্রভুর পার্শ্বে নীত হইতেছে।" এইরূপ আমীষভোজী, পরম পাপিষ্ঠ ব্যাধের অস্থি বেণী জলে নিমজ্জিত হওয়ায় সে পাপহীন ও শুদ্ধ হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিল।

ইতি শ্রীমৎস্য পুরাণে প্রয়াগ মাহাত্ম্যে অষ্টম অধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়ঃ।

—:০:—

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজর্ষে, আরও শ্রবণ করুন, আমি শাস্ত্রপ্রমাণ ও যোগাদি দ্বারা যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে সহস্র জন্মের যোগাদি দ্বারাও এরূপ ফল পাওয়া যায় না। বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বহুদান, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি বহুব্রত, সকল পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ ইত্যাদি বহু কষ্ট-কল্প কার্য্যে যে ফল না পাওয়া যায়, হে রাজেন্দ্র, বেণীজলে স্নান মাত্রেই সেই সকল ত্রিদশ-দুর্ল্লভ ফল লাভ হয়। গুরু মকরস্থ হইলে, মাঘ মাসে মকরস্থ দিবাকরে, সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অতি প্রশস্ত যোগ বহুপুণ্যে পাওয়া যায়। তদ্রূপ যোগ অর্দ্ধোদয়ে আরও দুর্ল্লভ। পুরাণজ্ঞগণ বলেন, এই যোগাতি-যোগ অনেক বিঘ্ন-সমাকীর্ণ; উহা অতিশয় পুণ্যগৌরবে পাওয়া যায়। দেবতাগণও স্বর্গে থাকিয়া ইহার বহু যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাঘমাসে বৃহস্পতিবারে, গুরু ও সূর্য্য মকরস্থ ও শ্রবণা নক্ষত্রে, চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলন হইলে, তাহাকে ব্যতিপাত যোগ বলে; এ যোগ বহুপুণ্য সঞ্চিত হইলে পাওয়া যায়। তীর্থরাজপ্রয়াগে ইহার ফল বিশেষ প্রকারে সদাই পাওয়া যায়। দেবগণ মনে মনে চিন্তা করেন যে দেব-লোকে থাকিয়া তাঁহাদিগের কি ফল লাভ হইতেছে? বরং পূর্ব্বের সঞ্চিত যাহা ছিল তাহাও ক্ষয় হইতেছে। মনুষ্যলোকে জন্ম হইলে প্রয়াগে যোগস্নান মাত্র-সত্বর যোগদুর্ল্লভ পরম পদ পাইতেন।"

অতএব, হে ভূপাল! আপনিও অমৃতময়, সর্ব্বকামদ প্রয়াগে স্নান করুন, তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষিত একমাত্র চতুর্ব্বর্গ সাধনের হেতু হইবে। পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে সর্ব্ববর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ আর কেহ নাই, তদ্রূপ তীর্থ মধ্যে প্রয়াগের তুল্য আর কোন তীর্থই নাই। প্রয়াগ, ব্রহ্ম প্রভৃতি সকল কাম্য বস্তুরই আধার ও পরমাশ্রয় ও সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। ইতস্ততঃ যত মহচ্ছিদ্র আছে কিছুতেই এরূপ পাপক্ষয় করিতে পারে না। সর্ব্বভূতের মধ্যে ব্রাহ্মণ যে প্রকার মঙ্গলময়, তদ্রূপ সর্ব্বতীর্থের মধ্যে তীর্থরাজই প্রশস্ত। যেমন সর্ব্ব দেবতার মধ্যে ভগবান যজ্ঞ পুরুষ, সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী, সর্ব্ব যজ্ঞের মধ্যে জপ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থ মধ্যে প্রয়াগ তদ্রূপ উক্ত হইয়াছে। বেদ মধ্যে সামবেদ যেরূপ, তীর্থ মধ্যে তীর্থরাজ প্রয়াগকে মনীষীগণ তদ্রূপ বলিয়াছেন। যেমন ইন্দ্রিয় মধ্যে মন, বৃক্ষমধ্যে পিপ্পল, নদীমধ্যে গঙ্গা, তীর্থমধ্যে প্রয়াগ তদ্রূপ। বিধাতা সত্যলোকে বসিয়া সর্ব্বদা প্রয়াগ স্মরণ করেন। তজ্জন্যই তিনি নিজরূপ বিভাগ করত একভাগে স্থানুবৎ অচল হইয়া প্রয়াগে বাস করিতেছেন; অতএব, হে যুধিষ্ঠির! ইহাই অনুমান করত বুঝুন যে প্রয়াগ অপেক্ষা অধিক আর কিছুই নাই।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, আপনি যমুনা কূলস্থ সকল তীর্থের কথাই বলিলেন, এক্ষণে গঙ্গাতীরস্থ তীর্থের বিষয় বলিতে আজ্ঞা হউক।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, প্রথমে বটমূলে "সারস্বত" নামক পরম তীর্থ, তথায় স্নান করিলে লোক নিজ সারস্বত ধাম প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পরম মহান, সিদ্ধিপ্রদ, বিখ্যাত "অত্রি তীর্থ", এই স্থানে অত্রি ও অনুসূয়া, সর্ব্বভূতের কর্ত্তা বিধাতা পরমেশ্বরকে ভক্তি পূর্ব্বক আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তবৎসল ব্রহ্মা, রুদ্র

ও হরিকে আরাধনা করিয়া এই তিনের অংশ-ভূত সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয় এই তিন পুত্র ও মহা প্রাজ্ঞা স্ত্রী লাভ করিয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে পুত্রকাম ব্যক্তি অবশ্য পুত্র লাভ করে। অতঃপর "বৃহস্পতি তীর্থ," সে স্থানে পরাগতি লাভ হয়। বৃহস্পতি দেবগুরু; অতএব যে নর তথায় স্নান করে, সে যে বিদ্যা আকাঙ্ক্ষা করে তাহাই লাভ করে। তারপরই মুক্তিপ্রদ বিশ্বামিত্র মহাতীর্থ, সেস্থানে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও অতিদুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে নর গায়ত্রীজপ ফল প্রাপ্ত হয়। অতঃপর "শক্র তীর্থ" তথায় গমন করিয়া স্নান করত পিতৃপিতামহাদির তর্পণ করিলে, তাঁহারা সত্বর ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। এই স্থানেই সহস্রলোচন, গৌতম-শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব তথায় স্নান করিলে লোক গম্যাগম্যাগমনের পাপ ও অন্য সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিচরণ করে। অতঃপর সর্ব্বফলপ্রদ দশাশ্বমেধ তীর্থ সেইস্থানে ব্রহ্মা দশবার দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, এই পুণ্যপ্রদ, সর্ব্বকামফলপ্রদ তীর্থে মানব বিধিপূর্ব্বক স্নান করিলে যজ্ঞ-ভ্রষ্ট জনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর তথায় প্রাণত্যাগ করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে।

অতঃপর (গঙ্গার) পূর্ব্বকূলস্থ তীর্থের কথা বলিতেছি। প্রথমতঃ "এল" তীর্থ যে স্থানে রাজা পুরুরবা আপন কুরূপ উৎসর্গ করিয়া অচ্যুত স্বরূপ হইয়াছিলেন; হে রাজন্ তথায় স্নান করিলে লোক নিশ্চয় সুরূপ হয়। অতঃপর "নল তীর্থ" সে স্থানে বীরসেনসুত ধীমান পুণ্যশ্লোক (নল) রাজা আপন রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে নিজের এবং পরের হৃত

রাজ্য লাভ হয়, এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ও কলিদোষ ঘটে না। অতঃপর পরম পাবন "উর্ব্বশী তীর্থ," সেস্থানে উর্ব্বশী শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করত পুনরায় আপন স্থান প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। হে নৃপ! তথায় স্নান করিলে লোক উত্তম "উর্ব্বশী লোক" প্রাপ্ত হয়। তৎপর ত্রিলোক বিখ্যাত "অরুন্ধতী তীর্থ", সেস্থানে স্নান করিয়া মুনিগণ উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর "যজ্ঞতীর্থ", তথায় স্নান করিয়া লোক সর্ব্বযজ্ঞ ফললাভ করে; এবং তথায় দেহাবসান হইলে ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য শত সহস্র তীর্থ, তীর্থ রাজের আশ্রয়ে থাকিয়া যে কত মহাফল প্রদান করিতেছে তাহার মহিমা কে বলিতে পারে?

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে নবম অধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়ঃ।

—:•:—

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মহামুনে! প্রয়াগে পুণ্য করিলে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয় বলিলেন, কিন্তু তথায় যদি কেহ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাপ করে তবে সে কি গতি প্রাপ্ত হয় তাহা বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, তথায় পুণ্য করিলে যেরূপ মহাফল হয়, পাপ কর্ম্ম করিলেও তাহার তদ্রূপ মহৎ ফলই হইয়া থাকে। তৈলবিন্দু জলে নিঃক্ষেপ করিলে যেরূপ উহা সকল জলে ব্যাপ্ত

হয়। তীর্থরাজে পাপ করিলেও সেই রূপ অত্যন্ত দুস্তর হয়। সে নরকে পতিত হইয়া বিষম যম যাতনা ভোগ করে। তীর্থে পাতুক করিতে নাই, এই নিয়ম পালন করিবে; এবং এরূপ সাবধানে চলিবে যে পাপ না হয়। তীর্থে পাপকারীর অনেক যুগ পর্যান্ত নিষ্কৃতি নাই। সাধারণতঃ পুণ্যকারী স্বর্গে যাইবে ও পাপ-কারী নরকে যাইবে; আর যদি সেই পাপ তীর্থে করে তবে উহা (নরক) অক্ষয় হইবে; অতএব পাপ করিতে হইলে তীর্থের বাহিরে যাইবে। লোকে তীর্থে, যেমন যেমন পাপ করে, তেমনি তেমনি তাহার অধোগতি হয়, যুগান্তেও তাহার নিষ্কৃতি হয় না; সুতরাং তীর্থে পাপ পরিত্যাগ করিবে। কামাতুর পশু যেমন একমাত্র মাতাকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ পাপ কর্ত্তাও একমাত্র প্রয়াগ ত্যাগ করিবে।

অন্যত্র যে পাপ করে প্রয়াগে তাহার মুক্ত হয়, আর প্রয়াগে পাপ করিলে উহা বজ্রলেপ সমান হয়। শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহার ক্ষয় হয় না।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, প্রয়াগের পাপ কি উপায়ে মুক্ত হয় আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন তদ্রূপ বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন, আপনি লোকোপকার হেতু উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি ব্রহ্মার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তদ্রূপ বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে যুধিষ্ঠির! জ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রয়াগে যে পাপ হয় তাহার যে প্রকারে নিষ্কৃতি হয় তাহা শ্রবণ করুন, এই স্থানে অজ্ঞানে পাপ করিলে তথায়, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি নানাবিধ ব্রত, মাঘস্নান ও তিলমাত্র দান, জপ, হোমাদি করত

---

* প্রয়াগে পাপ করিবে না।

অনুতাপ করিলে উহা ক্ষয় হয়। আর জ্ঞানকৃত পাপ হইলে পাপ-কর্ত্তা করীষাগ্নি প্রবেশ, প্রায়োপবেশন, কিম্বা বেণীজলে প্রবেশ করত সত্ত দেহাবসান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে বিপ্র, আপনার মুখে এসকল কথা শুনিয়া আমার মহা সংশয় দূর হইল, আপনার সন্নিধান পাইয়া আমার মন অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছে. এক্ষণে, হে ভৃগুসত্তম! আর এক বিষয় আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। 'দান' কি 'তপস্যা', কোন্ কার্য্যের দ্বারা স্বর্গ পাওয়া যায়? দান, ব্রত, তীর্থ, ইষ্টাপূর্ত্ত, বিপ্র ভোজন, জপ, হোম, দেবপূজা, ব্রাহ্মণ-পূজন ও তর্পণ ইত্যাদির ফলের তারতম্যই বা কি, তাহাই বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ভূপতে! আপনি যত বলিলেন সকলই স্বর্গ লাভের কারণ। যদি পাপ না করে, তবে এ সকল কার্য্যেই স্বর্গলাভ হয়। আর পাপ করিলে পুণ্য লব্ধ স্বর্গেও প্রতিবন্ধক হয়। দান দ্বারা ভোগ পাওয়া যায় এবং দানেই লোক সুখী হয়। যে বস্তু দ্বিজগণকে দান করা যায়, তাহা স্বর্গে ভোগ পাওয়া যায়। অতএব তীর্থে, আপন শক্তি অনুসারে, সৎপাত্রে দান করিবে। যে যে বস্তু ইহলোকে প্রিয়তম, সেই সেই বস্তু দ্বিজগণকে দান করিবে। অন্ন, বস্ত্র, গো, অশ্ব প্রভৃতি যে সকল বস্তু দ্বিজগণকে দান করিবে, স্বর্গে তাহা ভোগ হইবে, আর না করিলে হইবে না। ইহার উদাহরণ স্বরূপ এক পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি:—পুরাকালে ভরতবংশে শ্বেতকেতু নামে এক ধর্ম্মাত্মা, সংযতাত্মা, দাতা, ব্রাহ্মণ-পূজক, যজ্ঞশীল, প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। সেই মহামনা রাজা, দ্বিজগণকে গো, ভূমি,

হিরণ্য, রত্ন, বস্ত্র, গজ, অশ্ব ইত্যাদি বহুপ্রকার দান করিতেন। বহুকাল পরে রাজা কালবশাগত হইলে, দিব্যবিমানারোহণে ব্রহ্মপুরে গমন করিলেন। তথায় রমণীয় উদ্যানে গীয়মান গন্ধর্ব্বাপ্সরাগণ অনুচর সহ পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির, উক্ত রাজা স্বর্গে এরূপ ভোগবান হইয়াও সর্ব্বদা ক্ষুধা পীড়িত হইতেন। যখন ক্ষুধা অসহ্য হইয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইলেন তখন চিন্তা করিতে করিতে বিনয়াবনত হইয়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন " হে দেব, আমি দিব্যভোগসমন্বিত স্বর্গলাভ করিয়াছি, কিন্তু নিত্য ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছি ; অতএব কি প্রকারে এই অসহ্য ক্ষুধা নিবারিত হয়, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন।" তখন বিধাতা উক্ত অমিতদ্যুতি রাজাকে বলিলেন, " হে নৃপোত্তম, তুমি সর্ব্বপ্রকার বহুদান করিয়াছ, কিন্তু অন্নদান কর নাই, সেই জন্যই ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছ। তুমি আপন শরীর কেবল মিষ্টান্নে পোষণ করিয়াছ, কিন্তু দ্বিজ ও দীন এবং অন্ধগণকে কখনও ভোজন করাইয়া তৃপ্ত কর নাই। অন্ন ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীর দ্রব্য দান করিলে কি হয় ? আমি সব জানি, কিন্তু কখনই তোমাকে ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া অন্নদান করিতে দেখি নাই। এখন অহঙ্কারযুক্ত হইয়া এরূপ বলিতেছ। অন্নদানের যে ফল সে তত্ত্ব তুমি জান না। সমস্ত ভূত অন্নেই উৎপত্তি হয়, অন্নেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অতএব অন্নদাতাই প্রাণদাতা স্বরূপ ; সুতরাং অন্নদাতাই সুখ প্রাপ্ত হয়। অন্ন হইতেই শরীর উৎপন্ন হয়, অতএব অন্নদান অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন, এক্ষণে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আপন দেহ ভক্ষণ কর। যে শরীর, স্বয়ং ভোজন করত পোষিত করিয়াছিলে, তাহাই প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে

পুনঃ পুষ্ট হইবে। তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় নাই।" উক্ত রাজা ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বহু দিবস পর্যান্ত মর্ত্তলোকে গিয়া আপন কলেবর ভক্ষণ করতঃ এবং ভক্ষণান্তে পুনঃপুষ্ট হইয়া স্বস্থানে গমন করিত। এক দিন ভগবান অগস্ত্য ঋষি প্রয়াগে স্নান করিতে যাইতে যাইতে পথে দেখিলেন, উক্ত রাজা অরুণ-দ্যুতি বিমানারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া আপন কলেবর ভক্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে ঋষি পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উক্ত রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অহো, তুমি দিব্যরূপ সমন্বিত ও অনেক ভোগ সংযুক্ত হইয়া স্বর্গবাস করিতেছ দেখিতেছি; কিন্তু গোপনে এ কি করিতেছ? তোমার এ বীভৎস কর্ম্ম কেন? তুমি এরূপ তেজোপূর্ণ কোন্ ব্যক্তি, তাহা বর্ণন করত আমার সংশয় দূর কর।" মুনির বাক্য শুনিয়া শ্বেতকেতু অত্যন্ত-দুঃখিত হইলেন এবং বিস্ময়াবিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করত কহিতে লাগিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি কে, এবং আমার যে প্রকার কর্ম্ম, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন; আমি পূর্ব্বে শ্বেতকেতু নামে রাজা ছিলাম; আমি বিধিমত অগ্নি ও দেবতাগণের উদ্দেশে হোম ও পূজা, ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছি। নিত্য ব্রাহ্মণগণকে বহু প্রকার রত্ন ও দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করিয়াছি; এবং সুন্দররূপে প্রজাপালনও করিয়াছি; কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া কাহাকেও অন্ন দান করি নাই; তজ্জন্য অক্ষয়স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষুধাপীড়িত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে একথা অবগত করায়, তিনি বলিয়াছেন "তুমি প্রত্যহ মর্ত্তলোকে যাইয়া স্বীয় কলেবর ভক্ষণ কর, তদ্ভিন্ন তোমার ক্ষুধানাশের অন্য উপায় নাই।" ব্রহ্মার

এই প্রকার আদেশে আমি এই গর্হিত কর্ম্ম করিতেছি। হে মুনি শ্রেষ্ঠ, আমার যে অপরাধ তাহা নিবেদন করিলাম, এক্ষণে ভাগ্য-ক্রমে আপনার দর্শন পাইয়াছি, যাহাতে আমার ক্ষুধাপীড়া না হয়, তাহা করিতে আজ্ঞা হউক। আপনি পূর্ব্বে সমুদ্র পান করিয়াছেন, বিন্ধ্যপর্ব্বতের বৃদ্ধি নিবারণ করিয়াছেন, আপনার কর্ম্ম অতি-দৈব এবং শক্তি অসীম, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন।" রাজার এবম্বিধ প্রার্থনাতে শরণাগত-বৎসল মহর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মা যাহা করেন নাই তাহা করিতে আমার কি শক্তি? তথাপি তোমার অতি গর্হিত বীভৎস কর্ম্ম দৃষ্টে আমার অত্যন্ত ঘৃণা হইয়াছে, তজ্জন্য নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর; এখনই আমার সঙ্গে প্রয়াগে আইস, তথায় আমার তপোবনে তোমার নিষ্কৃতি করিব। তীর্থরাজ প্রয়াগ সর্ব্বকামপ্রদ তোমার কামনা পূর্ণ—কেন না হইবে?" এই বলিয়া মুনি রাজাকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগে অভিগমন করিলেন। সংশিত-ব্রত মুনি, প্রয়াগে গমন করত অমিত-দ্যুতি রাজাকে ত্রিবেণীতে স্নান করাইয়া, পুনরায় রাজাকে বলিলেন "যে, যে ফল ইচ্ছা করে, প্রয়াগে দ্বিজকে তাহাই দান কর্ত্তব্য, এই দানের ফল কোটীশত কল্প স্থায়ী হইবে; অতএব তুমি অন্নদানের মূল্য প্রদান কর।" অতঃপর রাজা কঙ্কণ খুলিয়া হাতে লইয়া মুনিকে বলিলেন "হে বিভো, এই গ্রহণ করুন, এবং ইহা বিধানানুসারে সংকল্প করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।" এই রূপে রাজা অগস্ত্য মুনিকে অন্নদানের মূল্য প্রদান করিয়া, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া নিজ বিমানারোহণে

স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অন্তর্হিত শরীর তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ হইল। হে রাজর্ষি-সত্তম, সেই তীর্থের পাপনাশের প্রভাব ও তথায় দানের পুষ্টিতা আপনাকে বলিলাম, হে রাজন্, এক্ষণে অন্য যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে বলুন তাহাও বলিব।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ মাহাত্ম্যে দশমোধ্যায়ঃ।

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি এই মহত্তর মহিমা যতই বলিতেছেন ততই আমার হৃদয় প্রসন্ন হইতেছে। মৃতদেহের যেমন দাহকাষ্ঠে তৃপ্তি হয় না, আমার মনও তেমনি আপনার বাক্যপীযূষ কর্ণে আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতেছে না। হে মুনে! ব্রহ্মাদি কর্তৃক প্রয়াগ-মাহাত্ম্য যেরূপ কথিত হইয়াছে, কৃপা পূর্ব্বক আমাকে তাহা বলুন। আপনি যাহা দেখিয়াছেন, অন্য কেহ কখন তাহা শুনেও নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-সন্দেহ-নাশন, তজ্জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহাবাহু রাজন্, পুনরায় মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন; মহর্ষিগণ এরূপ বলিয়াছেন যে, নৈমিষ, পুষ্কর, গোকর্ণ, সিন্ধু, সাগর, গয়া, ধেনুক, গঙ্গা, সাগরসঙ্গম ও অন্যান্য যে ত্রিশংকোটী দশ সহস্র পুণ্যময় মহাতীর্থ ও অপরাপর যত তীর্থ আছে সকলই নিত্য প্রয়াগে সংস্থিত রহিয়াছে। প্রয়াগে তিন অগ্নিকুণ্ড মধ্য হইতে জাহ্নবী নিষ্ক্রান্তা হইয়া, সর্ব্বতীর্থকে পুরস্কৃত

করিয়াছেন। তপন-সুতা, লোক-ভাবিনী, দেবী যমুনা, গঙ্গার সহিত সঙ্গতা হওয়াতে গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থিত স্থান পৃথিবীর জঙ্ঘা বলিয়া ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়াছে। হে রাজশার্দ্দূল, প্রয়াগের সমান আর কি হইতে পারে? ত্রিশ কোটীর উপরও কোটী তীর্থের বায়ু তথায় বিচরণ করিতেছে। স্বর্গে, মর্ত্তে, অন্তরীক্ষে গঙ্গার যত ধারা আছে, সে সমস্তই প্রয়াগে আছে। তথায় কম্বলাশ্বতর, ভোগবতী এবং বেদ-প্রোক্ত যত কিছু, সবই আছে। হে যুধিষ্ঠির, প্রয়াগে বেদ ও মন্ত্র মূর্ত্তিমান রহিয়াছে। মুনি ও তপোধনগণ তথায় প্রজাপতির উপাসনা করিতেছেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও চক্রধর নৃপগণ তথায় যজ্ঞ করিয়াছেন। প্রয়াগ হইতে পুণ্যতম আর কিছুই নাই। তীর্থরাজের প্রভাবেও মহিমাতে মহাভাগা গঙ্গা তথায় অবস্থান করিতেছেন, সেই গঙ্গা সমাশ্রিত স্থান সিদ্ধক্ষেত্র জানিয়া, পুত্র-সুহৃদ তপোধন পুত্রের কর্ণে ও শিষ্যসুহৃদ গুরু অনুরক্ত সুশিষ্যের কর্ণে, সর্ব্বদাই জপ করেন যে, এই প্রয়াগই পুণ্যদাতা, এই স্বর্গদাতা, এই মেধাদাতা, এই সুখ দাতা, এই রম্য, এই পাবন, এই ধর্ম্মজনক, এই মহর্ষিগণের পাপ প্রমোচন ও পুণ্যময়। ইহা পাঠ করিলে দ্বিজ ও নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পুণ্য তীর্থের কথা শুনিলে সে সদাসুখী হয় ও জাতিস্মর হইয়া সুস্থদেহ ও আনন্দপ্রাপ্ত হয়। শিষ্টানুদর্শী সৎ ব্যক্তিগণ এই সকল তীর্থ সেবন করেন; অতএব কৌরব্য, এই তীর্থে স্নান করুন, অন্যথা করিবেন না। এই বিশ্ব যখন কল্পান্তে নষ্ট হয়, তখনও প্রয়াগ নষ্ট হয় না। তথায় যে বট বৃক্ষ আছে সে বৃক্ষের সাখায়পত্রপুট মধ্যে ভগবান বিষ্ণু বালরূপ ধরিয়া শায়িত থাকেন, সে মহাদ্ভুত কাণ্ড আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। যখন সমগ্র ভূমি সমুদ্রাপ্লুত

হইয়া একাকার হইয়া যায়, তখন সেই তরঙ্গ মধ্যে হাস্যমুখ বালমূর্ত্তি একবার উপরে উঠিতেছে একবার নীচে নামিতেছে। দেখিয়া, আমি ভীত হইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার মানসে, নিকটে গিয়া, সেই বালকের শ্বাসের সঙ্গে তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তথায় (উদর মধ্যে) সমস্ত জগৎ পূর্ব্ববৎ দৃষ্টে আশ্বস্ত হইয়া, উহারই মধ্যে নিজের বিচিত্র আশ্রম দেখিয়া তথায় অবস্থিতি করিলাম। পুনরায় তাঁহারই নিশ্বাসে বাহির হইয়া প্রলয়ার্ণবে পড়িয়া, মকর তিমিঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা গ্রাসিত হইবার ভয়ে, মহা ব্যস্ত হইয়া, পুনঃ পুনঃ কম্পমান হইতে লাগিলাম। হে রাজন, আমি এই রূপ বহু প্রকার অদ্ভুত সেই বটে দেখিয়াছি।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন,—সেই সকল (প্রলয়ের) সময়ে কি কারণে প্রয়াগ নাশপ্রাপ্ত না হইয়া ভূমিতে ককুৎবৎ দৃষ্ট হয়, আর দেবগণসহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরই বা কেন সেই ক্ষেত্র ত্যাগ না করিয়া তথায় বাস করেন ?

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির, কি কারণে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তথায় বাস করেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ প্রয়াগের মণ্ডল, পাপ নিবারক দেবগণ উহা রক্ষণার্থে তথায় অবস্থিতি করেন। প্রতিষ্ঠানপুরের উত্তরে ব্রহ্মা, শাল্মলী বৃক্ষরূপে, পরমেশ্বর মহেশ্বর বটবৃক্ষরূপে এবং স্বয়ং বিষ্ণু বেণীমাধবরূপে, প্রয়াগে উপস্থিত থাকিয়া, উহা সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। অপরাপর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ সকলেই তথায় পাপনিবারক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহেশ্বরের সহিত তথায় আছেন। প্রলয়কালে সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, ও অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য ও পৃথিবীস্থ পর্ব্বতশ্রেণী, সমস্তই দ্রবীভূতাবস্থায়

তথায় অবস্থান করে। হে যুধিষ্ঠির, উপরোক্ত তিন দেবতার নির্ম্মিত এই স্থান "প্রজাপতি-ক্ষেত্র প্রয়াগ" নামে ত্রিলোক বিখ্যাত। এই প্রয়াগ পুণ্যময় ও পবিত্র ; অতএব, কৌন্তেয়, এই পরমা-চিত প্রয়াগে, আপনি মাতৃগণের সহিত গমন করিয়া, তথায় স্নান করত, বহু দান ও হবন করিলে, গুরু, মিত্র ও ভ্রাতৃ-বধ জনিত যে পাপের জন্য শঙ্কা ও পরিতাপ করিতেছেন, তাহা হইতে মুক্ত হইবেন—সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা কদাচ হইবে না। হে মহারাজ, বিশেষতঃ আপনি ক্ষত্রিয়, সুতরাং আপনার হৃদয়ে নিত্য যে শোক উপস্থিত হইবে, তাহা সমস্তই দূরীভূত হইয়া, প্রসন্ন হৃদয়ে রাজ্য করিতে পারিবেন। প্রয়াগের প্রভাবে সমস্ত শোক দূর হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

শ্রীসূত বলিলেন, মহাতেজা, ধীমান, মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইলে, এবং পূর্ব্বে ব্যাস, ধৌম্য ও ভীষ্মাদি দ্বারা বোধিত, এবং কৃষ্ণের দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হওয়ায়, রাজা যুধিষ্ঠির, মাতৃগণ, জ্ঞাতি-গণ, মহাত্মা কৃষ্ণ ও দ্বিজগণের সহযোগিতাতে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে পূজা ও ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিলেন।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে একাদশ অধ্যায়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—(•)—

শ্রীশৌনক বলিতেছেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ, (উক্ত) মহাদ্যুতি, ধর্ম্মাত্মা, ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, অতঃপর কাহার, কাহার সঙ্গে প্রয়াগে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মনের

তাবই বা কি প্রকার হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক।

শ্রীসূত বলিতেছেন, সেই তেজবান রাজা, কনিষ্ঠ পাণ্ডবগণ ও মিত্রগণের সহিত সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য ও অর্থ প্রাপ্ত হইয়া, স্বজনগণকে সম্যক্‌রূপে সান্ত্বনা করত, দ্বিজগণ কর্ত্তৃক নিৰ্দ্ধারিত সুদিন ও শুভ মুহূর্ত্তে, প্রয়াগে গমন করিলেন। কুন্তী ও কৃষ্ণাকে পুরজনের সহিত পাঠাইয়া, অনুরক্ত ভীমার্জ্জুনাদি, শ্রীপতি ও যাত্রানুকূল-বিধায়ি মৃকণ্ডপুত্র ও নিজ ভৃত্যগণের সহিত স্বয়ং প্রস্থান করিলেন। প্রয়াগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, মৃকণ্ডপুত্র, ধর্ম্মকে বলিলেন "ঐ ব্রহ্মাদি-সেবিত তীর্থরাজ প্রয়াগ দর্শন করুন; দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ সদা ইহাঁর সেবা করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণ নদীদ্বয় নয়নদ্বয়ের মত, এবং সরস্বতী তৃতীয় নয়ন, ও বটবৃক্ষ জটাজুটের ন্যায় হইয়াছে। এইরূপে রুদ্রদেব সর্ব্বদা ইহাঁর জপ করিতেছেন। যে স্থানে মুনি ও ভানু-কন্যা, শ্বেত ও কৃষ্ণ নদী দ্বয়, এবং নীলাত-পত্র বট বিদ্যমান, সেই সাক্ষাৎ প্রয়াগ, এই সকাম-ধর্ম্মার্থ-গুম্ফিতা বেণীরূপে সমুদয় মোক্ষলক্ষী-প্রদাতা হইয়াছেন। উহার প্রান্ত-ভাগে, পট্টন-বদ্ধ চিত্রের মত বট, গুচ্ছের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। বৈকুণ্ঠ ও কৈলাসস্থিত হরি ও মহেশ, উপাসকগণের অতি দূর বলিয়া, যাহাতে সকলেই সুখে গমন করত, মুনিগণের মত, তাঁহা-দিগকে দেখিতে পান, তজ্জন্য বিধাতা এই বেণীর বিধান করিয়া-ছেন। ঐ শ্রীমাধব, সুর-মুনি ও অপরাপরদ্বারা সেবিত হইতেছেন; অন্য কোথায়ও যাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না, তাঁহাকে এখানে অনায়াসে দর্শন পাওয়া যাইতেছে। কোন স্থানে যাঁহাদের দর্শন সুলভ নহে, তাঁহারা এখানে মানুষের মত বিচরণ করিতেছেন।

হে রাজন, সেই সুকৃতিলভ্য, ইষ্টসিদ্ধ, তীর্থেশকে সুলভে দর্শন করুন।” এবম্প্রকার বহুবিধ বর্ণনা করিয়া মহাতপা মার্কণ্ডেয়, ব্যাসাদি বিপ্রগণ, কৃষ্ণ, ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রীগণসহ রাজাকে বিধিমত স্নান করাইলেন। অতঃপর উক্ত ধর্ম্মাত্মা রাজা, দেবতা ও ঋষিগণের সহিত, আপন পিতৃপিতামহগণের বিধিমত তর্পণ করিলেন। দীন ও অনাথগণকে ভক্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, বহু প্রকার মহাদান ও দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। এবং বহুমান সহকারে ব্রাহ্মণদিগকে তুষ্ট করিয়া, গো, ভূমি, সুবর্ণ, রত্ন, গজ, অশ্ব ইত্যাদি বহু ধন দ্বারা পূজা করত প্রণাম করিলেন; এবং দীন ও অনাথগণকে যথেচ্ছা ভোজন করাইলেন। অতঃপর কৃষ্ণ, ব্যাস, নারদ ও মহামুনি মার্কণ্ডেয় এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া, জ্ঞাপন করিলেন যে “ইন্দ্র এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনি ও রাজেন্দ্র, অতএব আপনারও এখানে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। যদি সহায়, অর্থ, সম্পত্তি, প্রভুত্ব ইত্যাদি ইচ্ছা করেন, তবে সুসমাহিত হইয়া যজ্ঞ করুন।” এই প্রকারে রাজা সকলের দ্বারা আজ্ঞাপিত হইয়া, যে স্থানে যজ্ঞ-ফলদাতা, ভগবান পুরুষোত্তম যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং বর্ত্তমান, তথায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। ব্যাসাদি বিধানজ্ঞ মুনিগণ রাজাকে দীক্ষিত করিলেন, এবং স্বয়ং মার্কণ্ডেয় যজন করিলেন। এইরূপে প্রয়াগে বহু দক্ষিণাযুক্ত মহাযজ্ঞ, মুনির প্রসাদে সম্পন্ন হইল। অতঃপর সমস্ত মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে রাজার নিকট বিদায় লইয়া ও বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া, স্ব স্ব আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। ভগবান বাসুদেবও রাজার মনোরথ সম্পাদিত করিয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত দ্বারকাতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীসূত বলিলেন, মহাতপা ভগবান মার্কণ্ডেয়, এই প্রকারে রাজাকে প্রয়াগে আনিয়া, তাঁহার অজ্ঞানজ, জ্ঞাতি-বধজনিত অত্যুগ্র শোক এবং ধৈর্য্য-চ্যুতি-কর মহৎ পাপ-সংশয় দূর করিলেন। এইরূপে সেই মুনিপ্রিয়, প্রয়াগের প্রভাবে, রাজার মন বিশুদ্ধ করিয়া, তীর্থমধ্যে প্রয়াগের প্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন। হে শৌনক, ব্রহ্মা ও নন্দী কর্তৃক প্রয়াগের মহিমা এই প্রকার কথিত হইয়াছে! হে সত্তম, সে মহিমা বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে কাহার শক্তি আছে? কপিল, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ধীমান, ব্রহ্মবাদি মুনিগণ বলিয়াছেন যে এই স্থানে অল্প প্রয়াসে পুরুষার্থ চতুষ্টয় সুলভ। নারদ এবং কুমারও পৌরাণিক পরম্পরা ক্রমে তদ্রূপই বলিয়াছেন। এই "প্রয়াগ-মাহাত্ম্য" যে শ্রবণ করায় বা শ্রবণ করে, সেই ভক্তিমান, প্রয়াগ-স্নানের সর্ব্বপুণ্য প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞ, দান, তপ, ব্রত ও নিয়মাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, ইহা শ্রবণেই সম্যক্ প্রকারে সেই ফল পাওয়া যায়। যে বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বিদ্বান বিপ্র ইহা শ্রবণ করাইবেন, তীর্থাভিগামী ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কার ও দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সযত্নে পূজা করিবে; তাহা হইলে, সেই বিপ্রের সন্তোষে তাহার (তীর্থাভিগামীর) সকল মনোরথ সম্পন্ন হইবে।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে দ্বাদশ অধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

—•—

প্রয়াগ পদ্ধতি।

প্রথম দিবসে প্রয়াগ-মণ্ডলের পূর্ব্বদিকবর্ত্তী গৌতমাশ্রম * নামক স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রাতঃ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া প্রয়াগ ভূমিতে প্রবেশ করিবে। প্রবেশ কালে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া সংকল্প করিবে। মন্ত্র, যথা, "শ্রীবিষ্ণুরদোত্যাদি, প্রয়াগ-মণ্ডল ভূম্যধিকরণক মৎকর্ত্তব্য পদচারসম সংখ্যাশ্বমেধ যজ্ঞজন্য ফলসম ফল প্রাপ্তিকামঃ প্রয়াগ মণ্ডল প্রবেশপূর্ব্বক, তৎ ভূম্যধিকরণক গমনমহঙ্করিষ্যে।" অতঃপর বেণীতীর্থে যাইয়া, সাধারণ তীর্থ-পদ্ধতি অনুসারে সমুদয় কার্য্য করত, মুণ্ডন † করিবে। তৎপরে সঙ্গমে স্নান করিয়া দানাদি করিবে। সমর্থ ব্যক্তি গো-দান ‡ করিবে। গোদানের মন্ত্র, যথা,

---

* গৌতমাশ্রম ইঃ আইঃ রেলওয়ের "নাইনা" ষ্টেশন হইতে নিকটে।

† মস্তক-মুণ্ডন প্রয়াগ-কৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু বর্ত্তমান কালের স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ সধবা স্ত্রীলোকগণ, কেশ-মুণ্ডনে অনিচ্ছুক বলিয়া, প্রয়াগের পাণ্ডাগণ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন যে, সধবা স্ত্রীলোকেরা আপন কেশ দামের মধ্য হইতে এক গুচ্ছ কেশ কর্ত্তন করত, বেণীজলে নিক্ষেপ করিলেই তাহাদিগের মুণ্ডনের কার্য্য হইবে। এই ব্যবস্থানুসারে কার্য্যও হইয়া থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থা আর্য্য বাক্যাদিদ্বারা সমর্থিত নহে; সুতরাং প্রয়াগ তীর্থ ফলাভিকাঙ্ক্ষী, সধবা বিধবা ও স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে, সকলকেই মুণ্ডন করিতে হইবে; তজ্জন্যই সাধারণে প্রবাদ আছে "গয়া-তুণ্ডে, প্রাগমুণ্ডে"।

‡ গো-দান সম্বন্ধে, সবৎসা, সালঙ্কৃতা, দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধ-পানের জন্য সৎব্রাহ্মণকে দান করাই ঋষিগণের অভিপ্রায়; কিন্তু এক্ষণে দাতাগণও

"শ্রীবিষ্ণুরদ্যেত্যাদি, এতৎ গোবৎসো তয়োরোম-সংখ্য বর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোক মহিতত্ব নরকাদর্শন পূর্ব্বকাঙ্ক্ষম সকল বর্ষ বহুদার-পুত্র-ভৃত্যবর্গ বহু বিঘোর মহাপাতক সংক্রম পরিত্রাণ কাম ইমাং সাচ্ছাদনালংকৃতাং সবৎসাং গাং রুদ্রদেবতাকাং যথা-সম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।"

অতঃপর যমুনার উত্তর-তটে, কম্বলাশ্বতরের নিকট, যমুনাতটস্থ মহাদেবকে দর্শন করিবে, এবং পাপ-মুক্তি কামনাতে তন্নিম্নস্থ যমুনাতে স্নান ও তর্পণাদি করিয়া, জলপান করিবে। তৎপরে কম্বলাশ্বতর মহাদেব ও যমুনা দেবীর পূজা করত প্রণাম

যেরূপ দুই আনা, চারি আনাতে গো-দানের ফললাভ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রয়াগের পাণ্ডাগণও সেইরূপ ঐ দুই আনা, চারি আনাও হস্তস্খলিত না হয়, এই বিবেচনায়, একটা গো-বৎস, ক্রমান্বয়ে বহু যাত্রীর দ্বারা দান করাইয়া থাকেন। "গো-বৎস" মানে "গাভী ও বৎস" না করিয়া "গাভীর বৎস" করাতে, একটী ক্ষুদ্র গো-শাবক দ্বারাই "গো-দান" কার্য্যের দান ও গ্রহণ হইয়া থাকে। এই গো-বৎস সরবরাহ করিবার জন্য কতকগুলি লোক, প্রতি মাঘ মাসে, নিয়মিত সংখ্যক টাকা দিয়া, গভর্ণমেণ্টের নিকট পাট্টা লইয়া থাকে। পাণ্ডাগণ উক্ত লোকদের নিকট হইতে, গাভী বা বৎস ভাড়া লইয়া, গো-দাতা যাত্রীদিগের নিকট হইতে, অবস্থাবিশেষে দুই আনা, চারি আনা, দুই টাকা, দশ টাকা, যাহা হয় একটা তথাকথিত মূল্য গ্রহণ করত, গো-দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এরূপ গো-দান অপেক্ষা, মাঠে গোরু চরিতেছে, দেখাইয়া দিয়া, "ঐ গোরু দান করিলাম, উহার মূল্য চারি আনা লউন" বলিয়া কোন ব্রাহ্মণের হাতে পয়সাগুলি দেওয়া বরং ভাল; কারণ তাহা হইলে একের সম্প্রদিত দ্রব্য অপরের দানজনিত দোষ হইতে পারে না। একবার দান করা হইলে, শাস্ত্রানুসারে উহা অপরের দান বা গ্রহণের উপযুক্ত থাকে না। অতএব এরূপ গো-দানে যে কি ফল, তাহা দাতা ও গৃহীতাই জানেন।

করিবে। তৎপর দিবস, চতুর্ব্বেদাধ্যয়নের ফল ও সত্যবাদিতা প্রাপ্তির জন্য, অহিংসাজনিত ফলের সমান ফল পাইবার কামনায়, বাসুকীর নিকটস্থ, দশাশ্বমেধ নামক স্থানে, স্নান ও তর্পণাদি করিবে। তৎপরে, অশ্বমেধ ফলকামনায়, ভোগবতীতে,প্রতিষ্ঠান-পুরে সমুদ্র কূপের নিকটে, জিতক্রোধ ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া ত্রিরাত্রি বাস করিবে। অতঃপর অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তির ও যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর স্বর্গভোগের জন্য, অহিতত্ত্বের কামনা করিয়া, হংস-প্রপতনতীর্থে স্নান ও তর্পণাদি করিবে। তৎপরে, অক্ষয়বটের নিকটে গিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ অক্ষয়বটের পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে। মন্ত্র, যথা,—

"সংসার বৃক্ষ শস্ত্রায় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়ায় চ।
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোক্ষয়ায় বটায় তে॥
নমোবক্তে, রূপায় মহাপ্রলয় প্রাণতে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমোনমঃ॥
অমরস্ত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হরমে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোস্তুতে॥"

তৎপরে সপ্তকুল উদ্ধারকরণ কামনাতে, প্রয়াগ-মণ্ডলের শিরোদেশে, যমুনাতে স্নান ও উহার জল পান করিবে। স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনাতে উপবাস করিবে।

প্রতিমাসে প্রয়াগের গঙ্গাতে স্নান করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের অধিকার পাওয়া যায়। মাঘ মাসে প্রয়াগের গঙ্গা-

* এক্ষণে অক্ষয়বটের উত্তরপার্শ্ব সংলগ্ন হইয়া দেওয়াল উঠাতে প্রদক্ষিণ হয় না।

যমুনা-সঙ্গমে স্নানে, গজপতি মহারাজত্ব প্রাপ্তি হয়। তিন দিন মাত্র সঙ্গমে স্নান করিলে, লক্ষ গো-দানের ফল হয়। মাঘ মাসের শুক্ল-পঞ্চমী ও সপ্তমীতে, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলে সহস্র সূর্য্যগ্রহণকালে স্নানের ফল পাওয়া যায়। যে কোন মাসের যে কোন দিনে প্রয়াগে, ব্রহ্মকূপের নিকট গঙ্গাতে স্নান ও কেশ মুণ্ডন করিলে, গয়াতে পিণ্ডদানের ফল, কাশীধামে মরণের ফল ও কুরুক্ষেত্রে দানের ফল পাওয়া যায়।

প্রয়াগতীর্থনায়ক।

"ত্রিবেণীং মাধবং সোমং ভরদ্বাজং শ্রীবাসুকিং
বন্দে অক্ষয়বটং শেষং প্রয়াগ-তীর্থনায়কাং।"

ত্রিবেণী।—যেস্থানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হইয়াছে। এই স্থানকে সাধারণতঃ "বেণীঘাট" বা "সঙ্গম" কহিয়া থাকে। ইহা এলাহাবাদ দুর্গের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। এলাহাবাদ রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে। মাঘ মাসে একমাস স্থায়ী বড় মেলা হয়।

মাধব।—"শ্রীবেণীমাধব" বেণীঘাট হইতে উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে দারাগঞ্জ মহল্লাতে।

সোম—"সোম-তীর্থ।" বেণীমাধব হইতে পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধ মাইল গঙ্গাতীরে শ্রীসোমেশ্বর মহাদেব অবস্থিত। শিবরাত্রির দিনে বড় মেলা হয়।

ভরদ্বাজ—শ্রীভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম। কর্ণেল গঞ্জ মহল্লাতে অবস্থিত। এই স্থানেই শ্রীরামচন্দ্র বনবাসান্তে অযোধ্যা গমনকালে ভরদ্বাজ মুনির অতিথি হইয়াছিলেন।

শ্রীবাসুকি—এই স্থানে "নাগ বাসু" ও "বাসুকি কুণ্ড" অবস্থিত। বক্‌সী বাঁধ মহল্লাতে।

অক্ষয়বট—দুর্গের মধ্যে। বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

শেষ—শেষনাগ। গঙ্গার অপর পারে "ঝুসি" গ্রামে।

(অপরাপর প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।)

কোটীশ্বর মহাদেব—"শিব কোটী" মহল্লাতে গঙ্গাতীরে "কোটী তীর্থের" উপরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাবেশ হওয়াতে এক মাস কাল মেলা হয়। তন্মধ্যে প্রতি সোমবারে অধিক ভিড় হইয়া থাকে।

অলোপী দেবী— "বেণী মাধব" হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় এক মাইল দূরে "অলোপী দেবী" মহল্লাতে। চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ৪ মাস বহু যাত্রীর সমাগম হওয়াতে প্রত্যহ মেলা হয়। তন্মধ্যে সোম ও শুক্রবারে অধিক ভিড় হইয়া থাকে। এই মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল মাত্র ভগবতীর আসন আছে। প্রবাদ আছে যে মুসলমানের অত্যাচার সময়ে মন্দিরস্থ দেবী পাতাল প্রবেশ করিয়া লুপ্ত হইয়াছিলেন।

কামেশ্বর মহাদেব - "মন কামেশ্বর"—দুর্গের পশ্চিম দিকে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে যমুনা-তীরে, কীডগঞ্জ মহল্লাতে।

শ্রীলোকনাথ মহাদেব—"চকের" নিকট আহিয়াপুরে "মীরখাঁ কা সরাই" মহল্লাতে। এই স্থানে দেশী ঘৃত চিনির প্রস্তুত নানাবিধ উত্তম সন্দেশ ও মেঠাইয়ের দোকান আছে।

কল্যাণী দেবী—"খুসিয়াল কা পর্ব্বত" মহল্লাতে। আষাঢ়, শ্রাবণ ও চৈত্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মেলা হইয়া থাকে।

দেবগৃহ মহাদেব—ধূমন গঞ্জ মহল্লাতে। স্থানীয় লোকে "দেওগীর মহাদেও" বলিয়া থাকে। ভাদ্র মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে মেলা হয়। এইস্থানে "মামা-ভাগ্নের তালাব" নামে পুষ্করিণী আছে।

চন্দ্রকূপ—এই কূপ চকের নিকটে "গাড়ী কি সরাই" মহল্লাতে। ইহার চতুর্দ্দিকে মুসলমান পথিক গণের অবস্থানের জন্য যে সরাই আছে উহার নাম "গাড়ী কি সরাই"। এই কূপের জল সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর।

ললিতা দেবী—"মীরাপুর" মহল্লাতে। ইহাই প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠের অন্তর্গত "প্রয়াগে ললিতাদেবী"।

সরস্বতী কুণ্ড—"সারস্বত তীর্থ" দুর্গের দক্ষিণ দ্বারের নিকটে। এই স্থানেই সরস্বতী নদী গুপ্তভাবে গঙ্গা-যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন।

আদি বেণীমাধব—গঙ্গার পূর্ব্ব তটে, আরইল গ্রামে।

পুরন্দর ক্ষেত্র— যমুনাতটে "বারুয়া" ঘাটে।

তক্ষক কুণ্ড—পুরন্দর ক্ষেত্রের নিকট "দরিয়াবাদ" মহাল্লাতে। এখানে তক্ষকেশ্বর মহাদেব।

পাণ্ডব কূপ—ললিতা দেবীর উত্তরে এক মাইল দূরে, "আটালা" মহল্লাতে।

কামেশ্বর নাথ মহাদেব—এলাহাবাদ রেল ষ্টেশনের নিকট "কাচপুরুয়া" মহল্লাতে, রেলওয়ে সীমার মধ্যে।

ত্রব্যেশ্বরনাথ মহাদেব—জন্‌ষ্টন্ গঞ্জের নিকট, "পানদরিয়া" মহল্লাতে।

চক্রতীর্থ—তক্ষককুণ্ডের পশ্চিম সন্নিকটে, "সদিয়াপুর" গ্রামে।

সিন্ধু-সাগর-সঙ্গম—চক্রতীর্থের পশ্চিমে, অর্দ্ধ মাইল দূরে।

সমীয়া দেবী—যমুনাতীরে, করেলা বাগের নিকটে, "বকসী গ্রামে"। সোম ও শুক্রবারে মেলা হয়।

বরখণ্ডীনাথ মহাদেব—সমীয়া দেবীর পশ্চিমে প্রায় এক মাইল দূরে, যমুনাতীরে। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে বড় মেলা হয়।

এতদ্ব্যতীত—প্রয়াগ মাহাত্ম্যে যে সকল তীর্থের বিশেষ পরিচয় আছে, তদ্ব্যতীত প্রয়াগে আরও বহু তীর্থায়তন আছে।

এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান মহাভারতে "বারণাবত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানেই মহাভারতের বর্ণিত প্রসিদ্ধ "যতুগৃহ দাহ" হইয়াছিল। রামায়ণের সময়ে গঙ্গার অপর পারস্থ স্থান সমূহ কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বনগমনকালে, এই স্থানে নৌকাযোগে গঙ্গা-পার হইয়া, এলাহাবাদ জেলাস্থ "শিংরোর" নামক স্থানে ভীলরাজ "গুহকের" সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। প্রয়াগে বৌদ্ধরাজ অশোক নির্ম্মিত যে স্তম্ভ, খ্রীষ্টের ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে, নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহা এলাহাবাদের দুর্গ মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্তম্ভের গাত্রে খোদিত লিপিরূপে অশোক রাজার কীর্ত্তি লিখিত আছে। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত, গুপ্ত বংশীয় রাজা সমুদ্র গুপ্তের দিগ্বিজয় সম্বন্ধেও অনেক কথা এই স্তম্ভের গাত্রে লিখিত আছে। ইহার পর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর, এই স্তম্ভ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার সিংহাসনারোহণ বৃত্তান্ত পারস্য ভাষায় উহার গাত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন। বৌদ্ধ-

তীর্থ-ভ্রমণকারী "ফা-হায়েন" ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, সে সময় পর্য্যন্তও এলাহাবাদ প্রদেশ কোশল রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইত। ইহার দুই শতাব্দী পরে চীনদেশীয় ভ্রমণকারী "হুয়েন সান" নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি যে সময়ে প্রয়াগ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে প্রয়াগে দুইটী বৌদ্ধ মঠ ও অনেকগুলি হিন্দু দেবালয় ছিল। অতঃপর (১১৯৪) খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রয়াগের আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাহার (১১৯৪) পর, এই প্রদেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া, ইংরাজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাহাদের অধীনেই ছিল। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট "বাবর" পাঠান রাজগণের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর প্রয়াগের নাম "ইল্লাহাবাস" (দেব মূর্ত্তির নগরী) ও পরে "এলাহাবাদ" (ঈশ্বর নগরী) রাখিয়াছিলেন। সম্রাট-পুত্র "সেলিম", পিতার বর্ত্তমানে এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা হইয়া, এই স্থানে আপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইঁহারই পিতৃদ্রোহী পুত্র "খসরু" এলাহাবাদে যে সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহা অদ্যাপি "খসরুবাগ" নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুন্দেলাগণ যখন ছত্রসালের অধিনায়কতাতে মোগল রাজ্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, সে সময়ে বুন্দেলা ও মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক এলাহাবাদও আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী অরাজকতার সময়ে এলাহাবাদ একবার অযোধ্যা রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া, পরে মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারে আসিয়াছিল। তৎপরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে

ইংরাজগণ, মহারাষ্ট্রীয়গণকে দূরীভূত করিয়া, দিল্লীরাজ "সাহ-আলমকে" পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে কয়েক বৎসর কাল এলাহাবাদ সম্রাটের বাসস্থান হইয়াছিল। অতঃপর ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাহ আলম দিল্লীতে আপন বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া গিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, ইংরাজগণ, এই প্রদেশ রাজ-শূন্য দেখিয়া, অযোধ্যার নবাবের নিকট ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন। পরে ইংরাজের নিকট অযোধ্যায় নবাবের অনেক টাকা ঋণ হওয়ায়, ঐ ঋণের পরিবর্ত্তে, নবাব ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ ইংরাজকে অর্পণ করেন। তদবধি তীর্থরাজ প্রয়াগ সসম্মানে ব্রিটিশ পতাকার আশ্রয়ে সুরক্ষিত হইতেছে।

এলাহাবাদ সহর যুক্ত প্রদেশের মধ্যে আকৃতিতে তৃতীয়, কিন্তু রাজকীয় বিভাগানুসারে, স্থানীয় গবর্নমেণ্টের রাজধানী হওয়াতে, সর্ব্ব প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে সর্ব্ব প্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। তৎপর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী উঠাইয়া আগরাতে লওয়া হয়। অতঃপর সিপাহি বিদ্রোহের পর, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় আগরা হইতে এলাহাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইয়া, অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এলাহাবাদ বোম্বাই হইতে ৮৪৪ মাইল, কলিকাতা হইতে ৫১৪ মাইল এবং কাশী হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। এলাহাবাদ সহর, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত থাকায়, পরকীয় আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত বোধে, মোগল সম্রাটগণ এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম হওয়াতে, এলাহাবাদ সহর উপদ্বীপাকৃতি হইয়াছে। এই

উপদ্বীপের মধ্যস্থিত, যমুনার তীরবর্ত্তী স্থানের নাম "কীড্‌গঞ্জ" ও গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানের নাম "দারাগঞ্জ"। এই দারাগঞ্জেই প্রয়াগ-রাজ "শ্রীবেণীমাধবের" মন্দির অবস্থিত গঙ্গার অপর পারে, দারা-গঞ্জের ঠিক সম্মুখে "ঝুসি", ও কীড্‌গঞ্জের সম্মুখে "আরাইল" নামক প্রাচীন নগরীদ্বয় অবস্থিত। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্চ যোজন বিস্তৃত বৃত্তক্ষেত্রই "প্রয়াগ মণ্ডল" বলিয়া অভি-হিত, সুতরাং গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থিত কীডগঞ্জ ও দারাগঞ্জ, ও গঙ্গার অপর পারস্থ "ঝুসি ও আরাইল" লইয়া প্রয়াগের মণ্ডল; অতএব কীডগঞ্জ, দারাগঞ্জ, ঝুসি, আরাইল ও ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমুদয়ই প্রয়াগ মণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী। পাচীনকালে "ঝুসি ও আরাইল" নগরীদ্বয় "প্রতিষ্ঠানপুর" নামে বিখ্যাত ছিল। কালক্রমে প্রাচীন নগরী প্রতিষ্ঠানপুর, ঝুসি ও আরাইল নামক দুই পল্লীতে বিভক্ত হইয়া, অদ্যাপি এই এই নামে অভিহিত হইতেছে। মধ্যে সম্রাট আকবর, আরাইলের নাম "জেলেলাবাদ" রাখিয়াছিলেন। অতঃপর ঐ নাম লুপ্ত হইয়া, পুনরায় আরাইল নামই প্রসিদ্ধ হই-য়াছে। ঝুসি ও আরাইল গ্রামদ্বয়ে বহু প্রাচীন দেবালয় ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া, প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পুরের গৌরবের পরিচয় দিতেছে। এই নগরীদ্বয়ের মধ্যে, প্রাচীন ঋষিগণের অনেক তপস্যা স্থানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখনও অনেক সাধু সন্ন্যাসী এই স্থানে বাস করিতেছেন। প্রাচীন কালে এই পতিষ্ঠানপুরে "পুরুরবা" নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে এ প্রদেশে অনেক কথা প্রচলিত আছে, যথা:—

"অন্ধের নগরি অবুঝ রাজা।
টাকা × সের ভাজি * টাকা সের খাজা।"

বাঙ্গালা দেশে যে "হব চন্দ্র রাজার গব চন্দ্র মন্ত্রী" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্য আছে, তাহাও এই রাজ্য সম্বন্ধীয় গল্প বলিয়াই অনুমিত হয়। স্বর্গ-লাভের প্রলোভনে পড়িয়া যে এক রাজা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে, স্বয়ং শূলে চড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, উহাও এই রাজ্যের রাজা "পুরুরবা" সম্বন্ধীয় গল্প বলিয়াই কথিত হয়। এ প্রদেশে প্রবাদ আছে যে পুরুরবার রাজধানী কোন সময়ে উল্টাইয়া গিয়াছিল। এই প্রবাদ বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ, শুনিতে পাওয়া যায় এই স্থানে এখনও কূপাদি খনন কালে ধরাগর্ভে দুই একটি প্রাচীন গৃহাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়, যাহার ছাত নিম্নদিকে ও মেঝে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্ট হয়। যতুগৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। নগর উল্‌টাইবার সঙ্গে উহাও উল্‌টাইয়া গিয়াছিল বলিয়া উহাকে "উল্‌টা কেল্লা" বা "লক্ষাগৃহ" বলিয়া থাকে। ঝুসি গ্রামে এখনও দুইটি অতি প্রাচীন, বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; উহা যে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ এবং কত দিনের, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, সিপাই বিদ্রোহের সময়ে, এলাহাবাদে বিদ্রোহিগণের একটী বিশেষ কেন্দ্র হইয়াছিল। সিপাই বিদ্রোহের পর, তৎকালীন কমিশনার "থর্ণহিল" সাহেব, এলাহাবাদ সহরকে "ক্যান্টনমেণ্ট", "এলাহাবাদ সহর". ও "সিভিল ষ্টেশন", এই

× টাকা – অর্দ্ধআনা, * ভাজি = শাক।

তিন ভাগে বিভক্ত করেন। "সিভিল ষ্টেশন" অংশ, সরকারি আফিস, আদালত এবং ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় সরকারি উচ্চ কর্ম্মচারী, ও উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের বাসস্থান হওয়াতে, উত্তম উত্তম বাসগৃহ, ও সুদৃশ্য, সুপ্রশস্ত রাস্তাতে পরিপূর্ণ। "সাউথ রোড" নামক একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব্ব পশ্চিম দৈর্ঘ্যে অবস্থিত থাকিয়া, সিভিল ষ্টেশনকে, এলাহাবাদ সহর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই রাস্তার সহিত সমান্তরাল হইয়া, ক্যানিং রোড, এলগিন্ রোড, এডমন-ষ্টোন রোড, ক্লাব রোড, থর্ণহিল রোড ও মুইর রোড নামক সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত রাস্তাগুলি, পূর্ব্ব পশ্চিম দৈর্ঘ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল রাস্তার সহিত সমকোণ করিয়া, ষ্টেনলি রোড, লায়ল রোড, কুপার রোড, এলবার্ট রোড, ষ্টাচি রোড, ক্লাইব রোড, কলভিন রোড, কুইন্‌স্ রোড, ড্রমণ্ড রোড, হেষ্টিংস্ রোড, মন্ড রোড, নেপিয়ার রোড, ও লরেন্স রোড, নামক রাস্তা গুলি, উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্যে অবস্থিত থাকিয়া, সিভিল ষ্টেশনের শোভা আরো বৃদ্ধি করিয়াছে। কানপুর রোড, সিভিল ষ্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, খুমন গঞ্জ হইতে প্রবেশ করিয়া কর্ণভাবে, উত্তর পূর্ব্ব কোণে "মেও হল" পর্য্যন্ত, সিভিল ষ্টেসনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

সিভিল ষ্টেশনের এই অংশের নাম, ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের নামানুসারে, "ক্যানিংটন" রাখা হইয়াছে। এলাহাবাদের জেনারেল পোষ্টাফিস্ ক্যানিং রোডের উপরে অবস্থিত। ষ্টেন্‌লি রোডের উপরে "নর্থওয়েষ্ট প্রভিন্‌স্ ক্লাব" নামে ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীগণের আমোদ, আরামের জন্য,

লাল বর্ণের ইষ্টক নির্ম্মিত এক সুপ্রশস্ত ও সুন্দর বাড়ী আছে। এলাহাবাদ রেল ষ্টেশনের নিকটে, কুইন্স রোডের উপরে, গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস ও ক্যানিংটন পুলিশ ষ্টেশন অবস্থিত। যে স্থানে ক্যানিংরোড ও কুইন্স রোড সম্মিলিত হইয়াছে, তথায় প্রস্তর নির্ম্মিত একটি সুন্দর গির্জ্জা ঘর আছে। উহার পশ্চাতে, কুইন্স রোডের পশ্চিমে, সরকারি ছাপাখানা আছে। ইহার পরেই বৃহদায়তনের চারিটী চতুষ্কোণ দ্বিতল বাটি; উহার মধ্যে, কুইন্স রোডের পশ্চিমের দুইটিতে গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েট ও একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের আফিস; আর ঐ রাস্তার পূর্ব্বদিকের দুইটিতে হাইকোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ড। এই বাড়ীগুলি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এলাহাবাদের সিভিল ষ্টেশনের মধ্য দিয়া "সিটি রোড" নামক যে সুপ্রশস্ত রাস্তা, সূর্য্যাকুণ্ডের নিকটস্থ রেলওয়ের পুল হইতে "কাটরা" বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই রাস্তার উপরে "আলফ্রেড পার্ক" নামক সুন্দর সরকারী উদ্যান। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন রাজভ্রাতা, ডিউক অব এডিনবরা, ভারত ভ্রমণকালে, এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে, তাঁহার আগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ, এলাহাবাদের তৎকালীন লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর সার উইলিয়ম মুইর এই উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করিয়া, উহার নাম "আলফ্রেড পার্ক" রাখেন। আলফ্রেড পার্ক, এলাহাবাদের একটী প্রধান ভূষণ। এই উদ্যানের ক্ষেত্রফল প্রায় ৪০০ শত বিঘা। এই উদ্যানের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক ৮০০০ হাজার ও গভর্ণমেণ্টের ১৬০০ শত টাকা, বৃত্তি নির্দ্ধারিত

আছে। ইহার মধ্যস্থলে "থর্ণহিল-মেইন মেমোরিয়াল" নামে একটি সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ আছে। এই গৃহ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯০০০০ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এই গৃহে এলাহাবাদের যাদুঘর ও গভর্ণমেণ্টের পুস্তকালয় অবস্থিত। এই যাদুঘর ও পুস্তকালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহজন্য মাঘ মেলা তহবিল হইতে বার্ষিক ৩৬০০ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। এই উদ্যানের সম্মুখে, পার্ক রোডের অপর পার্শ্বে, গভর্ণমেণ্ট হাউস্; অর্থাৎ প্রদেশীয় লাটসাহেবের বাসস্থান অবস্থিত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লেপ্টন্যাণ্ট গভর্ণর "লোথার ক্যাসেল" নামক অপর এক বাটিতে বাস করিতেন। পরে সার উইলিয়ম মূইর এই নূতন বাটি প্রস্তুত করাইয়া, "লোথার ক্যাসেল" হইতে আপন বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া, এই বাটিতে আসেন। তৎপরে "লোথার ক্যাসেল" নামক বাটিতে "মূইর কলেজ" স্থাপিত হয়। হ্যারিসন সাহেব এই কলেজের সর্ব্ব প্রথম প্রিন্সপ্যাল হন। এক্ষণে লোথার ক্যাসেল, দ্বারবঙ্গ-রাজের প্রয়াগস্থ প্রাসাদ হইয়াছে। আলফ্রেড পার্কের উত্তরে, মূইর কলেজের বর্ত্তমান বাটি অবস্থিত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক এই বাটির বনিয়াদ পত্তন ও পূর্ব্ববর্ত্তী লেপ্টন্যাণ্ট গভর্ণর সার উইলিয়ম মূইরের নামানুসারে নামকরণ হয়। এই বাটি চতুর্ভুজাকারে প্রস্তুত। উহার তিন দিকেই সুন্দর গৃহ। দক্ষিণ দিকে একটি প্রকাণ্ড হল। তাহার উপরে একটি ডোম্। প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি উচ্চ স্তম্ভ। কলেজ প্রাসাদ পশ্চিমাভিমুখী। মধ্যবর্ত্তী প্রবেশ দ্বারের উপরে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ডোম্। চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের উত্তর দিকে অধ্যাপকগণের বিশ্রাম গৃহ;

এই অংশের উপরিভাগও একটী সুচিত্রিত ডোম্ আছে। এই বাটির দরজাতে সার উইলিয়ম মূইরের একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। মূইর কলেজের পশ্চিমে, ক্লাব রোডের উপরে, "মেও হল" নামক একটী লাল বর্ণের ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ আছে। সেই বাটি এলাহাবাদের টাউনহল রূপে জনসাধারণের সভা সমিতির জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি ও গভর্ণমেণ্ট এবং উদ্যোক্তাগণের চাঁদাতে ১৮৫০০০ টাকা ব্যয়ে এই গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই গৃহে লর্ড মেওর একটি সুন্দর তৈলচিত্র আছে। এলাহাবাদের "চৌক" নামে বাজারটী সহরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও দেখিতে সুন্দর। এই বাজারের মধ্যস্থলে সমায়তনের তিনটি বৃহৎ গৃহের মধ্যে একটিতে তরকারি ও ফলাদি, ও অপর দুইটিতে নানাবিধ বস্ত্রাদি সুসজ্জিত থাকিয়া দর্শক ও ক্রেতাগণের মন হরণ করিতেছে।

এলাহাবাদ রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, অনতিদূরে "খস্‌রুবাগ" নামক প্রসিদ্ধ উদ্যান। এই উদ্যানের চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত। সমগ্র উদ্যান ৫০০ ফুট ভুজবিশিষ্ট একটী বর্গক্ষেত্র; এই উদ্যানের উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে দুইটী প্রকাণ্ড দরজা আছে। প্রত্যেক দরজাই ৬০ ফুট উচ্চ, এবং নিম্নে ৬০ ফুট গভীর। এই উদ্যানের মধ্যে তিনটী মস্‌জিদ্ আছে। পূর্ব্বদিকের মস্‌জিদে সুলতান খস্‌রুর কবর আছে। উহার পশ্চিমে নুরজাহানের সিনাটোপ, তাহার পশ্চিমে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী "সাহিবা" বেগমের কবর। খসরুর কবর গৃহটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সুচিত্রিত। খস্‌রুর কবরের দুই পার্শ্বে তাহার দুই পুত্রের কবর আছে। এই উদ্যানের মধ্যে এলাহাবাদ

মিউনিসিপ্যালিটির জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। খস্‌রু-বাগের দক্ষিণাংশে সুলতান খস্‌রুর যে অতিথিশালা ছিল, উহা এক্ষণে মুসলমান পথিক গণের সরাইরূপে ব্যবহৃত হইতেছে ও উহার প্রাঙ্গণ ভূমিতে, মিউনিসিপ্যালিটি এক সবজি বাজার স্থাপিত করিয়াছেন। উহার মধ্য দিয়া "গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড", এলাহাবাদ সহর পরিত্যাগ করত, কানপুরাভিমুখে গিয়াছে।

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা এক্ষণে ইংরেজ রাজের ব্যবহারে আসিয়াছে। দুর্গমধ্যস্থিত প্রাচীন গৃহাদি সমস্ত অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন কোন গৃহের বহির্ভাগ, বর্ত্তমান রণকৌশলের উপযোগী করিয়া, ইংরাজকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধরাজ অশোক নির্ম্মিত স্তম্ভও এই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। এই স্তম্ভের যে অংশ আদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ। অক্ষয়বট ও তদনুসঙ্গিক দেবমূর্ত্তি ইত্যাদিও এই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক হিন্দুর বহু দেবমূর্ত্তি নষ্ট হইলেও, মহামনা আকবর অক্ষয়বটকে সযত্নে দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন-কীর্ত্তি-রক্ষক ইংরাজ-রাজও সযত্নে উহা রক্ষা করিতেছেন। অক্ষয়বট দর্শনার্থী, তীর্থ যাত্রীগণ, দুর্গের গঙ্গাতীরস্থ পূর্ব্বদ্বার দিয়া, দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করত, দুর্গমধ্যস্থ "অক্ষয় বট" ও "অশোকস্তম্ভাদি" দর্শন করিয়া, দুর্গের পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। গঙ্গাতীরস্থ দ্বারে যে সিপাই পাহারা আছে, সে ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর উপস্থিত যাত্রীগণকে লইয়া অক্ষয় বটের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। তথায় অক্ষয়বটের সেবাইত, গোঁসাই উপাধিধারী

পাণ্ডাগণ, উপস্থিত যাত্রীগণকে লইয়া মৃত্তিকা-নিম্নস্থ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদিগকে অক্ষয় বট ও অপরাপর দেবমূর্ত্তি সকল দর্শন করাইয়া থাকেন। দর্শন হইয়া গেলে অপর একজন সিপাই যাত্রীদিগকে সঙ্গে করিয়া, দুর্গের পশ্চিম দরজা দিয়া, বাহির করিয়া দেয়। অক্ষয় বট হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দরজার দিকে যাইবার সময় "অশোক স্তম্ভের" নিকট দিয়া যাইতে হয়। মূর্খেরা উহাকে "ভীমের গদা" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে ভূনিম্নস্থ, অক্ষয় বটের মন্দির ও উহার প্রবেশ-দ্বার সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল; গোঁসাইগণ প্রদীপ ধরিয়া যাত্রীগণকে দর্শন করাইতেন। এক্ষণে ইংরাজ-রাজ কৃপা করিয়া মন্দির ও উহার প্রবেশপথের উপরিভাগে অনেকগুলি জানালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ঐ জানালাগুলি লোহার শিক দিয়া বন্ধ করিয়া, বৃষ্টি-জল নিবারণের জন্য, উপরে পাথরের আবরণ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঐরূপ আবরণে কাকাদি পক্ষীর দ্বারা, ও দুর্গস্থিত ইংরেজ শিশুগণের ক্রীড়াচ্ছলে অস্থি ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্য নিক্ষেপ নিবারণ হইত না। সময়ে সময়ে পক্ষী ও ইংরেজ শিশুগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্পৃশ্য দ্রব্যে মন্দির ও প্রবেশের পথ অত্যন্ত অপরিস্কৃত হইত। নদীয়া জেলান্তর্গত চণ্ডীপুর নিবাসী, কাশীধামস্থিত বারাণসী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রাসমোহন সরকারের যত্ন ও চেষ্টাতে, সম্প্রতি (১৯১১ সনের জানুয়ারি) ঐ জানালাগুলি, প্রয়াগস্থ পাণ্ডা শ্রীবদ্রীনারায়ণ গঙ্গারাম এক-কথাওয়ালার ব্যয়ে লৌহজাল দ্বারা আবৃত হওয়াতে, মন্দির ও প্রবেশ পথের পবিত্রতা রক্ষা হইতেছে। এই সৎকার্য্যের জন্য উপরোক্ত

পাণ্ডা মহাশয় যাবতীয় হিন্দুসন্তানের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

অক্ষয় বটের প্রবেশ-দ্বার হইতে মৃত্তিকা নিম্নস্থ পথে পূর্ব্ব দিকে ৩৫ ফুট গিয়া, দক্ষিণ দিকে ১০ ফুটের পর, অক্ষয়বট অবস্থিত। ঐ বৃক্ষ, উহার মূল হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে "দোডালা" হইয়াছে, এবং ঐ শাখাদ্বয়ের কিঞ্চিদূর্দ্ধে কাটিয়া ভূমিতলের সহিত সমান করা হইয়াছে। শাখা সহ বৃক্ষটি প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বৃক্ষের গাত্রে স্থানে স্থানে, নব পল্লবের অঙ্কুর দেখা দিয়া, অক্ষয় বৃক্ষের অক্ষয় জীবনের প্রমাণ দিতেছে। অক্ষয় বটের পশ্চাদ্ভাগে, দেওয়ালের গাত্রে, একটি চতুষ্কোণ গহ্বর আছে। ঐ গর্ত্ত সম্বন্ধে শাস্ত্র-বিশ্বাসিগণ মধ্যে কেহ কেহ, উহা কৈলাসের পথ, কেহ বা বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পথ বলিয়া বিশ্বাস করেন।

এলাহাবাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান (E. I. R.) ও আউধ এণ্ড রোহিল খণ্ড (O. R. R.) রেলওয়ের সংযোগ হইয়াছে। কাশী হইতে প্রয়াগে আসিতে আউধ রোহিল খণ্ড রেল-পথে আসাই সুবিধা। শেষোক্ত রেল-পথে, মোগলসরাই ষ্টেশনে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল হইতে নির্গত হইয়া, কাশী হইয়া, এলাহাবাদ ষ্টেশনে পুনরায় ই, আই, রেলের সহিত মিলিয়াছে; সুতরাং এই রেলে আসিলে কাশী হইতে এক গাড়ীতেই এলাহাবাদে উপস্থিত হওয়া যায়। এই পথে প্রয়াগে আসিতে, সহরের প্রান্তভাগে "এলাহাবাদ সিটি" বা "প্রয়াগ" নামক ষ্টেশনে পাওয়া যায়। এই ষ্টেশনকে সাধারণত লোকে "এলেন গঞ্জ" ষ্টেশন বলিয়া থাকে। তৎপরে সহরের মধ্যস্থলে এলাহাবাদ নামক বড়

ষ্টেশন। আর কাশী হইতে, ই, আই, রেল পথে প্রয়াগে আসিতে, মোগলসরাই পর্য্যন্ত "ও, আর" রেলে আসিয়া, গাড়ী পরিবর্ত্তন করত, ই, আই, রেল যোগে, এলাহাবাদে আসা যায়। এই পথে আসিতে, সহরের বহির্ভাগে "নাইনি" নামক ষ্টেশন পাওয়া যায়, ও তৎপরে, সহরের মধ্যস্থিত এলাহাবাদ ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া যায়। যাত্রীগণ উপরোক্ত তিন ষ্টেশনেই নামা, উঠা করিয়া থাকে। এলেনগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটে নবাগত বিদেশী যাত্রীর অবস্থানের বিশেষ সুবিধা নাই। নাইনী ও এলাহাবাদ ষ্টেশনের সন্নিকটে, ঠিক সম্মুখে, মির্জাপুর নিবাসী স্বর্গীয় মহানুভব শেঠ সেবারাম মন্নুলালের দুইটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। উক্ত স্বর্গীয় শেঠ মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাংহানিয়া মহাশয়ের সুবন্দোবস্তে ঐ দুই ধর্ম্মশালাতে, বিদেশী যাত্রীগণ সযত্নে ও সমাদরে বাসস্থান পাইয়া থাকেন। এলাহাবাদ ষ্টেশনের নিকটস্থ ধর্ম্মশালাতে শেঠমহাশয়ের একজন কর্ম্মচারী, দুইজন জমাদার ও কয়েকজন বেহারা নিযুক্ত আছে। তাহারা উপস্থিত যাত্রীগণের সেবা ও তত্বাবধান করিতে আদিষ্ট। এই সুন্দর, সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ সদৃশ ধর্ম্মশালাতে, রাজা জমীদার হইতে, দরিদ্র ভিক্ষাজীবীর পর্য্যন্ত বাসোপযুক্ত স্থান আছে। দরিদ্র অতিথিগণ আহার পর্য্যন্ত পাইয়াও থাকে। প্রত্যহ নবাগত অতিথির স্থানাভাব হইতে পারে, আশঙ্কাতে, শেঠ মহাশয়ের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত কাহারই তিন দিনের অধিক বাসের অনুমতি নাই। নাইনী ষ্টেশনের নিকটস্থ ধর্ম্মশালাটীও সুন্দর ও বৃহৎ; কিন্তু তথায় অতিথি সংখ্যা অধিক হয় না বলিয়া, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুই এক জন দ্বারবান, বেহারা ব্যতীত, বিশেষ কোন

বন্দোবস্ত নাই। উপরোক্ত দুই ধর্ম্মশালা ব্যতীত, এলাহবাদ সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে, অন্যান্য মহানুভব ব্যক্তির নির্ম্মিত কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে তন্মধ্যে মুঠিগঞ্জ মহল্লাতে, বোম্বাই নিবাসী খ্যাতনামা শেঠ গোকুলদাস তেজপালের ধর্ম্মশালাই বৃহৎ, সুন্দর ও মনোহর। ঐসকল ধর্ম্মশালাতে যদিও সর্ব্বদেশীয় হিন্দু অতিথিগণই আশ্রয় পাইয়া থাকেন; তথাপি অধিকারী-গণের স্বজাতি বা স্বদেশবাসীগণ অপেক্ষাকৃত সমাদৃত হইয়া থাকেন; কিন্তু বাবু বিহারীলালের ধর্ম্মশালাদ্বয়ে স্বদেশী, বিদেশী, স্বজাতি বিজাতীনির্ব্বিশেষে, সকল অতিথিই যথোপযুক্ত ভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। এই সমদর্শিতার জন্য কেবলমাত্র ধর্ম্মশালার অধিপতি বাবু বিহারীলাল ও কুঞ্জলালই নহেন, তাঁহাদিগের গৌড়ীয় সৎ-ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত সুযোগ্য কর্ম্মচারী মঙ্গলচাঁদজীও হিন্দু সাধারণের প্রশংসার পাত্র।

তীর্থযাত্রীগণের, তীর্থযাত্রা সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসমূহ মূল গ্রন্থে ও পরিশিষ্টের "প্রয়াগ পদ্ধতি" নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রয়াগ-তীর্থে গমনাগমন ও অবস্থান সম্বন্ধীয় কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

তীর্থযাত্রীগণ, দেশ হইতে যাত্রা করিবার সময়ে "সেঁতো" উপাধিধারী ২।১ জন চতুর লোককে সঙ্গে লইয়া থাকে। "সেঁতো-গণ" যাত্রীগণের চালক ভাবে রেলের টিকিট হইতে খাদ্যদ্রব্যের হাট বাজার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে ও বিদেশে তাহাদের চালান ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বলিয়া, যাত্রীগণ সেঁতোগণের যাবতীয় ব্যয় ব্যতীতও কিছু পারিশ্রমিক দিয়া থাকেন। সেঁতোগণ যাত্রী-দিগকে বিদেশের হাট বাজারের ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচাইয়া চলেন

বলিয়া যাত্রীগণ তীর্থ-স্থান ও তীর্থ-পথের বাজার দর প্রভৃতি কিছুই অবগত নহে। তবে একথা সকলেই জানে, যে ইংরেজ-রাজ্যে, একই রাজ্যের বিভিন্নস্থানে, মূল্যের বিশেষ বৈষম্য হয়না। সাধারণ আবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহের মূল্য, সর্বত্র তীর্থযাত্রীর স্বদেশের সমান না হইলেও, দুই এক পয়সার তারতম্য ব্যতীত, অধিক নহে; স্থানীয় দ্রব্যজাত এবং ফলমূলে পাওয়া যায়। রেল ভাড়ার পরিমাণ, টিকিটের উপরে, বহু ভাষায় মুদ্রিত থাকে। সময়ে সময়ে অসুবিধা ও উৎপাৎ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, তীর্থযাত্রী-গণকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায়; কিন্তু ঐ সকল অসুবিধা বা উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা, অবস্থা ও পক্ষ বিবেচনায়, ষ্টেশনমাষ্টার অথবা রেল-পুলিসের ইন্‌স্‌-পেক্টরের গোচর করিলে, পুণ্য করিতে আসিয়া পাপের প্রশ্রয় দিতে হয় না। ষ্টেশনমাষ্টার ষ্টেশনেই উপস্থিত থাকেন; এবং রেল পুলিসের ইন্‌স্পেক্টরও, ষ্টেশনের অন্তর্বর্ত্তী রেল-পুলিস থানাতে থাকেন। কোন প্রতিবন্ধক হেতু, কোন যাত্রীর উপরোক্ত কর্ম্মচারীদ্বয়ের সমীপস্থ হওয়া অসাধ্য হইলে, তিনি একখানি পোষ্টকার্ডে যে কোন ভাষায়, অসুবিধা বা উৎপাতের মর্ম্ম লিখিয়া, পক্ষানুসারে "রেলওয়ের ম্যানেজার" বা "গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" সাহেবের নামাঙ্কিত করত, কোন এক ডাকের বাক্সে ফেলিয়া দিলেই, সুবিচারের আশা করা যায়। সকল তীর্থ স্থানেই, সেতোগণের ২।১ জন করিয়া, পরিচিত পাণ্ডা আছে; সুতরাং তাহারা ষ্টেশনের নিকটে নানা সুবিধা-সমন্বিত ধর্ম্মশালা থাকা সত্বেও, যাত্রীগণকে আপন পরিচিত পাণ্ডার বাড়ীতে লইয়া যায়। পাণ্ডাগণ তীর্থযাত্রীগণের নিকট

হইতে, নানা প্রকারে যে পয়সা আদায় করিয়া থাকেন, তাহার অর্দ্ধাংশ, কখন কখনও বা তদধিকাংশ, সেতোগণকে দিয়া থাকেন। সেতোগণ ব্যতীত, পাণ্ডাগণের নিয়োজিত, বেতন বা অংশ ভোগী, আর কতকগুলি লোক আছে। তাহারা কেহ কেহ বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, তীর্থযাত্রী সংগ্রহ করত, সেতোদিগের মত, পাণ্ডাগণের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ, বঙ্গদেশের গোয়ালন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, রেলওয়ের বড় বড় জংশন ষ্টেশনে, এবং গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ও অপরাপর তীর্থস্থানে উপস্থিত থাকে। ইহারা যাত্রীগণকে নানারূপ বলিয়া কহিয়া আপন আপন পাণ্ডার নিকটে লইয়া আসে; স্থলবিশেষে, যাত্রীগণ তাহাদিগকে স্বীকার না করিলেও, তাহারা যাত্রীর সঙ্গ লইয়া প্রয়াগ পর্য্যন্ত আসে, এবং যাত্রীদিগকে, ছলে বলে কৌশলে, নিজ প্রভুর নিকটে লইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অপর তীর্থের পাণ্ডাগণও আপন তীর্থস্থানে যাত্রীসংগ্রহ করত, নিরুপদ্রবে যাত্রীগণের তথাকার তীর্থক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া, কোন উপলক্ষে, সঙ্গ লয়, এবং অপর তীর্থে আপন পরিচিত পাণ্ডার নিকটে লইয়া যায়। এই সকল লোক ব্যতীত, কাশী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে আরও কতকগুলি লোক আছে, তাহারা কোন উপলক্ষ করিয়া তীর্থযাত্রী-গণের সহিত আলাপ পরিচয় করে, এবং তাহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া, যাত্রীগণের সহযাত্রী বা পরিচালক ভাবে যাইয়া অপরাপর তীর্থের পাণ্ডাগণের নিকট হইতে দালালী লইয়া থাকে। কেহ কেহ বা যাত্রীগণকে সুপারিষ পত্র দিয়া আপন পরিচিত পাণ্ডার নিকটে পাঠাইয়া দেয়। কেহবা যাত্রীগণের সহিত আলাপ

করিবার উদ্দেশ্যে, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের, কোন কোন যাত্রীনিবাসের নিকটে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। যাত্রীগণ কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ঐ সকল দোকানে উপস্থিত হইলেই, উহারা যাত্রীগণের সহিত আলাপ করত, তাহাদের গন্তব্য তীর্থে আপন পরিচিত পাণ্ডার প্রশংসা ও তাহাদিগের নিকটে যাইবার জন্য অনুরোধ এবং কখন কখনও বা সুপারিষ-পত্রও দিয়া থাকে; এবং যাত্রীগণের গমনের সময়, উক্ত পাণ্ডার নিকটে তার বা পত্র দ্বারা সংবাদ দেয়। এই সকল কারণে রেলওয়ে পুলিশ, উপরোক্ত সেতো, দালাল, পাণ্ডা বা পাণ্ডার লোককে, যাত্রীগণের সঙ্গে বা রেল ষ্টেশনের নিকটে, দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে তাড়া করে। ধরিতে পারিলে সময়ে সময়ে লাঞ্ছিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও থাকে। এই জন্য ঐ দালাল লোক-গুলি, ছদ্মবেশে যাত্রীগণের সহিত গমন ও সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। ঐ লোকগুলির উপর পুলিশের প্রখর দৃষ্টি থাকাতে, মনুষ্যমলে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারের ন্যায়, রেল ষ্টেশনে নূতন আর এক জাতীয় দালালের সৃষ্টি হইয়াছে—উহারা গাড়ী ও এক্কাওয়ালা। তীর্থ-যাত্রীগণ রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেই, এই শ্রেণীর দালালগণ আপন আপন গাড়ী বা এক্কা লইয়া, তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কোন যাত্রী ধর্ম্মশালাতে যাইতে চাহিলে, "ধর্ম্মশালা অনেক দূরে," অথবা "সম্মুখের ধর্ম্মশালাতে প্লেগাদি সংক্রামক রোগ হইতেছে, চলুন অপর ধর্ম্মশালাতে লইয়া যাইতেছি" ইত্যাদি কথা বলিয়া, আপন পরিচিত পাণ্ডার নিকটে লইয়া যায়। কোন যাত্রী, তাহার পরিচিত কোন পাণ্ডার বাড়ীতে যাইবার জন্য, গাড়ী বা এক্কা ভাড়া করিলে, উহারা সেই পাণ্ডার

বাড়ীতে লইয়া যাইবার নাম করিয়া, অপর পাণ্ডার গৃহে উপস্থিত করে। এবং শেষোক্ত পাণ্ডার নিকট হইতে যাত্রীগণের আনুমানিক দক্ষিণার অর্দ্ধেক বা তদধিকাংশ, অগ্রিম লইয়া প্রস্থান করে। নিতান্ত সাদা সিধা যাত্রী পাইলে, ইহারা পাণ্ডার অপেক্ষা না করিয়াও, স্বয়ং পাণ্ডা পরিচয়ে, বেণীঘাটের কিয়ৎ দূরে, যমুনা নদীর অপর কোন ঘাটে, যাত্রীগণের তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বিদায় করে। উপরোক্ত বহু প্রকারের দালাল গণের দ্বারা পাণ্ডাগণ যেসকল যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন, ঐ সকল যাত্রী, ধর্ম্মভাবে ও স্বেচ্ছাক্রমে পাণ্ডাদিগকে যে অর্থ দান করে, তাহাতে, তাঁহাদের প্রদত্ত দালালী বাদে, কিছুই থাকে না। এমন কি, সময়ে সময়ে যাত্রীপ্রদত্ত দক্ষিণা অপেক্ষা, তাঁহাদের প্রদত্ত দালালী অত্যধিক হইয়া যায়। এজন্য, সময়ে সময়ে শুনা যায়, পাণ্ডাগণ নানাপ্রকার ছল, চাতুরী ও বল প্রয়োগ করত, যাত্রীগণের তহবিল ঝাড়িয়া লইয়া থাকেন। পাণ্ডাগণ পুলিশ কর্তৃক ষ্টেশনে বা ষ্টেশনের নিকটে যাইতে নিষিদ্ধ হওয়াতেই, একাওয়ালাগণের দালালী সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, গাড়ী ও একাওয়ালাগণের " মার্ফৎ ভিন্ন, পাণ্ডাদিগের যাত্রী পাইবার কোন আশা নাই; সুতরাং যে পাণ্ডা যত অধিক দালালী দিবে, তাহার নিকটেই একাওয়ালাগণ যাত্রী লইয়া যাইবে। এই কার্য্যের জন্য, কোন কোন পাণ্ডা, কোন কোন গাড়ী বা একাওয়ালাকে, ঋণ ভাবে, বহু টাকা অগ্রিম দাদন করিয়া রাখিয়াছেন।

রেলওয়ের সীমার মধ্যে তীর্থযাত্রীর বিপদাপদ হইলে, যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে, প্রয়াগ বা এলাহাবাদ সহরের যেকোন স্থানে যাত্রীগণের যে কোন প্রকারের আপদ উপস্থিত হইলে, সহরের "পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার" সাহেবের গোচর করা কর্ত্তব্য। "চক" বাজারের সন্নিকটে কোতোয়ালী থানার প্রকাণ্ড বাড়ী। ঐ বাড়ীতে সহরের "পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার" বা "সহর-কোতয়াল" সাহেব অবস্থিতি করেন। তাঁহার সমাপস্থ হওয়ার কোন প্রকার প্রতিবন্ধক হইলে, রেলওয়ের মত, এক খানি পোষ্টকার্ডে বৃত্তান্ত লিখিয়া, এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত "জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট" সাহেব বাহাদুরের নামে, সহরস্থ কোন ডাক বাক্সে, সেই পোষ্টকার্ডখানি নিক্ষেপ করিলে, প্রতিকারের আশা আছে। এলাহাবাদের বর্ত্তমান জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সি, মুর এম, এ; আই, সি, এস, মহোদয়, তীর্থযাত্রীর ক্লেশ নিবারণের জন্য বিশেষ উৎযোগী; তজ্জন্যই তীর্থযাত্রীর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত হইল।

উপরোক্ত যত প্রকার তীর্থোপদ্রব উল্লেখিত হইল, তাহার, অপেক্ষাকৃত অধিকাংশই বাঙ্গালী যাত্রীর উপরে হইয়া থাকে; কারণ বাঙ্গালীগণ অপমান বা লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, অপর প্রদেশের যাত্রীগণ তদ্রূপ মুক্তহস্ত নহে, সুতরাং "শুষ্ক কাষ্ঠ ঠেঙ্গাইয়া লাভ নাই" বলিয়া, বাঙ্গালীর উপরেই অধিক "কষাঘাং" হইয়া থাকে।

এলাহাবাদে কার্য্য উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী বাস করেন। তন্মধ্যে কোন কোন মহোদয় বিপন্ন বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীগণকে তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও অর্থের দ্বারা যথেষ্ট সাহায্যও করিয়া থাকেন। কোন কোন মহানুভব, বিপদগ্রস্থ লোককে, রেল-

ভাড়া দিয়া, দেশে পৌঁছাইয়া দিয়াও থাকেন। এলাহাবাদপ্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এম, এল, বি, জজ হাইকোর্ট, মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র বি, এ, এল, এল, বি, মিউঃ ভাইস চেয়ারম্যান, শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি, এ, এল, এল, বি, উকিল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় M. A L. L. D. উকিল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, এল, এল, বি, উকিল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, এল, এল, বি, উকিল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু, B. A. L. L. B. Judge, S. C. Court, শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, এম, বি, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ দত্ত, এডিটার, "ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল," শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ফণী M. A. B. L. উকিল হাইকোর্ট, প্রভৃতি মহাত্মাগণ এখানে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ; এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা স্বদেশ-বৎসল, ও স্বজাতিপ্রিয়, স্থানাভাব প্রযুক্ত তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিতে পারিলামনা। প্রয়াগে কোন বাঙ্গালী যাত্রী অন্যায়রূপে অত্যাচারিত বা বিপদগ্রস্ত হইয়া ইহাঁদের যে কোন মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি, অত্যাচারিত বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন শুনিতে পাই, অনেক ধূর্ত্ত ব্যক্তি, ইহাঁদিগের সদাশয়তার সুবিধা লইয়া, বিপদের ভাণ করত, ইহাঁদিগকে ত্যক্ত করিয়া থাকে। আশা করি কেহ যেন অর্থলোভে ইহাঁদিগকে প্রতারিত করিয়া ভবিষ্যতে বিপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি ইহাঁদিগের সহানুভূতি নষ্ট না করে।

সমাপ্ত।